BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1067 ♦ Friday 10 October - Thursday 16 October 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

গাজা-ইসরাইলে শত্রুতা বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

--১৫ পৃষ্ঠায়

আলোচনায় 'সেইফ এক্সিট'

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

দেশের রাজনীতিতে এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের 'সেইফ এক্সিট ' নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আর এই আলোচনার সূত্রপাত কোন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখ থেকে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে স্বয়ং সরকারের উপদেষ্টাসহ শরিকদের মুখ থেকে। নিয়ন্ত্রকদের মুখ থেকে অভ্যুত্থানের বছর অতিবাহিত হতে না হতেই এমন হতাশাজনক মন্তব্য দেশজুড়ে যেমন আওয়ামী শিবিরে খুশির সংবাদ দিচ্ছে, তেমনি জুলাই আন্দোলনে যারা জড়িত থেকে আওয়ামীলীগ সরকার পতনে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে আতংক বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আর নিজেদের পক্ষের নেতাদের মুখ থেকে যখন বারবার হতাশার কথা উচ্চারণ হচ্ছে, তখন জনমনে আতংকের মাত্রা আরো কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানাগেছে, সরকারের ঘরে বাহিরে এ নিয়ে দেখা দিয়েছে অর্ন্তদন্দ। ইতোমধ্যে অনেকের

ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

বিশেষ করে এই আলোচনার জন্ম হয় এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলামের দেয়া একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে। ওই সাক্ষাৎকারে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'উপদেষ্টা পরিষদের অনেককেই বিশ্বাস করাটা ছিল বড় ভুল। তাদের প্রতি আস্থা রেখে প্রতারিত হতে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'উপদেষ্টারা অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ফেলেছেন, তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন।' এ সময় তিনি সেসব উপদেষ্টার নাম প্রকাশেরও হুঁশিয়ারি দেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'যারা উপদেষ্টা হয়েছেন তাদের অনেককেই বিশ্বাস করাটা আমাদের ভুল হয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল ছাত্র নেতৃত্বকেই শক্তিশালী করা, সরকারে গেলে সম্মিলিতভাবে যাওয়া। নাগরিক সমাজ বা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর যে আস্থা আমরা রাখছিলাম, সে জায়গায় আসলে আমরা প্রতারিত হয়েছি।'

তিনি বলেন, 'অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছেন, অথবা গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সময় এলে তাদের নামও আমরা উন্মুক্ত করবো।'

উপদেষ্টার আসনে ছাত্রনেতারা বসার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে নাহিদ বলেন, 'আমরা কেউই সরকারের উপদেষ্টা পদে যেতে চাইনি। জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলাম। তাহলে কিন্তু ছাত্রদের এই দায়িত্ব পালন করা লাগতো না। যদি অভ্যুত্থানের শক্তি সরকারে না থাকতো, তাহলে এই সরকার তিন মাসও টিকতো না।' --১৬ পৃষ্ঠায়

ইউনেস্কোর শীর্ষ পদে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউনেস্কোর ৪৩তম সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। সংস্থাটির সদস্যপদ লাভের ৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো শীর্ষ পদে নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ২২২তম অধিবেশনে ভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রার্থী ইউনেস্কোতে স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ফ্রান্স, মোনাকো ও আইভরি কোস্টে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা ৩০-২৭ ভোটে জাপানকে পরাজিত --১৬ পৃষ্ঠায়

আরিফের হুঙ্কার

সিলেট অফিস : সিলেটের 'তিন ইস্যুতে' অন্তবর্তীকালীন সরকারকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাবেক মেয়র ও বিএনপি'র চেয়ার-পারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী। আন্দোলনে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতেও তিনি সিলেটবাসীকে আহ্বান জানালেন। বলেছেন; উন্নয়নে সিলেটবাসীর সঙ্গে একের পর এক বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। যদি সরকার এখন থেকে সিলেটের প্রতি নজর না দেন তাহলে সিলেটবাসীকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামবেন। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নবঞ্চিত সিলেট। বিশেষ করে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের তিন মাধ্যমেরই অবস্থা নাজুক। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক এখন সিলেটবাসীর গলার কাঁটা। ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল ছয় লেন সড়কের কাজ। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে সড়কের কাজ শেষ হয়েছে ১৫ ভাগ। সরকারের উপদেষ্টাদের তরফ থেকে ইতিমধ্যে প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিয়ে একাধিকবার --১৬ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদ নিয়ে নতুন জটিলতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' বাস্তবায়নে 'গণভোট' প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' (আপত্তি বা দ্বিমত) নিয়ে নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। এতে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছে বড় দুই দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কখন ও কিভাবে হবে, তা নিয়ে মতভিন্নতা থাকলেও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে 'গণভোট' প্রশ্নে একমত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের তৃতীয় দফা সংলাপের চতুর্থ দিনে ঐকমত্য হলেও 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫'-এর গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সুপারিশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'নোট অব ডিসেন্ট'র বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। গত

রবিবার অনুষ্ঠিত কমিশনের সংলাপে বিএনপিসহ কয়েকটি দল প্রস্তাব করেছে, 'নোট অব ডিসেন্ট' জুলাই সনদের অংশ। যে দলের যে সংস্কারে ভিন্নমত আছে, তারা সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলে সেগুলো কার্যকরের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এমন বিধান রেখেই গণভোট হতে হবে।

আর জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জুলাই সনদে থাকা ৮৪ --১৬ পৃষ্ঠায়

কে এই নারী রুহি

পোস্ট ডেস্ক : গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জাহাজ বহর যখন ভূমধ্যসাগর হয়ে গাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সমুদ্র-ঢেউ আর নীল আকাশের পটভূমিতে এক নারী সরাসরি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ঝুঁকি নিয়ে কেন তিনি গাজার অভিমুখে ছুটে চলেছেন; সামনে তাদের কী প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে? হালকা বেগুনি স্কার্ফে চুল ঢাকা ওই নারী কথা বলেন সিলেটি উচ্চারণে। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গাজাগামী বহরে আছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। তাহলে বাংলায় কথা বলা এই নারী আসলে কে?

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি রুহি লোরেন আকতার; বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত

ব্রিটিশ। গাজার অবরোধ ভাঙতে ফ্লোটিলার সাহসী অভিযাত্রায় পর্যবেক্ষক জাহাজ 'সামারটাইম জং'-এর আরোহী ছিলেন তিনি। মানবাধিকার কর্মী। তিনি রিফিউজি বিরিয়ানি --১৬ পৃষ্ঠায়

গাজায় ২২ মাসে ২৭৮ সাংবাদিককে হত্যা করেছে ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলা ও বোমাবর্ষণে গত ২২ মাসে ২৭৮ গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। অর্থাৎ ২০২৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতি মাসে গাজায় গড়ে ১৩ সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মারা গেছেন। গত রোববার ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাট গ্রুপের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়, গাজার আগে ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ইরাকে সর্বোচ্চ ১৮৫ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ায় ১৪০, আফগানিস্তানে ২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ৭৬ জন, ২০১১ থেকে এ পর্যন্ত সিরিয়ায় ১৪১ জন, ২০২২ থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেনে ২৯ সাংবাদিক মারা যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেও এত সাংবাদিক মারা যাননি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে ৬৯ সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, গাজায় ব্যাপক হারে সাংবাদিক নিহতের ঘটনা কাকতালীয় নয়। ইজরায়েল সরকার আসলে গাজায় সাংবাদিকদের উপস্থিতি চায় না। কারণ তারা ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা চলছে, তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে এমন প্রমাণ লুকাতে চায়।

ইসরায়েল এরই মধ্যে গাজায় আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দিয়েছে। গাজার নিজস্ব প্রেস কমিউনিটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, যুদ্ধকালীন বেসামরিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও সুরক্ষা নিশ্চতের বিধান আছে। গাজায় সাংবাদিকদের হত্যার ব্যাপারে কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, ইসরায়েল সাংবাদিকদের হত্যা ও নীরব করার --১৬ পৃষ্ঠায়

কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না আওয়ামীলীগ!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর ২০২৪ সালে ক্ষমতা হারানো দলটির শীর্ষ নেতাদের এখন অন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের মামলার কারণে দেশের কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

মঙ্গলবার চিফ --১৬ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST - 23 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২৩ বছর আপনাদের সাথে!

23 Years of KEEPING YOU POSTED!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

যুক্তরাজ্যে পালিত হলো দশম 'ভিজিট মাই মস্ক': নানা ধর্মের মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিলো ইস্ট লন্ডন মসজিদ

লন্ডন, ৪ অক্টোবর ২০২৫ : নানা ধর্ম ও বর্ণের হাজার হাজার মুসলিম-অমুসলিমের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যে দশম বারের মতো উদযাপিত হলো 'ভিজিট মাই মস্ক' কর্মসূচি । ৪ অক্টোবর শনিবার যুক্তরাজ্যের দুই শতাধিক মসজিদ অমুসলিম নারী পুরুষ ও শিশু কিশোরদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মসজিদ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'ভিজিট মাই মস্ক' দিবস উদযাপন করে। সারাদিনই দলে-দলে আসতে থাকেন বিপুলসংখ্যক খৃস্টান, ইহুদী, মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ । তাঁরা মসজিদের ভেতর ঘুরে দেখেন। মসজিদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ফিরে যান তারা।

অন্যান্য মসজিদের মতোই ইস্ট লন্ডন মসজিদ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা ছিলো। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মারিয়াম সেন্টারের দ্বিতীয়তলায় নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে বিপুল সংখ্যক নন-মুসলিম ও মুসলিমের উপস্থিতিতে দিবসের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. ওয়াজেদ আখতার ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ।

জুনায়েদ আহমদ বলেন, ভিজিট মাই মস্ক বৃটেনের মসজিদগুলোর জন্য একটি অপুর্ব সুযোগ। প্রতি বছর এই দিবসটিতে আমরা আমাদের গল্প তুলে ধরতে পারি। সেই গল্প হচ্ছে, আমরা কারা, আমরা কী করছি। ইস্ট লন্ডন মসজিদ ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের সবচেয়ে প্রাচীণ মসজিদ। এখানে শুধু দৈনন্দিন উপাসনাই হয়না, এটি শিক্ষার একটি কেন্দ্রবিন্দু। কমিউনিটি সেবা থেকে শুরু করে তরুণনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষাসহ নানাবিধ কর্মসূচি এই মসজিদে পরিচালিত হয়ে থাকে। ভিজিট মাই মস্ক আমাদেরকে একে অপর সম্পর্কে জানা ও বুঝার সুযোগ করে দেয়। পারস্পারিক ভুল বুঝাবুঝি দুর করে। আজকের বিশেষ দিবসে মসজিদ ঘুরে দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ইসলাম ও মুসলমাদের জীবনের গভীরতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

এমসিবির সেক্রেটারি জেনারেল ড. ওয়াজেদ অখতার বলেন, বিশ্বজুড়ে আমরা ইমলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভক্তি ও ঘৃণা ছড়ানো বৃদ্ধি পেতে দেখছি। তা দুর করতে আমরা আমাদের গল্প তুলে ধরবো। ভিজিট মাই মস্ক এই জন্য নয় যে, এখানে এসে আমরা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষা নেবো। আমরা এসেছি আমাদের গল্প শেয়ার করতে, আমরা কারা, আমরা কী করছি। এটাই ভিজিট মস্ক কর্মসূচির মুল লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদসহ বৃটেনের মসজিগুলো সারাবছর গুরুত্বপুর্ণ কাজ করছে। সেটা হতে পারে শরনার্থীদের সাহায্য করা, ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা, আমাদের রাস্তাগুলোকে নিরাপদ রাখা কিংবা স্থানীয় হসপিসের জন্য ফান্ডরেইজ করা। কিন্তু এরপরও মসজিদ ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি ও ঘৃণা ছড়ানোর প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। আজকের 'ভিজিট মাই মস্ক' থেকে আমরা যে বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে চাই তা হলো, আমরা বিভক্ত নই, আমরা ঐক্যবদ্ধ। একতাই আমাদের শক্তি।

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিলো নন-মুসলিমদেরকে মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখানো, জামাতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখানো, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রদর্শনী, চিলড্রেন এক্টিভিটি ইত্যাদি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিউ-মুসলিম প্রজেক্ট-এর অফিসার শালিমা উদ্দিন মালিক দর্শনার্থীদের মসজিদের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখান। তিনি বলেন, আগতদের অনেকেই তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা মসজিদের আশেপাশেই বসবাস করেন। প্রতিদিনই মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়েই হাঁটাচলা করেন। কিন্তু কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি। আজকে ভিজিট মাই মস্ক দিবসে মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে তারা মসজিদ ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। ইসলাম ও মসজিদ সম্পর্কে মিডিয়ায় তারা এতোদিন যে নেতিবাচক প্রচারণা দেখে আসছিলেন তা তাদের কাছে অমুলক মনে হয়ে হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি) ভিজিট মাই মস্ক কর্মসূচি চালু করে। প্রথম বছরই নন-মুসলিমদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় । ওই বছর যুক্তরাজ্যের ২০টি মসজিদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। পরের বছর ২০১৬ সালে দ্বিতীয় অপেন ডে'তে অংশগ্রহণ করে ৮০টি মসজিদ। ২০১৭ সালে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দেড়-শতাধিক মসজিদ। এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সারাদেশের প্রায় ১৮০টি মসজিদে ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর দেশব্যাপী অংশগ্রহণকারি মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে।

এবার দুই শতাধিক মসজিদ ভিজিট মাই মস্ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সারাদিনই নন মুলিমদের জন্য মসজিদগুলো উন্মুক্ত ছিলো। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মসজিদগুলো ঘুরে দেখে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে একটি ভালো ধারনা নিয়ে ফিরে যান।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর সেন্ট্রাল কমিটির কাউন্সিল সম্পন্ন

মোজাম্মেল আলী: আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর (২০২৫-২০২৮ সেশনের) সেন্ট্রাল কমিটির কাউন্সিল অধিবেশন গত ৫ অক্টোবর ২০২৫, রবিবার, বাদ যোহর নিউইয়র্কস্থ ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারে স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও কাউন্সিল অধিবেশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আল্লামা মঈন উদ্দিন সাহেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও স্থায়ী কমিটির সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুন নুর সাহেবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

হাফিজ নজম উদ্দীন আহমদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ আনজুমানে আল- ইসলাহ'র মুহতারাম সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে কাউন্সিল অধিবেশন সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করাসহ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক, মাওলানা শরীফ উদ্দীন, মাওলানা আবু নসর মোহাম্মদ কুতবুজ্জামান ও মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া।

কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নূর সভাপতি, মাওলানা শাব্বির আহমদ সাধারণ সম্পাদক ও হাফিজ মাওঃ কাওছার আহমদ-কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর (২০২৫-২০২৮ সেশনের) জন্য ২৩ সদস্যবিশিষ্ট সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলরা হলেন সহ-সভাপতি মাওলানা আবু আব্দিল্লাহ মোহাম্মদ আইনুল হুদা, হাফিজ মাওলানা

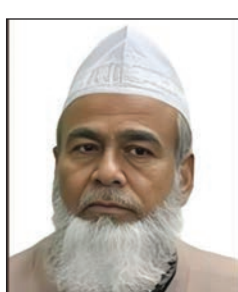

ফখরুল ইসলাম, আলহাজ্ব সাদাত খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রুহান উদ্দিন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোতাহির হুসাইন, প্রচার সম্পাদক মালিক শেখ, সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, যুব-বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ নজম উদ্দিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ মুহিতুর রহমান সোহেল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শিহাব উদ্দিন খান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা কবির আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফিজ জামশেদ হুসাইন এবং অফিস সম্পাদক মাওলানা মুহিবুর রহমান। নির্বাহী সদস্য মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া, মাওলানা মঈনুল ইসলাম, মাওলানা সুন্নতুর রহমান, ক্বারী মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, হাফিজ মঈনউদ্দিন এবং হাফিজ পারভেজ সিদ্দিক।

অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত সকল দায়িত্বশীলদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান স্থায়ী কমিটির সভাপতি আল্লামা মঈন উদ্দীন সাহেব। স্থায়ী কমিটির সদস্য আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের লীডস ও ব্রাডফোর্ড শাখার নতুন কমিটি গঠন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের লীডস ও ব্রাডফোর্ড শাখার কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে মজলিসে শূরার অধিবেশন গতকাল ৫ অক্টোবর রবিবার বাংলাদেশী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ।যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও ব্রাডফোর্ড শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও লীডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শূরার অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল বলরামপুরী।

শাখা পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ। শূরার অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মাওলানা ছাদিকুর রহমান কে সভাপতি,হাফিজ আখলাকুর রহমান চৌধুরী কে সিনিয়র সহ সভাপতির, হাফিজ মাওলানা মুফিজুর রহমান মারুফ কে সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা সাইদুল ইসলাম কে সহ-সাধারণ, মুহাম্মদ শাহনূর সেলিম কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট লীডস কমিটি। মাওলানা আব্দুস সালাম কে সভাপতি, মাওলানা জাহাঙ্গীর খান কে সিনিয়র সহ সভাপতি ,ক্বারী মাওলানা আব্দুল জলিল কে সাধারণ সম্পাদক, হাফিজ মাওলানা রশিদ আহমদ কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট ব্রাডফোর্ড শাখা পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক।

শূরার অধিবেশনে অন্যান্যদের বক্তব্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন,যুক্তরাজ্য শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন,যুক্তরাজ্য প্রচার সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন ভূঁইয়া,লীডস শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ফয়জুল হাসান চৌধুরী,ব্রাডফোর্ড শাখার সহ.সভাপতি আলহাজ্ব রইস আলী,প্রচার সম্পাদক হাফিজ মুহাম্মদ হোসাইন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, প্রমূখ।

শূরার অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত, রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, শাখা পূনর্গঠন, শপথ বাক্য পাঠ, হেদায়েতী বক্তব্য, সভাপতির হেদায়েতী বক্তব্য, মোনাজাত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

Laila
BASMATI RICE
10kg
£19.00
£12
Clubcard Price
ELEPHANT ATTA
PART OF THE FAMILY FOR 60 YEARS
MEDIUM
CHAPATTI FLOUR
10kg
SOURCE OF FIBRE, NATURALLY LOW IN SUGAR, SATURATED FAT AND SALT
£12.50
£7
Clubcard Price
£8.50
£6.50
Clubcard Price
TESCO Pure SUNFLOWER OIL
Helping you celebrate Diwali for less
TESCO
Every little helps
Tesco Pure Sunflower Oil 5L Clubcard Price £6.50 (13p/ml), regular price £8.50 (17p/ml). Laila Basmati Rice 10kg Clubcard Price £12.50 (£1.20/kg), regular price £19 (£1.90/kg). Elephant Atta Medium Chapatti Flour 10kg Clubcard Price £7 (70p/kg), regular price £12.50 (£1.25/kg). Offer ends 22/10. Clubcard/app required. Available in selected larger stores. Excludes Express, Whoosh, Isle of Man, and Northern Ireland.

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের নির্বাহী সভায় নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের নির্বাহী সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবশ্যই জুলাই সনদের ভিত্তিতেই হতে হবে। জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া দেশের জনগণ কোন নির্বাচন মেনে মেনে নেবে না। নেতৃবৃন্দ জুলাই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন সহ ৫দফা দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঘোষিত দেশ ব্যাপী কর্মসূচি সফল করতে দেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

নর্থ ইংল্যান্ডের লীডস সিটিতে গত রবিবার (৫ অক্টোবর)বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়।লীডসের ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মাজিদ থেকে তিলাওয়াত করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রবীণ মুরুব্বী, যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল বলরামপুরী। যুক্তরাজ্য শাখার দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, সহ সভাপতি মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন ভূঁইয়া, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা হাবিবুর রহমান, সহ বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা ক্বারী আব্দুল জলিল, হাফিজ মাওলানা মুফিজুর রহমান মারুফ, প্রমূখ।

সভায় জুলাই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন সহ ৫দফা দাবিতে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি পালন সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে লন্ডন দারুস সুন্নাহ মসজিদের ট্রাস্টি আলহাজ্ব ফজলুর রহমানের মাগফিরাত ও নাজাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

একুশে টিভির সাংবাদিক বিকুল চক্রবর্তীর বৃটেনের কার্ডিফ শহীদ মিনার পরিদর্শন

বদরুল মনসুর: গণতন্ত্রের মাতৃভূমি খ্যাত, মাল্টিকালচারেল, মাল্টিমিডিয়া ও মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার পরিদর্শন সহ কার্ডিফে ২৬ ঘন্টায় অবস্থানকালে ব্যাস্ত সময় কাটিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আগত একুশে টিভির সাংবাদিক বিকুল চক্রবর্তী। গত ৪ টা অক্টোবর দূপুর ১২ টায় শহীদ মিনার পরিদর্শনকালে তাঁকে স্বাগত জানান কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার

ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি কমিটির সেক্রেটারী কমিউনিটি লিডার ও মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

এই সময় কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলের সাবেক ডিপুটি লড মেয়র কাউন্সিলার এম দিলওয়ার আলী, শহীদ মিনার কমিটির অন্যতম ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ, ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, লাইফ মেম্বার ভিপি সেলিম আহমদ, সাংবাদিক জিসান আহমেদ, সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ কাহের,আখি আক্তার, মাসুদ আহমেদ, বদরুল হক মনসুর ও সাজেল আহমেদ। এর পর সাংবাদিক বিকুল চক্রবর্তীর সম্মানে কার্ডিফের সিটি রোডের একটি টার্কিস রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্ন ভোজ ও এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কার্ডিফ বাংলা স্কুলের সাধারণ সম্পাদক ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ কাহের এর প্রানবন্ত উপস্থাপনায় উক্ত মতবিনিময় সভায় ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের বোর্ড অফ ডিরেক্টর শাহ্ শাফী কাদির,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমান মুজিব, লেখক ও সংগঠক জিসান আহমেদ, শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, আব্দুর রউফ তালুকদার, রকিবুর রহমান, গিয়াস আহমেদ, মসুদ চৌধুরী, ও জিল্লু রহমান সহ আরো অনেকেই।

একুশে টিভির সাংবাদিক বিকুল চক্রবর্তী কার্ডিফে ২৬ ঘন্টায় অবস্থানকালে আপনাদের আন্তরিকতায় আমি সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করে তিনি সিনিয়র সাংবাদিক মৌলভীবাজার জেলার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ব্রাডফোর্ডে সভা অনুষ্ঠিত

নুরুল ইসলাম: গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে গত ২ রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ১২ ঘটিকায় স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে রিজিওনাল নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রবীণ মুরব্বি হাজী কবির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠন এর কেন্দ্রীয় ট্রের্বজারার এম আসরাফ মিয়া ও যুবসংগঠক এনামুল হক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্দুল মন্নান।

সভা চলাকালে টেলিকনফারেন্সে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর সংযুক্ত থেকে নর্থ রিজিওনের নতুন কমিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠনের আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা হাজী ফয়জুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মেয়র কাউন্সিলর ফুলজার আহমদ, শেখ মোহাম্মদ মানিক মিয়া, হাজী জিতু মিয়া, হাজী রুকনুজ্জামান, আনোয়ার হুসেন, কবির উদ্দিন, লয়লু মিয়া, আব্দুল খালিক, আব্দুল মালিক লুৎফুর, এনামুল হক, রুহেল মিয়া সাহীন আহমদ, মনির পারভেজ, পংকি মিয়া, আব্দুল কুদ্দুস, আশক আলী, সুন্দর আলী, আজাদ আলী,আলেক্স মিয়া, হেলাল মিয়া এমদাদুল হক, সিরাজ মিয়া,

নজমুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন,ও মুসা আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় আগামী ১৪ ই অক্টোবর কমিউনিটি সেন্টারে নর্থ রিজিওনাল নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠান সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে।

ওসমানী বিমানবন্দর আন্তর্জাতিকীকরণ ও বিমান ভাড়া কমানোর দাবি ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করার দাবি জানিয়ে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ নেতৃবৃন্দ বলেন, যুক্তরাজ্য থেকে সিলেটে বিমানের পাশাপাশি অন্যান্য এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চালু করতে হবে। একই সঙ্গে, বিমানের ভাড়া কমানো এবং যাত্রীসেবা উন্নত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

ছাতক ইসলামিক সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন

ছাতক ইসলামিক সোসাইটি ইউকে'র নতুন কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার পূর্ব লণ্ডনের গ্রেটোরেক্স সেন্টারে সংগঠনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন এমদাদুর রহমান। পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে পরামর্শ ক্রমে ২৮ সেপ্টেম্বর নতুন সভাপতি তার ওয়ার্কিং কমিটির নাম ঘোষণা করেন। এতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যারিষ্টার মাহবুবুর রহমান সুমন এবং ট্রেজারারের দায়িত্ব পান কুতুবুজজামান শামীম। নিয়ম অনুযায়ী নবনির্বাচিত কমিটি পূর্ববর্তী ২০২৩ - ২০২৫ সেশনে নির্বাচিত কমিটির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন।

প্রায় ২০ বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান ছাতক ইসলামিক সোসাইটি ইউকে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের নিজ এলাকা সহ সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় এবং ব্রিটেনে নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ৩ টি আধুনিক মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখে চলেছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও সামাজিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা।

সংগঠনের নতুন কমিটিতে আরও যারা দায়িত্ব পেয়েছেন তারা হলেন, ফান্ডরাইজিং সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম শিশু, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি দিলওয়ার হোসাইন, ইউথ সেক্রেটারি আতিকুর রহমান মাসুম, ইউকে প্রজেক্ট সেক্রেটারি আবু সাঈদ নীলু, বাংলাদেশ প্রজেক্ট সেক্রেটারি সাইফুর রহমান পারভেজ, এডুকেশন সেক্রেটারি মতিউর রহমান, অফিস সেক্রেটারি শফিজুর রহমান, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি শাহনুর আলী, কালচারাল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আনু মিয়া, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি সারওয়ার হোসেন সুজন। আর এক্সিকিউটিভ সদস্য হলেন সর্বজনাব লোকমান আহমদ, ছালেহ আহমেদ, এনামুল হক শাহিন, সেলিম হোসাইন, আকলু মিয়া, মাসুক আহমেদ, আবুল কালাম, আমিনুর রহমান লিলু, মকবুল আহমদ, আবু এহিয়া, বদরুজ্জামান, ইকবাল হোসাইন এবং আসাদুল হক।

এছাড়া উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মনির উদ্দিন, মজর আলী, মানিক মিয়া, মুহিব আহমদ ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব বিশ্বাস করে যে, এই কমিটি ছাতক ইসলামিক সোসাইটি ইউকে'কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং প্রবাসী ও বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লন্ডন স্পোর্টিফ ও অ্যাপেক্সেরে যৌথ উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি টেবিল টেনিস কাপ অনুষ্ঠিত

প্রথমবারের মতো লন্ডন স্পোর্টিফ ও অ্যাপেক্সেরে যৌথ উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি টেবিল টেনিস কাপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ই অক্টোবর উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী খেলা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে। উত্তেজনাপূর্ণ কমিউনিটি টুর্নামেন্টে টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন এলাকা এবং আশপাশ থেকে খেলোয়াররা অংশগ্রহণ করেন। তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয় বয়সের নারী-পুরুষ খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন টিমোথি তিয়ান এন থাই। রানার্স আপ হন পেরি ফাং। কনসোলেশন ইভেন্ট বিজয়ী মিলান সৌজানি।

লন্ডন স্পোর্টিফের ম্যানেজার মুহি মিকদাদ ও অ্যাপেক্সের কোচ জশ সকল খেলোয়ার-বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান তাদের প্রচেষ্টা, উদ্যম ও কমিউনিটির প্রতি নিষ্ঠার জন্য।

অ্যাপেক্স বর্তমানে সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত টেবিল টেনিস সেশন পরিচালনা করে, যা তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্য উন্মুক্ত খেলাটিকে ছড়িয়ে দিতে এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে। রবিবারের টুর্নামেন্টটি দারুণ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে, যা স্থানীয় মানুষকে একত্র করেছে এবং কমিউনিটি স্পোর্টসের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেছে।

লন্ডন স্পোর্টিফের ম্যানেজার মুহি মিকদাদ বলেন: আমাদের কমিউনিটিতে টেবিল টেনিস প্রচারের এটি এক অসাধারণ সুযোগ। আজ আমরা বিভিন্ন বয়সের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ ও খেলাধুলার মানসিকতা দেখেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি শক্তিশালী কমিউনিটি ক্লাব নেটওয়ার্ক গঠন করা।

অ্যাপেক্সের কোচ জশ বলেন: সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ, এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষ এই খেলায় যুক্ত হবে।"

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে শেষ হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫

ওয়ানবাংলা চ্যাম্পিয়ন, চ্যানেল এস রানার আপ

লন্ডন, ৮ অক্টোবর, ২০২৫: উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রিন মাঠে ৫ অক্টোবর রবিবার দিনব্যাপী খেলায় ছিল উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নেয় ছয়টি জনপ্রিয় দল। তবে এই টিম গুলোর অধীনে বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের শতাধিক ক্লাব মেম্বার এতে যুক্ত ছিলেন।

টিম গুলো হলো: বাংলা কাগজ, ওয়ান বাংলা, চ্যানেল এস, মোহামেডান এসসি, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড ও ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড। রোমাঞ্চকর ফাইনালে মুখোমুখি হয় ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এবং চ্যানেল এস। নির্ধারিত সময়ে গোল না হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে, আর সেখানে ওয়ান বাংলা ৪-৩ গোলে জয় পেয়ে ৪র্থবারের মতো ছিনিয়ে নেয় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি!

ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়েরের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ-এর পরিচালনায় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লন্ডন সফররত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা- বাসস-এর চেয়ারম্যান ও দৈনিক ইত্তেফাকের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার আলদীন। স্বাগত বক্তৃতা করেন আয়োজন কমিটির কো-অর্ডিনেটর ক্লাবের ইভেন্টস সেক্রেটারী রুপি আমিন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক উদয় শংকর দাশ ও শেখ মোজাম্মেল হোসেন কামাল আহমদ, খেলার স্পন্সর ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান। অপর স্পন্সর অল সিজন ফুড।

লন্ডন স্পোর্টিফের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন বাহার উদ্দিন এবং সাহিদুর রহমান সুহেল। জাকির হোসেন কয়েস পেয়েছেন সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার। আর ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন মোহাম্মদ সোবহান। খেলা শেষে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও অতিথিরা। এসময় লন্ডন স্পোর্টিফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সেক্রেটারি মহিবুর রহমান, ট্রেজারার আতিকুর রহমান, ডিরেক্টর ও ক্লাব ম্যানেজার মাহি মিকদাদ ও ডিরেক্টর ফরহাদ উদ্দিন।

বক্তারা বলেন, এই টুর্নামেন্ট শুধু খেলাধুলা নয়, এটি সাংবাদিকদের বন্ধুত্ব, ঐক্য ও সহযোগিতার প্রতীক।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো অংশ নেন প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, এসিসটেন্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল, অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি মুহাম্মদ আকরামুল হোসাইন ও মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান ও ১ম নির্বাহী সদস্য সাহিদুর রহমান সোহেল।

প্রতি বছর যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের এই সংগঠন আয়োজন করে আনন্দঘন এই ফুটবল টুর্নামেন্ট, যা এখন প্রবাসী কমিউনিটির অন্যতম সেরা ক্রীড়া উৎসবে পরিণত হয়েছে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এই ঐক্য, আনন্দ ও বন্ধুত্ব থাকুক, প্রবাসে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করুক এসব উদ্যোগ- এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত

বৃটেনের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম সংগঠন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ)-এর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা (অএগ) রবিবার (৫ অক্টোবর ২০২৫) লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৫-২০২৭ সেশনের জন্য ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ সরাসরি ভোটে পুনরায় এমসিএ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নুরুল মতিন চৌধুরী।

পবিত্র কোরআন থেকে দারস পেশ করেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাইখ আব্দুল কাইয়ুম।

সভায় নতুন সদস্যদের শপথ পাঠ করান নবনির্বাচিত সভাপতি হামিদ আজাদ। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সংগঠনের সদস্যদের ত্যাগ ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের দায়িত্ব শুধু সংগঠন পরিচালনা নয়, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।" তিনি ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শাইখ আব্দুল কাইয়ুম তাঁর বক্তব্যে ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "ইসলামী ঐতিহ্যে নেতৃত্বের পদ চাওয়া নিষিদ্ধ-এটি দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার পথ খুলে দেয়।"

অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সুশৃঙ্খল ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া। এই নির্বাচন পরিচালনা করেন বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনার হাবিবুর রহমান। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন -

ড. আব্দুল বারী, আয়ুব খান, ড. আশরাফ মাহমুদ, এবং রাহেলা চৌধুরী। সকল প্রার্থী ও সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা ও দক্ষতার প্রশংসা করেন।

উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা জানান, এবারের নির্বাচন ছিল এমসিএ'র ইতিহাসে অন্যতম সুশৃঙ্খল ও অংশগ্রহণমূলক একটি প্রক্রিয়া।

দুপুরের বিরতির পর সভাপতি হামিদ হোসেন আজাদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং দ্বিবার্ষিক রিপোর্টের উপর আলোচনা হয়, যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রিজিয়ন সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে।

২০২৫-২০২৭ সেশনের শুরা কাউন্সিল সদস্যরা:

আবদুদ দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস, আনসার মুস্তাকিম, দিলোয়ার হোসেন খান, ড. আবদুস সালাম আজাদি, ড. দিলদার চৌধুরী, হাফিজ আবুল হোসেন খান, হাসান সিরাজুস সালেকিন, হাসান কাওসার আহমেদ, মোঃ আব্দুল মুমিন, মনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ, মুসাদ্দিক আহমেদ, নেসার আহমেদ, নজমুল হোসেন, নুরুল মতিন চৌধুরী, রাজু মোহাম্মদ শিবলী, সিরাজুল ইসলাম হীরা, সৈয়দ জামিরুল ইসলাম বাবু, ড. মাহেরা রুবি, আসমা খান, ড. শিরিন সোবহানি, রওশনারা কবির, এবং আনজুমারা বেগম।

এছাড়াও ১৬ জন রিজিয়ন সভাপতি এমসিএ'র সংবিধান অনুযায়ী শুরা কাউন্সিল সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হন।

২০২৫-২০২৭ সেশনের রিজিয়ন সভাপতিরা:

এফ.কে.এম শাহজাহান - লন্ডন নর্থওয়েস্ট, সৈয়দ আহমেদ - লন্ডন ওয়েস্ট, কাজী ফয়জুল ইসলাম পারভেজ - লন্ডন সাউথইস্ট, আবুল হোসেন (রায়হান) - লন্ডন ইস্ট, মোহাম্মদ জুবায়ের মিয়া - লন্ডন নর্থইস্ট, হাসানুল বান্না - মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন অব প্রফেশনালস অ্যান্ড স্টুডেন্টস, মোঃ জয়নাল আবেদীন (লিটন) - লন্ডন সাউথওয়েস্ট, কামাল উদ্দিন - সাউথইস্ট ইংল্যান্ড মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন, গিয়াস উদ্দিন - সাউথওয়েস্ট ইংল্যান্ড ইসলামিক সোসাইটি, শরীফুর রহমান - ইস্ট অব ইংল্যান্ড, রেজাউল করিম চৌধুরী - ইস্ট মিডল্যান্ড, এস. বদরুল আলম - নর্থওয়েস্ট, আসাদ আহমেদ - ওয়েলস
ফরিদ মিয়া - ওয়েস্ট মিডল্যান্ড
মাসুদুল হাসান - ইয়র্কশায়ার অ্যান্ড হাম্বার, জাহিদ ইসলাম - নর্থইস্ট

সভায় ২০২৩-২০২৫ সেশনের বিভিন্ন রিজিয়নের কার্যক্রমের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এছাড়া এমসিএ ইয়ুথ কার্যক্রমের ওপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়, যা উপস্থিতদের প্রশংসা অর্জন করে।

উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতিদের বক্তব্য, সাবেক সভাপতি আতিকুর রহমান জিলু বলেন, "এমসিএ বর্ণবাদ ও ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এজন্য সকলকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে।"সাবেক সভাপতি দিলোয়ার হোসেন খান নবনির্বাচিত নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন "ইয়ুথদের উন্নয়নে সময়, মেধা ও সম্পদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।"উপদেষ্টা পরিষদের সেক্রেটারি শায়েখ মুসলেহ ফারাদি স্থানীয় দাওয়াহ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সমাপনী বক্তব্যে নবনির্বাচিত সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ বলেন, "আগামী সেশনে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, গুণগত মান ও যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়ে এমসিএকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। এমসিএ'র 'ভিশন ২০৩০' আমাদের কাজের মূল দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রধান শিক্ষক মঈনুল হোসেন চৌধুরীর সম্মানে লন্ডনে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ শান্তিগঞ্জের কৃতিসন্তান-বিশিষ্ট শিক্ষাবিধ, দরগাপাশা আব্দুর রশীদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ছাতক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মঈনুল হোসেন চৌধুরীর সম্মানে লন্ডনে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত বুধবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের নিউ রোডের একটি হলে শাক্তিগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশন ইউকের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাক্তিগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি-বিশিষ্ট শিল্পপতি আবুল লেইছ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দিলাওর হোসেইনের পরিচালনায় শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে কারী আব্দুল মুহিত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আবু হোসেইন, নুরুল ইসলাম এমবিই, কাউন্সিলর ইকবাল হোসেইন।

অনুষ্টানে আরো বক্তব্য রাখেন নুরুল আমিন, ইকবাল হোসেইন, আনোয়ার হোসেইন ফজলে রব্বানী স্মরণ, হারুন আমিন খাঁন, আব্দুস সালাম, সানাওর আলী কয়েস, রূপা মিয়া, সারের বক্ত চৌধুরী, আনোয়ার দুলাল, শফিক মিয়া, তুলহাস চৌধুরী, ছাত্র নেতা শিপন আহমেদ, রাসেল আহমেদ, জামাল হোসেইন চৌধুরী, শায়েক আহমেদ, ড. রোয়াব উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় বক্তাগন এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সংবর্ধিত অতিথির ভূয়শী প্রসংশা করেন। সংবর্ধিত অতিথি এলাকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্য়োগে ত্রাণ সহযোগিতা-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহযোগীতা, দেশে প্রেম ও এলাকায় উন্নয়ন করার জন্য শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশনের প্রসংশা করেন।একই সাথে লন্ডন সফরকালে তাকে সম্মানে-সম্মানিত করার জন্য তিনি আজীবন স্মরণ রাখবেন।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো বিসিএ শেফ কুক-অফ কম্পিটিশন ২০২৫: অংশ নিলেন যুক্তরাজ্যের ৫০ জন নামকরা শেফ

খালেদ মাসুদ রনি, লন্ডনঃ ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কারি ইন্ডাস্ট্রির বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ) এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত ১৮তম "বিসিএ শেফ কুক-অফ কম্পিটিশন ২০২৫" ।সংগঠনের শেফ অব দ্য ইয়ার কমিটির প্রধান সামছুল আলম খান শাহীন ও টিম মেম্বারদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা পরিণত হয় বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট শিল্পের এক প্রাণবন্ত উৎসবে। গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত লন্ডনের হ্যামারস্মিথ অ্যান্ড ফুলহাম কলেজে জমজমাট পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লেস্টার, কার্ডিফসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে ৫০ জন খ্যাতনামা রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ের শেফ এতে অংশ নেন। বিচারকদের সামনে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ কুকিং দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মন জয় করার প্রতিযোগিতা চলে প্রাণবন্ত পরিবেশে। এবারের আসরে নারী শেফ ও তরুণ শেফদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন শেফ অব দ্য ইয়ার কমিটির প্রধান শামসুল আলম খান শাহীন এবং বিসিএ মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ইয়ামিন দিদার। প্রতিযোগিতা চলাকালীন এবং সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখেন বিসিএ প্রেসিডেন্ট ওলি খান এমবিই, সেক্রেটারি জেনারেল মিঠু চৌধুরী, এওয়ার্ড কমিটির কনভেনার আতিক রহমান বি' ই'এম, চিফ ট্রেজারার টিপু রহমান, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি নাজ ইসলাম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দিন মকদ্দস, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম (ওবিই) এবং মোঃ কামাল ইয়াকুবসহ বিভিন্ন রিজিওনের নেতৃবৃন্দ ও ক্যাটারার্সরা।

বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্রিটেনের অভিজ্ঞ শেফ, রন্ধনশিল্প বিশেষজ্ঞ এবং বিসিএ-সম্পৃক্ত প্রবীণ ক্যাটারার্স। তাঁদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হবে এ বছরের সেরা দশ শেফ, যারা চূড়ান্ত পর্বে প্রতিযোগিতা করবেন। আগামী ৯ নভেম্বর লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার পার্ক প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে বিসিএ এওয়ার্ড ও গালা ডিনার ২০২৫। সেখানে ব্রিটেনের রাজনীতিক, সংসদ সদস্য, স্থানীয় কাউন্সিলর ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মর্যাদাপূর্ণ "শেফ অব দ্য ইয়ার" পুরস্কার।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,বাংলাদেশি কারি ইন্ডাস্ট্রির এই প্রতিযোগিতা শুধু রান্নার মানোন্নয়ন নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার এক অনন্য মাধ্যম।রন্ধনশিল্পের উৎকর্ষ, সৃজনশীলতা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই প্রতিযোগিতা এখন যুক্তরাজ্যে এক গৌরবময় প্রবাসী উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

গাজা সংকট ও মুসলিম বিদ্বেষ মোকাবেলায় এমসিএর গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন বা এমসিএ (Muslim Community Association, MCA) রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী এক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে, যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে একটি হচ্ছে ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয় এবং দ্বিতীয়টি ব্রিটেনে ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম বিদ্বেষের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি।

প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক সদস্য ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সভাটি পরিণত হয় এক তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজনে, যা রূপ নেয় চিন্তামূলক, সংহতিমূলক ও কৌশলগত পদক্ষেপ নির্ধারণের এক মঞ্চে।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মুসাদ্দিক আহমেদ এর সঞ্চালনায় তিনজন বিশিষ্ট বক্তা তাঁদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন।

আলোচকদের মধ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতা ও শিক্ষাবিদ ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারি ব্রিটিশ মুসলিমদের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, সময় এসেছে আমাদেরকে বর্ণবৈষম্য ও ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। তিনি তার আলোচনার মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা এবং তরুণদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বক্তা কাউন্সিলর ফর আরব-ব্রিটিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (CAABU) এর স্টেকহোল্ডার রিলেশনের প্রধান শাহেদা দেওয়ান সকলকে সমন্বিতভাবে গাজায় চলমান গণহত্যার বাস্তব ও করুণ চিত্র তুলে ধরার আহবান জানান। তিনি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে ও মানবিক সহায়তা দিতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার রক্ষায় নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ড. আব্দুল্লাহ ফালিক যুক্তরাজ্যে ইসলামবিদ্বেষের ঘটনার বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ঘৃণাজনিত অপরাধের ঘটনা নথিবদ্ধ করা, ভুক্তভোগীদের সহায়তা এবং বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি এবং একটি সময়েরও দাবি।

সভায় মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন সামগ্রিকভাবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘোষণা করে,

১. স্থানীয় সেফটি কমিটি গঠন, যারা হুমকি পর্যবেক্ষণ, ভুক্তভোগীদের সহায়তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করবে।

২. শিক্ষা ও গণমাধ্যমভিত্তিক প্রোগ্রাম চালু করে ইসলামোফোবিয়া ও গাজা সংকট নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. আইনি সহায়তা, ঘৃণাজনিত অপরাধ রিপোর্টিং এবং নাগরিক অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদ সরবরাহ করা।

৪. বর্ণবাদবিরোধী ও মানবিক সংগঠনের সঙ্গে জোট গড়ে তোলা, যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত প্রভাব সৃষ্টি হয়।

এমসিএ এর সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের শান্তি, ন্যায়বিচার ও ঐক্যের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "গাজা ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে হত্যাযজ্ঞ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে আমরা যখন একসাথে দাঁড়াই, তখন আমরা একটি শক্তিশালী বার্তা দেই, ঘৃণা, বৈষম্য এবং নিরীহ মানুষকে টার্গেট করার কোনও স্থান সভ্য সমাজে নেই।" তিনি আরও যোগ করেন, এমসিএ'র লক্ষ্য হলো বোঝাপড়া বাড়ানো, সহমর্মিতা জাগানো এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা। তিনি বলেন, "আমরা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য কাজ করছি। সকল নিপীড়িত সম্প্রদায়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার আমাদের। তিনি গাজা অভিমুখে যাত্রাকারী মানবিক দলে অংশগ্রহণকারীদের সাহস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান জানান এবং তাদের এ মহান উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি তার বক্তব্যে এমসিএ এর সদস্য ও সহযোগীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের সকলকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সক্রিয় থাকতে হবে, নিয়মিত তথ্যসমৃদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিকূলতার মাঝেও সম্মিলিত কণ্ঠই সবচেয়ে বড় শক্তি বলে উল্লেখ করেছে সংগঠনটির সভাপতি।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ইএমএ এবং ইউনিভার্সিটি ভার্সারির জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু

টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীরা এখন ২০২৬/২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইএমএ বা এডুকেশন মেইনটেন্যান্স আলাউন্স (শিক্ষা ভাতা) এবং ইউনিভার্সিটি ভার্সারির (বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি) স্কিমে আবেদন করতে পারবে, যা তাদের শিক্ষায় অব্যাহত রাখার ব্যয় নির্বাহে খরচে সহায়তা করবে।

এই স্কিমগুলো ২০২২ সালে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল পুনরায় চালু করে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৪ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়েছে।

শুধুমাত্র গত অর্থবছরেই ২,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থীকে কাউন্সিল ২ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান দিয়েছে , যাতে তারা সিক্সথ ফর্ম, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও সফলতা অর্জন করতে পারে।

গত বছর ১,২৫০ ইএমএ অনুদান এবং ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ (২০২৩/২৪ সালে ৭৫২ ইএমএ এবং ৪০০ বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল)।

এখন শিক্ষার্থীরা ২০২৬/২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদন করার শেষ সময়: বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, রাত ১১:৫৫ মিনিট।

ইএমএ হলো ৬০০ পাউন্ড অনুদান, যা যোগ্য সিক্সথ ফর্ম ও কলেজ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খরচে সহায়তা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি হলো ১,৫০০ পাউন্ড অনুদান, যা যোগ্য স্নাতক শিক্ষার্থীদের বই, শিক্ষা উপকরণ এবং আবাসনের মতো খরচে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাহী মেয়র, লুৎফর রহমান বলেন: "শিক্ষা কখনোই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দূরে থাকা উচিত নয়। আমি গর্বিত যে আমরা আরও একটি বছরের জন্য আবেদন উন্মুক্ত করছি, যেখানে আগের বছরের সাফল্যের ভিত্তিতে আরও বেশি শিক্ষার্থী সহায়তা পাচ্ছে।"

তিনি বলেন, "এই অনুদানগুলো শুধু ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের জন্য নয়, বরং আমাদের পুরো কমিউনিটির ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ।" ডেপুটি মেয়র এবং কাউন্সিলের এডুকেশন , ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, বলেন, "বৃত্তির সংখ্যা দ্বিগুণ করা আমাদের তরুণদের বাস্তব সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। আমরা চাই যত বেশি যোগ্য তরুণ সম্ভব টাওয়ার হ্যামলেটসের এই সহায়তা থেকে উপকৃত হোন। হোক ইএমএ বা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি-এই অর্থায়ন পরিবারগুলোর চাপ কমায় এবং শিক্ষার্থীদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে মনোযোগী হতে সহায়তা করে।"

শিশু ও তরুণদের জন্য চলমান বিনিয়োগ

এই অনুদানগুলো টাওয়ার হ্যামলেটসের শিশু ও তরুণদের জন্য বিস্তৃত সহায়তা প্যাকেজের অংশ।

কাউন্সিল তার ইয়ুথ সার্ভিস 'ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস্'- এ ১৩ দশমিক ৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে, যা বারার ইয়ুথ সেন্টারগুলি ও কমিউনিটি স্থানে ১০০টিরও বেশি বিনামূল্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এছাড়া, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল হচ্ছে দেশের প্রথম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যারা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সার্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল খাবার চালু করেছে, যার ফলে পরিবারগুলো প্রতি শিশুর জন্য বছরে গড়ে ৫৫০ পাউন্ড সাশ্রয় করবে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই স্কিমে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।

এ বছর কাউন্সিল স্কুল ইউনিফর্ম অনুদানও চালু করেছে, যেখানে ৫০ হাজার ৩৫০ পাউন্ড পর্যন্ত পারিবারিক আয় থাকলে পরিবারগুলি রিসেপশন বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশকারী প্রতি শিশুর জন্য ৫০ পাউন্ড এবং সেকেন্ডারি স্কুলে ইয়ার সেভেন -এ প্রবেশকারী প্রতি শিশুর জন্য ১৫০ পাউন্ড দাবি করতে পারে।

ইএমএ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি স্কিম সম্পর্কে আরও জানতে এবং আবেদন করতে ভিজিট করুন: www.towerhamlets.gov.uk/ema

লন্ডনে আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক ফরিদ হোসেনকে নিয়ে মতবিনিময় সভা

লন্ডন প্রতিনিধি: গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব ফরিদ হোসেন-এর ইংল্যান্ড সফর উপলক্ষে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার (৬ অক্টোবর) পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আনোয়ারুল মুমিন (জাহাঙ্গীর স্যার)।

সভায় বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা, শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক ফরিদ হোসেন-কে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

সভায় জানানো হয়, প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোলাপগঞ্জেরই কৃতি সন্তান, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট কবির আহমদ বাবর।

সভায় উপস্থিত সবাই তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর নেতৃত্বে আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ আরও সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে লন্ডনসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - মারুফ রশীদ, জিল্লুল করিম চৌধুরী, জাহেদ হোসেন, এমদাদ হোসেন টিপু, কাজি নজরুল ইসলাম, মাসুদ আহমেদ জোয়ারদার, শাহীন আহমেদ, মকসুস আহমেদ, আব্দুস সুবহান রুহেল, জুনুর, মকসুদ আহমেদ, মাসুম আহমেদ, মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল প্রমুখ।

সভা শেষে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা প্রিয় বিদ্যাপীঠ আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সার্বিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রবাসে থেকেও প্রিয় বিদ্যালয়ের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও মমত্ববোধই এই সভার মূল বার্তা হয়ে ওঠে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশুদের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর্লি হেল্প স্ট্র্যাটেজি চালু গর্ভাবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পরিবারকে সহায়তা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ২০২৫-২০২৮ সালের জন্য তাদের নতুন আর্লি হেল্প স্ট্র্যাটেজি চালু করেছে। এই কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো: প্রতিটি শিশু, তরুণ এবং পরিবার যেন উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

বুধবার, ১ অক্টোবর মিথ গার্ডেনস ফ্যামিলি হাবে আয়োজিত এক কমিউনিটি ইভেন্টে এই স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। এ অনুষ্ঠানে পরিবার, পেশাজীবী এবং অংশীদাররা একত্রিত হয়ে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যৌথ প্রতিশ্রুতি উদযাপন করেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় টাওয়ার হ্যামলেটস-এর নির্বাহী মেয়র বলেন: "এই কৌশল টাওয়ার হ্যামলেটস-এর প্রতিটি শিশুর জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমরা জানি, যত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তত বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর্লি হেল্প মানে হলো সমস্যা বড় হওয়ার আগেই হস্তক্ষেপ করা এবং পরিবারকে সঠিক সময়ে সঠিক সহায়তা দেওয়া, যাতে কেউ পিছিয়ে না পড়ে।টাওয়ার হ্যামলেটস দেশের সবচেয়ে তরুণ ও বৈচিত্র্যময় বারাগুলোর একটি-এটাই আমাদের শক্তি। এই কৌশল আমাদের কমিউনিটিরই প্রতিফলন"

তিনি বলেন, 'আমরা গর্বিত যে এ বছর অফস্টেড টাওয়ার হ্যামলেটস-এর আর্লি হেল্প সার্ভিসকে একটি শক্তিশালী দিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে এখানেই আমরা থেমে থাকছি না। এটি কেবল একটি কাউন্সিল পরিকল্পনা নয়; এটি গোটা কমিউনিটির প্রতিশ্রুতি। পরিবার, স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্য অংশীদারদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের শিশুরা বিকশিত হতে পারে।"

স্ট্র্যাটেজির মূল নীতিমালা:

- সম্পূর্ণ পরিবারকে সহায়তা করা
- প্রতিটি যোগাযোগকে মূল্যবান করে তোলা।
- সমন্বিত, সহজলভ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সেবা প্রদান করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একজন অভিভাবক ও একজন তরুণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। এসময় ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইযুম তালুকদার সহ কাউন্সিলের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইযুম তালুকদার বলেন, "আমাদের পার্টনারশিপ সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। শিশু, তরুণ এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে শিশুরা ও তাদের অভিভাবকেরা অমূল্য। এই কৌশল অনুসরণ করে আমরা আরও ভালোভাবে কীভাবে কাজ করা যায় তা নিশ্চিত করব।"

সাপোর্টিং ফ্যামিলিজ-এর পরিচালক সুজানাহ বিসলি-মারে বলেন, "আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, যাতে আপনি সহজেই সিস্টেম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা পান। এই পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে শিশু ও অভিভাবকদের কণ্ঠ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কারণ তারাই সবচেয়ে ভালো জানেন, তাদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন।"

আর্লি হেল্প অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের প্রধান মোহাম্মদ আব্দুল জলিল বলেন, "প্রত্যেক পরিবার জীবনে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বেশিরভাগ সময় সেই চ্যালেঞ্জে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুরা পাশে থাকে। তবে কখনও কখনও অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়-সেই সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। আর্লি হেল্পের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী ও অংশীদারদের একত্রিত করা, যাতে সঠিক সময়ে সঠিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায় এবং পরিবারগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারে।"

অসাধারণ সামার ফেয়ারে অংশ নিয়েছেন এবং উপভোগ করেছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ

এ বছর গ্রীস্মকালিন ছুটির দিনগুলিতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে বারাজুড়ে সামার অব ফান ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারার পার্ক, ইয়ূথ এবং চিলড্রেন্স সেন্টার, আইডিয়া স্টোর্স এবং লাইব্রেরী, স্পোর্টস ভ্যানু এবং লেইজার সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সামার অব ফান প্রোগ্রামের শত শত এক্টিভিটিস বা কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ৫০ হাজারের বেশি বাসিন্দা অংশ নিয়েছেন।

সামার ফান প্রোগ্রামে ৮'শ'র বেশি রকমের ফ্রি স্কুল সামার হলিডে ইভেন্ট বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা স্বস্থির সাথে খেলাধুলা অথবা শারিরীক কার্যকলাপে অংশ নিয়েছেন এবং উপভোগ করেছেন নিত্য-নতুন সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। এছাড়াও এই প্রোগ্রাম বারার সব ধর্ম, বর্ণ ও সব বয়সের মানুষকে বারার সব ধরনের সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ এনে দিয়েছিল পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটসকে ভালোবাসার মতো আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমন্ডিত বিষয়গুলোও উন্মোচনের সুযোগ করে দিয়েছিল।

আর্টস, পার্ক এন্ড ইভেন্টস, আইডিয়া স্টোর্স, লোকাল হিস্টোরি লাইব্রেরি এন্ড আর্কাইভ বা সংরক্ষনাগার, বি ওয়েল, ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস, স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট এবং ফ্যামিলি হ্যাবসহ কাউন্সিলের বিভিন্ন দপ্তর এই প্রোগ্রাম উদযাপন এবং শিশু-কিশোর এবং তাদের পরিবারকে সহযোগিতার মাধ্যমে অংশিদারিত্ব কাজের দুর্লভ নজীর স্থাপন করেছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার বলেছেন, "আমাদের স্টাফ এবং অংশীদারী সংগঠনগুলো গ্রীস্মকালীন স্কুল ছুটি চলাকালে পুরো বারাজুড়ে বিণামূল্যে শত শত অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে পরিবারগুলোকে সমর্থন দিয়েছেন, এ জন্যে আমি গর্বিত।

"এই কার্যক্রমগুলো বাসিন্দাদেরকে তাদের স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করেছে, টাওয়ার হ্যামলেটসকে ভালোবাসার মতো নতুন এবং অজানা বিষয়গুলো জানতে তাদের মধ্যে কৌতুহল জাগিয়েছে। উপস্থিতির সংখ্যা আমাদের অনুমানের চেয়েও বেশি হয়েছে এবং সকল বয়সের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সারা পেয়ে আমি আনন্দিত।"

সামার ফান ২০২৫ প্রোগ্রামে উল্লেখ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

- দ্যা সামার অব ফান রিডিং চ্যালেঞ্জ: আইডিয়া স্টোরগুলোর সহায়তায় পুরো বারাজুড়ে অনুষ্ঠিত বুক রিডিং চ্যালেঞ্জে অংশ গ্রহণকারীরা বই পড়া, স্ট্যাম্প সংগ্রহ এবং প্রাইজ ড্রতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।
- সাপ্তাহিক লাভ টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি ফ্যামিলি ফান ডে: পার্ক এবং ফ্যামিলি হ্যাব টিমগুলো প্রতি বুধবার এটির আয়োজন করেছিল যেখানে খেলাধুলা, শিল্প ও কারুশিল্প, এবং আরও অনেক কিছু ছিল।
- নেক্সট স্টপ-টাওয়ার হ্যামলেটসে ৯শ বছরের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্রদর্শনী: টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্টোরি লাইব্রেরী এবং সংরক্ষনাগার এর আয়োজন করেছিল। এখানে এসে পরিদর্শকরা রেড বাস এবং ট্রেইনসহ ৯শ বছরের পুরনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- ভিক্টোরিয়া পার্কে খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্যকর দিন: ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস, টাওয়ার হ্যামলেটস ইয়ূথ সার্ভিস বিভিন্ন পার্ক এবং খোলা জায়গায় ৮টি অনুষ্ঠান উদযাপন করেছিল। যেখানে শিশু-কিশোর এবং পরিবারের সদস্যদের আনন্দ বিনোদনের জন্যে ইনফ্লেযাটাবল এক্টিভিটিজ, বাঙ্গি দৌঁড়সহ নানা ধরনের এক্টিভিটিজ ছিল। এছাড়াও তরুন-তরুনীদের জন্যে ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস বিণামূল্যে ইয়ূথ সেন্টার ভিত্তিক শত শত এক্টিভিটিজ, কর্মশালা, ভ্রমণ এবং গেইমের আয়োজন করেছিল।

সামার ফান রিডিং চ্যালেঞ্জে প্রায় ২ হাজার শিশু কিশোর অংশ নিয়েছিল এবং তারা প্রায় ৫ হাজার ৪শ ৫১ বই পড়েছে।

ডেপুটি মেয়র ও কালচার এবং রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসাইন হোয়াইটচ্যাপল টাউন হলে বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ী শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের স্বাগত জানান এবং বিজয়ী ইয়ংস্টারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কালচার এবং রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসাইন বলেছেন: "গ্রীস্মকালিন ছুটিতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশু-তরুন এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে যা শুনেছি, এ বছরের সামার ফান প্রোগ্রাম জীবন সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

২৪টি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ৬টি বই পড়ে স্বর্ণপদক (গোল্ড এওয়ার্ড) জিতেছে ৭ বছরের আধিতি। তার মা ভিদায়া বলেছেন: "বো এবং হোয়াইটচ্যাপল আইডিয়া স্টোরের অনুষ্ঠান ছাড়াও অসংখ্য আউটডোর কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি। গল্পকার এবং কমিক ওয়ার্কশপগুলি দুর্দান্ত ছিল। আমরা ফুটবল এবং ডিম এবং চামচ দৌড়ও উপভোগ করেছি এবং আধিতির তৈরী শিল্পকর্মে আমাদের দেয়ালগুলি এখন পরিপূর্ন হয়ে আছে।"

বেথনালগ্রীন সোলো ক্যাফের দানকৃত ৪০ পাউন্ডের ভাউচার জিতেছে ৫ বছর বয়সী মোহাম্মদ এবং ভিক্টোরিয়া পার্কের হ্যাব ক্যাফের সৌজন্যে ৪০ পাউন্ডের ভাউচার জিতেছে ৯ বছর বয়সী আলিশা।

মোহাম্মদের মা সারা ইসমাইল বলেছেন, "ওয়াটনি মার্কেট ও হোয়াইটচ্যাপল আইডিয়া স্টোরে ল্যাগো কর্মশালা এবং স্টেপনী গ্রীনের ফানডেতে বেশ কিছু কার্যক্রম আমরা উপভোগ করেছি। মোহাম্মদ ল্যাগো অবকাঠামো নির্মান করতে ভালোবাসে এবং একটি জলবায়ূ পরিবর্তন কর্মশালায় অংশ নিয়ে সে একটি আরবান ফরেস্ট মডেল তৈরী করে সে বলে, এটি টাওয়ার হ্যামলেটসে বায়ূদোষণ বন্ধে সহযোগিতা করবে।"

১০ বছর বয়সী মোহাম্মদ ৬টি বই পড়ে সামার অব ফান রিডিং চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন করেছে। তাকে ১০ পাউন্ডের বুক ভাউচার প্রদান করা হয়। মোহাম্মদ বলেছে: "অ্যালেক্স রাইডারের উপন্যাসগুলি আমার প্রিয়, এবং আরও বইয়ের জন্য আমি ভাইচারটি ব্যয় করব।"

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare
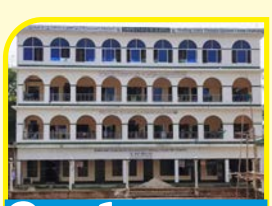
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ইস্টহ্যান্ডস ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট রেকর্ড অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফলভাবে সমাপ্ত

গত রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ইলফোর্ডের রেডব্রিজ স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১০৮টি দল অংশগ্রহণ করে, যা ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

টুর্নামেন্টের আয়োজোনে ও সহযোগীতায় সফল ভাবে নেতৃত্ব দেন সাবেক কাউন্সিলর আতা রহমান। সহায়তায় ছিলেন হাবিব রহমান, মাহিদ চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, বাবুল হক, সুহান খান, শামীম ও আতীক। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন কিনু, মকবুল, নোবিল ও সিপন।

এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য তহবিল সংগ্রহ। অভিজ্ঞ ও নবীন খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে প্রতিযোগিতা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং কমিউনিটি ও চ্যারিটির এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এ টুর্নামেন্টে তিনটি বিভাগে খেলা হয়। বিজয়ীরা চার শত পাউন্ড , রানার-আপ দুই শত পাউন্ড এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীরা ট্রফি প্রদান করা হয়।

গ্রুপ এ-তে চ্যাম্পিয়ন হন ফিফি ও মিতুন, গ্রুপ সি-তে জাহিদ ও ফারিস, আর গ্রুপ ডি-তে মুরাদ ও বাবুল।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, সাবেক মেয়র কাউন্সিলর জুসনা ইসলাম, ট্রাভেললিংকের সিইও সামি সানাউল্লাহ, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি হেড টিচার আশিদ আলী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুহিত উদ্দিন, হাবিব রহমান, দিলোয়ার হোসেন, আব্দুর রহমান, ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরীসহ কমিউনিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্পনসররা ছিলেন: আইডিয়া অ্যান্ড বিল্ড, কারপ্ল্যানেট, ফিস্ট অ্যান্ড মিষ্টি, ইয়াকি ইয়া!, কারজোন, ট্রাভেল লিংক ওয়ার্ল্ডওয়াইড, মাহি অ্যান্ড কো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, অ্যাম্পল এস্টেট এজেন্ট, কিংডম সলিসিটর্স, আইটেক ও চ্যানেল এস।

প্রতিযোগিতার পাশাপাশি উৎসবমুখর পরিবেশে ছিল রিফ্রেশমেন্ট, অংশগ্রহণকারীদের জন্য ফ্রি টি-শার্ট এবং স্পনসর ও স্বেচ্ছাসেবকদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন “১০৮টি দলের অংশগ্রহণ আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি আমাদের কমিউনিটির শক্তি ও ব্যাডমিন্টনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রমাণ করে, পাশাপাশি একটি মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করার প্রতিফলন। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সকল খেলোয়াড়, সমর্থক ও স্পনসরদের প্রতি।” এই টুর্নামেন্ট শুধু উচ্চমানের খেলার প্রদর্শনীই নয়, বরং ইস্টহ্যান্ডসের বাংলাদেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিকেও আরও দৃঢ়ভাবে সামনে এনেছে।

ব্রিটেনের সমুদ্র সৈকতের শহর কর্নওয়াল ঘুরে আসুন

গ্রীষ্ম মানেই সমুদ্র বিলাস। সামারে উইকেন্ড কিংবা হলিডে ছাড়াও সপ্তাহ দুয়েক ছুটি নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েন সমুদ্র অবগাহনে। ইংল্যান্ড গোটা দেশটাই একটা আইল্যান্ড। তাই সমুদ্র দেখার জন্য জায়গার অভাব নেই এখানে। মোটরওয়েতে তখন সাঁই সাঁই করে গাড়ির পর গাড়ি ছুটতে দেখা যায়। বেশিরভাগ গাড়িগুলোতেই লাগানো থাকে ট্রেইলার। ট্রেইলার বা গাড়ির ছাদ ঠাসা থাকে সার্ফিং আর ক্যাম্পিংয়ের সরঞ্জামাদি দিয়ে। আর গাড়ির মিউজিক প্লেয়ারে হাই ভলিউমে চলতে থাকে গান। ব্রিটিশ মোটরওয়ের এই উৎসবমুখর পরিবেশ দেখার মতো একটা ব্যাপার বটে!

সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ঘুরতে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা এই সামার হলিডেতে ওয়েলস এর রাজধানী ভেলপাস যাওয়ার জন্য মুটামুটি রেডি তখন হঠাত করেই যুক্তরাজ্যের ২অ ঘউডঝ এর আবদুল হান্নান ভাই বললেন, ভেলপাস যাওয়া হবে না। তখন আর কি করা। তখন আমার মেয়ে শাজমীন ইসলাম চৌধুরী বললেন আব্বু আমরা 'কর্নওয়ালেই' যাই না কেন! 'কর্নওয়াল' ঘুরে আসলে নাকি ইংল্যান্ডে সমুদ্র দেখার জন্য আর কোথায় যেতে ইচ্ছে করবে না! তখন আমি আর আমার ওয়াইফ সিদ্ধান্ত নিলাম কর্নওয়াল যাবো। তখন আমরা মেয়েকে বললাম তারাতাড়ি হোটেল বুকিং দাও। কিন্তু একটা একটা করে দেখলো। কোন হোটেল বুকিংয়ের জন্য পাচ্ছে না। অবশেষে আমরা এক দিনের জন্য পেলাম নিউকিতে ট্রেভেল লজ। এর পর আর তিন দিনের জন্য পেলাম নিউকিতে প্রিমিয়ার ইন হোটেল। হোটেলটির পরিবেশসহ সব কিছুই ভালো। হোটেল বুকিং য়ের কাজ শেষ করে আমরা ২৪ আগস্ট ২০২৫ যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটন শহর থেকে আমাদের ইস্ট হান্সবাড়ী থেকে সকাল ১১টায় বেড়িয়ে পরলাম কর্নওয়াল যাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রায় ৬ ঘন্টা ড্রাইভ করে কর্নওয়ালের নিউকিতে গিয়ে পৌঁছিলাম বিকাল ৫ টায়। তখন সমস্যা দেখা দিলো পার্কিংয়ের। অনেক কস্ট করে পেলাম আজদা সুপার মার্কেটে।তা আবার ২ ঘন্টার প্রে করে আসলাম।পরে ২৪ ঘন্টার জন্য ১৫ পাউন্ড করে রাখতাম হোটেলের পিছনে। তার পর বিকাল বেলায় ফ্রেস হয়ে ছুটলাম সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য। হোটেলের পাশে তরকারন সমুদ্র সৈকত। দেখে খুব ভালো লাগছে। ছোট-বড় প্রচুর বালুকাময় সমুদ্র সৈকত থাকায়, কর্নওয়াল এখন ইংল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। সমুদ্র আর পাহাড়ের মেলবন্ধনে এক ভূস্বর্গের নাম কর্নওয়াল! সার্ফিং, ফিশিং, প্যারা সেইলিং-সহ নানা রকম ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির জন্য কর্নওয়াল ভ্রমণপিয়াসীদের কাছে প্রথম সারির পছন্দের জায়গা।

তবে পুরাতত্ত্বের দিক দিয়েও কর্নওয়াল সমৃদ্ধ। প্রচুর ঐতিহাসিক দুর্গ আর প্রাসাদ আছে এখানে। ইংল্যান্ডের এই কাউন্টির একমাত্র শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হচ্ছে ট্রুরো। কর্নওয়ালের উত্তর ও পশ্চিম দিকে কেল্টিক সাগর, দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেল আর পূর্ব দিকে টেমার নদী। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। কর্নিশ জাতির আবাসভূমি এবং প্রাচীন ছয়টি কেল্টিয় দেশের একটি বলে কর্নওয়ালকে গণ্য করা হয়।

ফিস্ট্রাল বিচ

আসার পর দিন ২৫ শে আগস্ট ২০২৫ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খেয়ে চলে যাই ফিস্ট্রাল বিচ দেখার জন্য। মাত্র ১০ মিনিটের ড্রাইভ করে গিয়ে সেখানে পৌঁছিলাম। কার টিকেট কেটে রাখলাম। আর আমরা নিচের দিকে রওয়ানা দিলাম। ফিস্ট্রাল বিচ খুব সুন্দর লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আছি। যে বড় বড় ঢেউ।

ফিস্ট্রাল বিচ নিউকেতে অবস্থিত এবং এটি ব্রিটিশ সার্ফিংয়ের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। এই প্রশভস্ত সোনালী বালুকাময় সৈকতটি প্রায় ১ মাইল লম্বা এবং ভাটার সময় ১ মাইল প্রশস্ত হওয়ায় পরিবারের জন্য দুর্দান্ত জায়গা প্রদান করে, তবে সমুদ্রে প্রবেশের সময় দয়া করে সাবধান থাকুন কারণ এখানে তীব্র স্রোত তৈরি হতে পারে এবং ঢেউগুলি সাধারণত এলাকার অন্যান্য সৈকতের তুলনায় বড় হয় কারণ এটি আটলান্টিক ঢেউয়ের সংস্পর্শে বেশি আসে।

ফিস্ট্রাল সৈকত টোয়ান হেডল্যান্ড দ্বারা উপেক্ষা করা হয় এবং লিটল ফিস্ট্রালের কাছে উত্তর তীরে আপনি সৈকতকে উপেক্ষা করে একটি হোটেল দেখতে পাবেন, এই হোটেলটি নিউকে এবং ফিস্ট্রালের সমার্থক, যা হেডল্যান্ডের উপরে অবস্থিত সৈকতের বেশিরভাগ পিছনে অবস্থিত। ফিস্ট্রাল একটি খুব পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সৈকত যা বালির টিলা দ্বারা সমর্থিত এবং এর পিছনে নিউকে গল্ফ কোর্স রয়েছে। গ্রীষ্মকালে এটি ব্যস্ত সময়ে খুব ব্যস্ত হতে পারে এবং সৈকতে আপনার জায়গা পেতে গরম গ্রীষ্মের দিনে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা মূল্যবান, যদিও চিন্তা করবেন না কারণ এই অঞ্চলে আরও অনেক সৈকত রয়েছে।

ফিস্ট্রাল প্রায়শই তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত, সাউথ ফিস্ট্রাল, নর্থ ফিস্ট্রাল এবং লিটল ফিস্ট্রাল, যা কেবল ভাটার সময়ই দেখা যায়। যেহেতু এটি কর্নওয়ালের অন্যতম প্রধান সৈকত, তাই এখানে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যেমন টয়লেট, আইসক্রিমের দোকান, পোশাকের দোকান, সার্ফ ভাড়া এবং সৈকতের পাশে অবস্থিত রেস্তোরাঁ। গ্রীষ্মকালে ফিস্ট্রালের উপর দিয়ে সূর্যাস্ত উপভোগ করা এবং সার্ফাররা দিগন্তে ঢেউয়ের আভাস পাওয়া দুর্দান্ত। রাতে নিউকির জামান্স রেস্টুরেন্টে মালিক ইশান ভাই আমাকে বললেন ভাই আজ রাতের খাবার আমাদের রেস্টুরেন্টে খেতে হবে।তার পর হোটেল থেকে ৩ মিনিটে ড্রাইভ করে জামান্স রেস্টুরেন্টে গেলাম।রাতের মজাদার খাবার খেলাম। পরে রাত ১২ টায় হোটেলে চলে আসলাম।

ল্যান্ডস এন্ড

আমরা হোটেল প্রিমিয়ার ইন থেকে ২৬ শে আগস্ট ২০২৫ কর্নওয়ালের নিউকি থেকে ১ ঘনটা ড্রাইভ করে ল্যান্ডস এন্ড রওয়ানা দিলাম রুদ্র উজ্জ্বল এক সকালে। পৌঁছালাম তখন রোদ ঝলমলে দুপুর।

পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্র দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম! সমুদ্রের এমন রূপ তো আগে দেখিনি! স্বচ্ছ নীল জলরাশি পাহাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার কিসের এক মায়ায় ফিরে ফিরে আসছে বারবার। এ যেন অভিমানী যুগলের মধুর খুনসুটি। অনেকখানি ঢালু পথ দিয়ে নেমে সমুদ্রকে যখন খুব কাছে পেলাম তখন আরেকবার বিহ্বল হবার পালা! সমুদ্রের কাছে অনেকবার গিয়েছি। আর প্রতিবার সমুদ্রকে আবিষ্কার করেছি নতুন রূপে।

ল্যান্ডস এন্ড হচ্ছে ইংল্যান্ডের শেষ সিমানা। শেষ পোস্ট অফিস।তখন আমার নিউজ এর নেশায় পড়ে গেলাম।রথ ও দেখা হবে ,কলা ও বেছা হবে।

আমি একের পর পর্যটকদের ইন্টারভিউ নিচ্ছি।ল্যান্ডস এন্ড দেখার মত।না দেখলে বুঝাতে পারবো না।আহ কি সুন্দর ল্যান্ডস এন্ড।কর্নওয়ালের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'ল্যান্ডস এন্ড'। এটি ইংল্যান্ডের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষ ভূসীমানা। এখানে এসে ইংল্যান্ড মিলিত হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের বিস্তৃত জলরাশির সঙ্গে। এখান থেকে দূরের লাইট-হাউজটাকে বড় নিঃসঙ্গ দেখায়।

পর্যটকরা বিখ্যাত ল্যান্ডস এন্ড সাইন এর নিচে ছবি তোলার জন্য বিশাল লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।কর্নওয়ালের 'ল্যান্ডস এন্ড সাইনের নিচে ছবি তোলার জন্য লাইন আর লাইন। খুব চমৎকার লাগছে।

ল্যান্ডস এন্ড হল যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি অত্যাশ্চর্য উপকূলীয় রিসোর্ট। ইংল্যান্ডের পশ্চিমতম বিন্দু হিসেবে, এটি গ্রেট ব্রিটেন জুড়ে এন্ড-টু-এন্ড হাঁটার জন্য টার্মিনাস হিসেবে কাজ করে।

কর্নওয়াল কীভাবে ঋতু থেকে ঋতুতে পরিবর্তিত হয় তা দেখতে পাহাড়ের চূড়ায় হেঁটে যেতে পারেন, অথবা প্রথম এবং শেষ বিন্দু থেকে শুরু হওয়া আটলান্টিক মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল পথের কথা ভাবতে পারেন।

ল্যান্ডস এন্ডের সুন্দর দৃশ্য: বিখ্যাত ল্যান্ডস এন্ড সাইনপোস্টে ছবি না তুলে কোনও ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না।

ল্যান্ডস এন্ড ব্রিটেনের অন্যতম প্রিয় ল্যান্ডমার্ক, যা তার অনন্য অবস্থান এবং সুন্দর দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত।

ভিনদেশে পড়ে থাকলেও দেশকে ভোলার জো নেই। ভালো-মন্দে প্রিয় স্বদেশ বারবার মনের আঙ্গিনায় এক্কাদোক্কা খেলে।

আমরা ফিরে যাই হোটেলে। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান কুইন্স রেস্টুরেন্টের মালিক মোহাম্মদ হোসাইন দুলু ভাই আমন্ত্রণে তার রেস্টুরেন্টে খাবার খাই। ধন্যবাদ দুলু ভাই।রাত কাটে আমাদের গল্পে। ৪ দিন আর ৩ রাত আমরা কাটিয়ে দেই।

টিন্টাজেল ক্যাসেল

এরপর আমরা গেলাম 'টিন্টাজেল ক্যাসেল' দেখতে। অবশ্য ক্যাসেল না বলে এর ধ্বংসাবশেষ বলাই শ্রেয়। ধারণা করা হয় এই দুর্গটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলো রাজা আর্থারের কিংবদন্তির সঙ্গে যুক্ত এই টিন্টাজেল ক্যাসেল। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ মনে করেন এটিই রাজা আর্থারের জন্মস্থান। সেই তর্ক-বিতর্ক তোলা থাক। সমুদ্রের গা ঘেঁষে পাহাড়ের উপর এই ক্যাসেলটি এক কালে কতটা দৃষ্টিনন্দন ছিলো তা এই অবশিষ্টাংশ দেখেও টের পাওয়া গেলো। পাহাড়ের সঙ্গে দুর্গটির সংযোগের জন্য একটি চমৎকার সেতু রয়েছে। তবে দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আট ফুট লম্বা কিং আর্থারের চোখ ধাঁধানো ব্রোঞ্জের মূর্তি 'গ্যালোস'। ২০১৬ সালে এই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। দুর্গটি জুড়ে প্রচুর সিঁড়ি রয়েছে ওঠানামার জন্য। সমুদ্রের কাছে যাওয়ার জন্য দুর্গ থেকে অনেকখানি নিচে নামতে হয়। এই দুর্গের সঙ্গে লাগোয়া সৈকতে আছে 'মার্লিন কেইভ' নামে একটি গা ছমছমে গুহা।

'সেইন্ট মাইকেল মাউন্ট ক্যাসেল' দেখতে যাবো। সেইন্ট মাইকেল মাউন্ট যেন আমাদের ছেঁড়া দ্বীপ। যাওয়ার সময় হেঁটেই ক্যাসেলে প্রবেশ করলাম, কিন্তু ফিরতে হলো নৌকায় করে। মিনিট দশেকের বোট জার্নি মনে করিয়ে দিলো ট্রলারে করে সেইন্ট মার্টিন দ্বীপে যাওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। এ দুর্গের বাগানটা আমাকে আকর্ষণ করলো খুব।

ল্যান্ডস এন্ড থেকে চার মাইল দূরে 'মিনাক থিয়েটারের' উদ্দেশ্যে

'মিনাক থিয়েটার' একটি উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ। কর্নিশ ভাষায় মিনাক শব্দের অর্থ পাথুরে জায়গা। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে পাহাড়ের উপর নির্মিত থিয়েটারটির অনবদ্য নির্মাণশৈলী দেখে হাজার বছর আগের গ্রিক বা রোমান স্থাপত্য বলে মনে হয়। যদিও থিয়েটারটির বয়স একশো বছরেরও কম।

থিয়েটারটি বানিয়েছিলেন রোয়েনা কেইড নামের এক ভদ্রমহিলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ও তার মা কর্নওয়ালে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। মিনাক পয়েন্টে চমৎকার বাগান সমেত তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৯৩২ সালে এই বাগানেই প্রথম মঞ্চায়িত হয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকটি। এরপর থেকে প্রতি গ্রীষ্মে নাটক মঞ্চায়নের উদ্দেশ্যে কেইড তার দলবল নিয়ে শীতকালে কাজে নেমে পড়তেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের পূর্ণাংগ এই থিয়েটারটি। এমন একটা নৈসর্গিক জায়গায় বসে থিয়েটার দেখছি এই ভাবনাটাই আমাকে বিস্মিত করলো। যদিও সেদিন কোন মঞ্চনাটকের প্রদর্শনী না থাকায় দেখার সৌভাগ্য হলো না। থিয়েটারটির বাগানে এখনও নানা ধরনের গাছপালা আর ফুলের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। আগ্রহীরা চাইলে কিনেও আনতে পারবেন।

'মোয়ানা' যার নামের অর্থ গভীর জলরাশি

মিনাক থিয়েটার যে পাহাড়ে অবস্থিত তার গা ঘেঁষেই 'পর্থকার্নো সি-বিচ'। তবে খাঁড়া পাহাড়ি রাস্তা ধরে নামাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বিকল্প পথে গাড়ি করে কিছুটা গিয়ে খানিকটা হাঁটলেই সমুদ্র সৈকতটির দেখা পাওয়া যায়। এ পথটাই বেশ নিরাপদ। আমরা এ পথে করেই সৈকতটা ঘুরে আসলাম। বাচ্চারা বালুকাবেলায় ছোটাছুটি করে বেশ ভালো সময় কাটালো।

ইডেন প্রজেক্ট

২৭ আগস্ট ২০২৫ সকালে নাস্তা খেয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম ইডেন প্রজেক্টে। এটি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইন্ডোর ফরেস্ট। বিশ্বের সব দেশের মত বাংলাদেশের কলা গাছ,আম গাছ,সুপারী গাছ,আখের গাছ,রক্ত জবা,ডুমুর সহ নানা জাতের গাছ।কেউ এ জায়গায় যেতে বুলবেন না।জন প্রতি ৪২ পাউন্ড খরচ করে টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকতে হয়। প্রায় ৫ ঘন্টা পাহাড়ের উচু নিচু পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কিছু দেখলাম। খুব ভালো লেগেছে।

ইডেন প্রকল্পের একটি দৃশ্য: আপনি যদি কর্নওয়ালে পরিবার-বান্ধব ছুটি কাটাতে যান, তাহলে সম্ভবত আপনার দৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ইডেন প্রকল্পটি রয়েছে।

বুদবুদের মতো জৈববস্তুপুঞ্জ এবং বিশ্বজুড়ে উদ্ভিদের অসাধারণ পরিসরের সাথে, ইডেন প্রকল্পটি জৈবিক প্রকৌশলের একটি দুর্দান্ত কীর্তি এবং এটি কর্নওয়ালের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ - একটি সত্যিকারের পরিদর্শনযোগ্য স্থান! আপনি হয়তো আইকনিক কাঠামোটি চিনতে পারেন, কিন্তু এই আকর্ষণ সম্পর্কে আপনি আর কী জানেন?

ইডেন প্রকল্পের ভিতরে একটি গোলাপী উদ্ভিদ

ইডেন প্রকল্প কী?

দক্ষিণ কর্নওয়ালের একটি পুরানো চীনা মাটির গর্তে নির্মিত, ইডেন প্রকল্পটিতে জৈববস্তুর একটি নির্বাচন রয়েছে। এই বিশাল গ্রিনহাউস-সদৃশ কাঠামোগুলি স্ফীত প্লাস্টিক কোষ থেকে তৈরি যা ইস্পাত ফ্রেম দ্বারা সমর্থিত।

এই অনন্য কাঠামো কৃত্রিম জলবায়ু তৈরির সুযোগ করে দেয়, যেখানে গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং মরুভূমির পরিবেশ থেকে অসংখ্য স্থানীয় উদ্ভিদ বিকশিত হতে পারে।

দুটি প্রধান জৈববস্তু যথাক্রমে রেইনফরেস্ট এবং ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অনুকরণ করে এবং অত্যাশ্চর্য উদ্ভিদের বিশাল নির্বাচন ধারণ করে।

এই সাইটটিতে বিস্তৃত বহিরঙ্গন বাগান এবং বিভিন্ন শিল্প স্থাপনা এবং প্রদর্শনীও রয়েছে।

১. ইডেন প্রকল্পটি ২০০১ সালে খোলা হয়েছিল

মিলেনিয়াম কমিশন দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি উপায় হিসাবে, ইডেন প্রকল্পটি ২০০১ সালের মার্চ মাসে খোলা হয়েছিল।

বিশ্বে এই স্কেলের কোনও ভবন না থাকায়, সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী দর্শকরা এটিকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন! এটি শুরু থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, প্রথম চার মাসে ১০ লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থীকে আকর্ষণ করেছিল।

২. সাইটটি চিত্রগ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

১৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি কার্যকর মাটির গর্ত হিসেবে কাজ করার পর, ইডেন প্রকল্পের মূল স্থানটি ১৯৮১ সালের বিবিসি সিরিজ দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সির চিত্রগ্রহণের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

২০০২ সালে, ইডেন প্রকল্প নির্মাণের পর, এটি আবার জেমস বন্ড চলচ্চিত্র ডাই অ্যানাদার ডে-এর চিত্রগ্রহণের স্থান হয়ে ওঠে।

৩. ইডেন প্রকল্পের খরচ ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি

সামগ্রিকভাবে, ইডেন প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে ১৪১ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে।

মিলেনিয়াম কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি অনুদান এবং ঋণের মাধ্যমে এই নির্মাণকাজটি অর্থায়ন করা হয়েছিল - যার অর্থ জাতীয় লটারি থেকে - এবং ইউরোপীয় পুনর্জন্ম তহবিল থেকে।

যেহেতু এটি ২০০০ সালে সম্পূর্ণরূপে অর্থায়ন করা হয়েছিল, তাই এই স্থানটি কর্নওয়াল এবং সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উৎস হয়ে উঠেছে - এটি চালু হওয়ার পর থেকে স্থানীয় অর্থনীতিতে ১ বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি অবদান রেখেছে বলে মনে করা হয়।

৪. বায়োমগুলি একটি বিশেষ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি

বায়োমের কোষগুলির ষড়ভুজাকার আকৃতি সাবানের বুদবুদের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এবং মাটির গর্তের অসম আকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল যেখানে তারা তৈরি করা হয়েছিল।

প্রতিটি কোষ ইথিলিন টেট্রাফ্লুরোইথিলিন কোপলিমার (উঞঋউ) এর তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি যা একটি বালিশ তৈরি করতে স্ফীত হয়। ক্লিংফিল্মের মতো, উঞঋউ কাচের চেয়ে হালকা কিন্তু গাড়ির ওজন সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি ভিতরের গাছপালাগুলির জন্য টঠ আলোও প্রবেশ করতে দেয়।

যদি প্লাস্টিক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়, তবে এটি অ্যাবসেইলারদের দ্বারা করা হয় যারা কাঠামোটি স্কেল করে।

রেইনফরেস্ট বায়োমে ক্যানোপি ওয়াকওয়ে

৫. ইডেন প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম ইনডোর রেইনফরেস্টের আবাসস্থল

ইডেনের গ্রীষ্মমন্ডলীয় বায়োমে উদ্ভিদের একটি অবিশ্বাস্য নির্বাচন রয়েছে যা বিশ্বের বৃহত্তম ইনডোর রেইনফরেস্ট তৈরি করে! ১,০০০ টিরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদের সাথে, দেখার এবং অভিজ্ঞতার জন্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, বিশেষ করে ক্যানোপি ওয়াকওয়েতে যাওয়ার সময় যা আপনাকে দুর্দান্ত উচ্চতা থেকে অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখায়।

জৈববস্তুর তাপমাত্রা ১৮ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পৌঁছায় যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুর প্রতিলিপি তৈরি করে এমন একটি আর্দ্র পরিবেশ তৈরি করে।

৬. ইডেন প্রকল্প একটি দাতব্য সংস্থা

ইডেন প্রকল্প একটি দাতব্য সংস্থা, যদিও সরকারি সংস্থাগুলি থেকে এটি যে অর্থ পায় তার পরিমাণ তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন এটি একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে দেখা হয়, ইডেন প্রকল্প গেট রসিদ এবং অন্যান্য রাজস্ব প্রবাহের মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

তা সত্ত্বেও, ইডেন প্রকল্প এখনও তার দাতব্য নীতিকে মূল্য দেয়, এটিকে তাদের বেশিরভাগ কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে। তারা সাইটে অনেক শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে, পাশাপাশি আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে কথোপকথনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের খ্যাতি ব্যবহার করে। সব মিলিয়ে চার দিনের কর্নওয়াল সফরটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে।

লেখক: এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, রিপোর্টার চ্যানেল এস, যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি দৈনিক উত্তর-পূর্ব ও সিলেট ভিউ

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সতর্ক থাকতে হবে

বাংলাদেশে গত কয়েকটি নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়ে ও বেশ সমালোচনা হয়েছে। বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য দেশি বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্ন আজ শুধু রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অন্যতম শর্তও। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন (ইসি) সম্প্রতি ৭৩টি সংস্থার একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে, যারা আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধানে যা উঠে এসেছে, তা উদ্বেগজনক ও হতাশাজনক।

তালিকার অনেক সংস্থা কার্যত অকার্যকর। নীতিমালায় স্পষ্ট বলা আছে, যে সংস্থার নির্বাহী বা পরিচালনা পর্ষদের কেউ সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তারা পর্যবেক্ষক হিসেবে অনুমোদন পাবে না। অথচ প্রাথমিক তালিকায় এমন বেশ কিছু সংস্থা রয়েছে, যাদের নেতারা অতীত বা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এ অবস্থায় নিরপেক্ষতা কি আদৌ সম্ভব? নির্বাচন পর্যবেক্ষণ যদি রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতপূর্ণ হয়, তবে তা জনগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং ভোটের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার অভাবও বড় একটি সমস্যা। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোনো সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী, গবেষণার দক্ষতা, মাঠপর্যায়ে সংগঠিত কাঠামো ও আর্থিক স্বচ্ছতা অপরিহার্য। অথচ তালিকার সংস্থাগুলোর মধ্যে ৫০ জনের বেশি কর্মী আছে মাত্র ছয়টিতে। অনেক সংস্থা আগে কখনো এককভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেনি। এর ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন আসার বদলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

এখানে ইসির ভূমিকা সবচেয়ে বড় প্রশ্নের মুখে। ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব স্বীকার করেছেন যে যাচাই-বাছাই খুব পদ্ধতিগতভাবে করা হয়নি। তাহলে কি এ ধরনের গুরুতর কাজে অবহেলা করা হয়েছে? যদি তা-ই হয়, তবে এটি কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

অতীতে আমরা দেখেছি, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগেও নামসর্বস্ব সংস্থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তখনো ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে কেন আবার একই ভুল করা হচ্ছে? যদি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো মাঠে নামে, তবে তাদের প্রতিবেদনের ওপর আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরাও আস্থা রাখতে পারবে না।

নির্বাচন কেবল রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় নয়; এটি জনগণের আস্থা অর্জনেরও প্রশ্ন। নামসর্বস্ব সংস্থাকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে আস্থা অর্জন করা অসম্ভব। ইসিকে তাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

জরুরি হলো প্রকৃতপক্ষে সক্রিয়, অভিজ্ঞ ও স্বচ্ছ সংস্থাগুলোকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া। স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে যেসব সংস্থা দীর্ঘদিন মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রশ্নে কাজ করছে, সেসব সংস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, আর্থিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা কঠোরভাবে যাচাই করতে হবে।বিদেশ থেকে আসা পর্যবেক্ষকও সব সময় নিরপেক্ষ এটা ভাববার অবকাশ নেই। তাই বিদেশী পর্যবেক্ষক নির্বাচনেও সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে. একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য এই বিষয়টিও সরকারকে মাথায় রাখতে হবে। তবেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে।

গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিবাদ

ড. মাহফুজ পারভেজ

গাজার গণহত্যা একটি সাধারণ ঘটনার মতো প্রতিদিন নিহতের সংখ্যা জানাচ্ছে। আজকে ১০০, আগের দিন ৯৫, এভাবে নিত্যদিনের নিহতের সংখ্যা দেখে দেখে বিশ্ববাসী অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অসহায় পরিস্থিতি খুব কমই এসেছে, যখন একতরফা হত্যা প্রতিকারহীনভাবে চলেছে। গাজায় তেমনটিই হয়েছে। শুধু হত্যা নয়, খাদ্য, ওষুধ, জরুরি মানবিক সাহায্য থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হলেও গাজার পক্ষে বৈশ্বিক প্রতিবাদ হয়েছে কমই। বিশ্বনেতৃত্বের উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে সামান্যই। বরং আসল চিত্র হলো এই যে, গাজায় প্রতিদিন পাখির মতো মানুষ হত্যার বিপরীতে বিশ্বনেতৃত্বের মৌনব্রত আর মুসলিম শাসকদের অক্ষমতাই হলো প্রকৃত বাস্তবতা।

গাজার গণহত্যা দেখতে দেখতে এবং বিশ্বনেতৃত্বের প্রহসনমূলক আচরণ ও কথা শুনতে শুনতে বিশ্ববাসী যখন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব, তখন মানবতা নামক শব্দটি আর সাহস নামের বৈশিষ্ট্যটি পৃথিবীতে অবশিষ্ট আছে বলে মনেই হচ্ছিল না। আর ঠিক তখনই অবরুদ্ধ-উপদ্রুত গাজার মানুষের প্রতি সহমর্মিতার প্রত্যয়ে গোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের অভিযাত্রা মানবতার নব জন্ম দিয়েছে এবং সাহসের নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। অক্ষম পৃথিবীর অসহায় মানুষ এবং ব্যর্থ শাসকদের সামনে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি, যার ফলে সাগর থেকে মাটি পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে ইসরাইলের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিবাদ এবং গাজার প্রতি সমর্থন ও সংহতি।

যে বিশ্বখ্যাত ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে একদা এশিয়ায় এসেছিল ক্রুসেডার এবং ইউরোপে গিয়েছিল মুসলিম বিজেতা মুসার মুজাহিদ বাহিনী, সেই অনিন্দ্য সুন্দর সমুদ্রের একুয়ামেরিন জলের কল্লোলে গোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সঞ্চারিত করেছে দ্রোহ ও প্রতিবাদের সীমাহীন ঢেউ। দুর্বল শাসক এবং নিষ্ক্রিয় বিশ্ববাসীর কাছে গোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সাহসী উপস্থিতি বর্বরতা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষকে প্রণোদিত করছে। একইসঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে গণহত্যার প্রতিবাদে মানবিক ও সাহসী মানুষের কর্তব্য তুলে ধরছে এবং অক্ষম ও দুর্বল শাসকের অবদমিত প্রতিচিত্র উন্মোচিত করেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, গাজায় গণহত্যা ও মানবিক সংকট যখন নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা, তখন ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের অভিযাত্রা এক শিহরণ জাগানিয়া সঞ্জীবনী রূপে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির হয়ে নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ দেখিয়েছে এমন এক পর্যায়ে, যখন গাজায় দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ, ইসরাইলি সামরিক অভিযানে অকাতরে সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং মানবিক বিপর্যয়কে বহু দেশ ও মানবাধিকার সংস্থা গণহত্যা বা গণসংহার বলে অভিহিত করতেও রাজি হয়নি। চায়ের পেয়ালা হাতে বিশ্ব মোড়লরা আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে গাজার গণহত্যা ও রক্তস্রোত এড়িয়ে। প্রতিবেশী আরব দেশগুলো রয়েছে নতজানু অবস্থায়। গাজা প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী অক্ষমতার চূড়ান্ত প্রদর্শনীর মধ্যে ফ্লোটিলা এক দুর্বার সাহসের নাম। যার মূল উদ্দেশ্য গাজাবাসীর জন্য খাদ্য ওষুধ পৌঁছে দেওয়া। এমন ঘোরতর গণহত্যার মধ্যে এ উদ্যোগকে 'মানবতার পক্ষে সাহসী পদক্ষেপ' হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ, হন্তারক ইসরাইল ত্রাণকর্মী ও ডাক্তার-নার্সকেও রেহাই দিচ্ছে না। ফলে সেখানে যাওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার শামিল। ফ্লোটিলার ভয়হীন মানুষেরা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়ে সেই সাহস ও মানবিকতার পরিচয় দিলেন।

বিশ্বের নানা দেশের অধিকার কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত ফ্লোটিলার অংশগ্রহণকারী দল সত্যিই এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ, যাতে বাংলাদেশি ও বাঙালি বংশোদ্ভূতদের উপস্থিতির ঘটনা জাতি হিসাবে আমাদের জন্য উদ্দীপনামূলক। প্রতিনিধি দলের একেকজন আদর্শ সাহসী নাগরিক, যারা যুদ্ধনীতি-অমানবিকতা, দুর্ভিক্ষ ও নিপীড়নের এবং প্রতিনিয়ত ঘটমান গণহত্যার প্রতিবাদে জীবনবাজি রেখে গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, বাংলাদেশের শহিদুল আলমের মতো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক, মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ইতিহাসে তাদের স্থান নিশ্চিত করেছেন।

কেন প্রতিবাদী অধিকার কর্মীদের জীবনবাজি রেখে ত্রাণ ও সাহায্য নিয়ে অবরুদ্ধ-উপদ্রুত গাজা অভিযাত্রায় শরিক হতে হলো? কারণ, একটাই। আর তা হলো বিশ্বনেতৃত্বের সীমাহীন ব্যর্থতা, ক্ষমার অযোগ্য অক্ষমতা এবং অকার্যকর অবস্থান। দিনে পর দিন চলমান গাজা গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্তাদের এবং বড় বড় শক্তি ও দেশ বা জাতিসংঘের ভূমিকা সত্যিই বেদনাদায়ক। বস্তুত তাদের সম্মিলিত অবস্থান হত্যাকারীদের সহায়ক হয়েছে। অনেকেই শুধু বিবৃতি দিয়েছে, কোনো কার্যকর প্রতিরোধ বা মানবিক করিডর খুলে দেওয়ার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনেকেই, বিশেষত মুসলিম দেশগুলো মুখ লুকিয়ে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ভয়ে। গাজার রক্তবন্যায় সমগ্র জগৎ নীরব দর্শক হিসাবেই থেকেছে, যা শাসকদের কূটনৈতিক ও নৈতিক দুর্বলতার এবং সামরিক অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

এমনই একতরফা ও আগ্রাসী পরিস্থিতিতে ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে। বিশ্ববাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে; গাজা একটি মানবিক মৃত্যুকূপে পরিণত হলেও কিছু সাহসী মানুষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পিছপা হননি। জীবনের বিনিময়ে তারা গাজাবাসীর জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাধীন ফিলিস্তিনের ন্যায়সংগত দাবিকে উচ্চারিত করেছেন। শক্তির রণহুঙ্কারের বিরুদ্ধে মানবতা যে এখনো জীবন্ত রয়েছে, ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রা তারই প্রমাণ বহন করছে। একইসঙ্গে এ সত্যকেও প্রকট করেছে যে, গণহত্যার বিপরীতে, কয়েকজন সাহসী মানুষের প্রতিবাদ মানবিকতা ও নৈতিকতার প্রতীক হয়ে বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত হতে পারে। প্রমাণ করতে পারে যে, গাজার গণহত্যায় হন্তারকরা যতই শক্তিশালী হোক, প্রতিবাদের, নিন্দার, ঘৃণার ঊর্ধ্বে নয়। আর দুর্বল, শাসকরা ইতিহাসে কেবলই অক্ষম চরিত্র মাত্র।

ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রা থেকে বিশ্বের বিপুলসংখ্যক মানবিক ও প্রতিবাদী মানুষের শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু রয়েছে। গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ যে মানবিক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, তা মনে করিয়ে দিয়েছে এ ঘটনা। গাজায় ইসরাইলের সামরিক হামলা, খাদ্য-জল-চিকিৎসার অপ্রতুলতা, বেসামরিক জনগণের প্রতি নির্বিচার আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংগঠন এবং বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রের যে এখনো সঠিক দায়িত্ব পালনের অবকাশ রয়েছে, তা-ও মনে করিয়ে দিয়েছে ফ্লোটিলার সাহসী মানুষেরা। গাজার গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ কোনোক্রমেই যে বিনা বিচারে, বিনা প্রতিবাদে ছাড় পেতে পারে না, সেটিই বিশ্ববাসী ও বিশ্বনেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তারা।

ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রা এটাও মনে করিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বের ২৮টি দেশ, স্বয়ং জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) ইসরাইলকে যুদ্ধ বন্ধ, গণহত্যা তদন্ত ও অবরোধ শিথিল করার আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া-বিভিন্ন মহল থেকে সংসদ-সদস্য, রাষ্ট্রনায়ক ও বুদ্ধিজীবীরা কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। এ প্রতিবাদকে আরও শক্তিশালী ও সর্বাত্মক করার মাধ্যমে গাজাবাসীকে রক্ষার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রা।

বাস্তবে, ইসরাইলের রক্তপিপাসু গণহত্যার বিপরীতে এসব নিন্দা ও প্রতিবাদ বহু ক্ষেত্রে নীতিগত, প্রতীকী বা ঘোষণামূলক রয়ে গেছে, কার্যকর রাজনৈতিক চাপ, হস্তক্ষেপ বা মানবিক করিডর শক্তভাবে গড়ে তোলায় অনীহা বা অক্ষমতা লক্ষ করা গেছে। এজন্যই ফ্লোটিলার সাহসী মানুষদের গাজা অভিযাত্রার প্রতীতিতে মানবিক মানুষের কর্তব্য হলো-শক্তিশালী কণ্ঠে প্রতিবাদ ও সত্য উদ্ঘাটন করা। মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং নানাবিধ প্ল্যাটফর্মে সত্য ও মানবিক চিত্র তুলে ধরা। গাজাবাসীর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সাহায্য প্রণোদনা পাঠানো ও সংগঠিত করা। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা। একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও আইনি প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রতিটি দেশ-রাষ্ট্রের নাগরিকদের উচিত নিজ নিজ সরকারকে চাপ সৃষ্টি করা, জাতিসংঘ-আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ, গণস্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন কার্যকরের আহ্বান জানানো।

শুধু সংবেদনশীল আচরণ ও সংহতি প্রকাশই গাজা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যথেষ্ট নয়। শোক, সংহতি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রদর্শন অবশ্যই নিপীড়িতদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। জনসচেতনতা বাড়ানো বা রাজনৈতিক স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করাও একটি বড় কাজ। কিন্তু এসবের বাইরে এসে সক্রিয়তার শিক্ষা

সিলেটে আওয়ামীলীগ নেতা গ্রেফতার

সিলেট অফিস : বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় মো. ফরহাদ বক্স (৬১) নামে এক আওয়ামীলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

মো. ফরহাদ বক্স সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য ও মহানগর আওয়ামীলীগের সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গতবছরের ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের কোতোয়ালী থানায় করা একটা মামলায় সোমবার রাতে আখালিয়া বাজারস্থ নিজ বসতবাড়ি থেকে মো. ফরহাদ বক্সকে (৬১) গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রজনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা কোতোয়ালী থানার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জুড়ী নদী থেকে লুট হওয়া বালু জব্দ : জরিমানা

জুড়ী সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের জুড়ীতে অবৈধভাবে নদী থেকে উত্তোলিত বালু জব্দ করে উত্তোলনকারীকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে জুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ জরিমানা করেন।

জানা যায়, উপজেলার জায়ফরনগর

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে অবৈধভাবে নদী থেকে উত্তোলিত বালু জব্দ করে উত্তোলনকারীকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে জুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ জরিমানা করেন।

জানা যায়, উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের নয়াগ্রাম নিবাসী ফিরুজ

ইউনিয়নের নয়াগ্রাম নিবাসী ফিরুজ মিয়ার পুত্র রিয়াজ মিয়া জুড়ী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে নৌকা বুঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শনিবার রাতে স্থানীয় লোকজন কামিনীগঞ্জ বাজার এলাকায় নৌকাটি আটক করেন।

জুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর বলেন- জুড়ী নদী বালু কোয়ারী ইজারা না হওয়ায় বন্ধ আছে। এমতাবস্থায় রিয়াজ মিয়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় তাকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জব্দকৃত বালু নিলামে বিক্রি করা হবে।

মিয়ার পুত্র রিয়াজ মিয়া জুড়ী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে নৌকা বুঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শনিবার রাতে স্থানীয় লোকজন কামিনীগঞ্জ বাজার এলাকায় নৌকাটি আটক করেন।

জুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর বলেন- জুড়ী নদী বালু কোয়ারী ইজারা না হওয়ায় বন্ধ আছে। এমতাবস্থায় রিয়াজ মিয়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় তাকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জব্দকৃত বালু নিলামে বিক্রি করা হবে।

শ্রীমঙ্গলে বিশাল আকৃতির অজগর সাপ উদ্ধার

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা : চারিদিকে , পাহাড়, বনাঞ্চল, হাওর ও চা বাগান বেষ্টিত শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাইছড়া চা বাগান থেকে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ একটি বিশাল আকৃতির অজগর সাপ উদ্ধার করেছে।

জানা গেছে, রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাইছড়া চা বাগানে সেকশনে কর্মরত চা শ্রমিকরা চা পাতা তোলার সময় হঠাৎ লেকের পাড়ে একটি বিশাল আকৃতির অজগর সাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে ফেলে। পরবর্তীতে বাগানের শ্রমিকরা গিয়ে চা বাগানের ম্যানেজারকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, আপনারা কাজ করেন, আমি বিষয়টি দেখছি।"

এরপর ভাড়াউড়া চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার সাদিকুল রহমান ও খাইছড়া চা বাগান ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আবু নাসির মো. জামান নাহিদ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশ কর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অজগর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

অজগর সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফুট এবং ওজন ২১ কেজি। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অজগর সাপটিকে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

বিশ্বনাথে অ্যাডভোকেট শামীমের সনদ বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথে 'সরকারি ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, গ্রামবাসীকে হয়রাণী বন্ধ ও ভূমি খেকো অ্যাডভোকেট শামীমের ওকালতি সনদ বাতিল' এর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের তেঘরী গ্রামবাসী। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে পৌর শহরের পুরাণ বাজার এলাকাস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তেঘরী গ্রামের আঙ্গুর মিয়া।

লিখিতে বক্তব্যে আঙ্গুর মিয়া বলেন, উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের তেঘরী গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণে কয়েক কোটি টাকার সরকারি খাস ভূমি রয়েছে। যা গ্রামের মৃত আয়াত উল্লাহ, তার পুত্র চান মিয়া, তেরা মিয়া, ধন মিয়া, সুরুজ মিয়া ও চান মিয়ার পুত্র সাজ্জাদুর রহমান, চাচাত ভাই অ্যাডভোকেট শামীম আহমদসহ ভাড়াটিয়া অস্ত্রবাজ-সন্ত্রাসীরা একাধিকবার দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা গ্রামের কৃষিজীবি ও নিরীহ প্রকৃতির লোকজন তাতে বাঁধা দেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রাণী ও নিঃশেষ করে আসছে। আর সরকারি এ খাস ভূমি রক্ষায় বিশ্বনাথ ইউএনও, এ্যাসিল্যান্ডসহ স্থানীয় প্রয়াগমহল তফসীল অফিসের কর্মকর্তারা নিরব ভূমিকা পালন করায় ভূমি খেকো শামীমের দাপট দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই আমরা গ্রামবাসী অভিলম্বে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ আইনজীবি শামীমের সনদ বাতিল ও সাজাদ্দুর রহমানসহ অস্ত্রবাজ মামলাবাজ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করছি। অন্যতায় ভবিষ্যতে তাদের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় গ্রামবাসী হয়রানি হলে কিংবা কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনায় গ্রামবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সেজন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন।

লিখিতে বক্তব্যে আঙ্গুর মিয়া আরও বলেন, তেঘরী মৌজার জেএল নং ৪৪, এসএ দাগ নং ৯, ১১০, ১৫২, ১৭৭'সহ অন্যান্য দাগে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ওই সম্পত্তির রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন সিলেট শহরের খাজাঞ্চী বাড়ির জমিদার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তিসহ ১১ জন জমিদার। আর গ্রামবাসীরা জমিদারগণের অনুমতি নিয়েই ৯ ও ১১০নং দাগের ভূমিসহ অন্যান্য ভূমিতে গোচারণ ও খেলার মাঠ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন। আর মাঠ জরিপের সময় দূর্নীতিবাজ সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় ৯ ও ১১০নং দাগের ভূমি জমিদারগণের নামে রেকর্ডভুক্ত হলেও ঘুষের মাধ্যমে মন্তব্য কলামে আয়াত উল্লার নাম লিখিয়ে নেয়। এ সুযোগে ২০০৩ সালে তেঘরী গ্রামের আপ্তাব মিয়া দুটি জাল দলিল সৃষ্টি করে সরকারকে প্রথম বিবাদী করে স্বত্ব ১৫০/২০০৩ইং মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় বর্ণিত ভূমি দলিলের মাধ্যমে জমিদারগণের নিকট থেকে খরিদ করেছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং এ মামলায় চান মিয়া ও তার ৩ ভাই পক্ষভুক্ত হন। আদালত মামলাটি খারিজ করে দিলে আপ্তাব মিয়া মহাম্যন্য হাইকোর্টে ৩১৫/২০০৫ইং আপিল দায়ের করলে হাইকোর্টও আপ্তাব মিয়া ও চান মিয়া গংদের দাবি নামঞ্জুর করে আপিলটি খারিজ করে দেন। হাইকোর্টে পরাজিত হয়ে আপ্তাব মিয়া অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব এর নিকট নামজারি আপিল ৭৪/১৯৯১ইং দায়ের করেন। আপ্তাব মিয়া, চান মিয়া ও তেরা মিয়া গংদের বিরুদ্ধে জাল দলিল করায় আপ্তাব মিয়া জিআর ৬/১৯৯২ইং জালিয়াতি মামলা দায়ের করলে তেরা মিয়া দীর্ঘ কয়েক মাস হাজতবাস করেন এবং চান মিয়া দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। আপ্তাব মিয়া বিএস রেকর্ড বাতিল করে তার নামে নামজারির জন্য ৭৪/৯১ইং মামলা দায়ের করলে শুনানী শেষে নামজারি মামলাটিও খারিজ হয়ে যায়। এ মামলায় পরাজিত হওয়ার পর অতিরিক্ত কমিশনার রাজস্ব কার্যালয়ে চান মিয়া ৫৮/২০১১ইং, জেলা প্রশাসককে বিবাদী করে মামলা দায়ের করলে সেই নামজারি আপিলটিও খারিজ হয়ে যায়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, চান মিয়া বিশ্বনাথ সহকারী জজ আদালতে স্বত্ব ঘোষনার দাবিতে স্বত্ব ৭/২০১২ইং মামলাটি দায়ের করলে আদালত সেই মামলাটিও খারিজ করে দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে চান মিয়া ৩০৪/২০১২ইং আপিল করলে এই আপিলটিও খারিজ করেন আদালত। ৪.১০.২০১৯ইং তারিখে এডিসি রাজস্ব খতিয়ান নং ১০১, ১০৭, ২৯৪ এসএ দাগ ১৫২, ১৭৭, ৯ ও ১১০, বিএস দাগ ১৮১, ২০৬, ১৩, ১৪১ নম্বর দাগে বিএস জরিপে নাম অসুদ্ধ থাকায় সংশোধনের জন্য সিলেটের ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে ১২৪৯/২০১৬ইং মামলাটি দায়ের করেন এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকাবস্থায় ভূমি খেকো অ্যাডভোকেট শামীম অস্ত্রবাজদের নিয়ে বর্ণিত ভূমি দখলের চেষ্টা করে। এতে গ্রামবাসি বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, আয়াত উল্লার মৃত্যুর পর তার পুত্র চান মিয়া এবং চান মিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র সাজ্জাদ এবং তেরা মিয়ার পুত্র অ্যাভোকেট শামীম একের পর এক সাজানো মামলা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীকে পথের ভিখারী করতে যাচ্ছে। প্রতারক শামীম আইনজীবী হওয়ার ক্ষমতার ধাপট দেখিয়ে বার বার নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে হয়রাণী করার উদ্দেশ্যে নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে যাচ্ছেন। অতিষ্ট গ্রামবাসী একপর্যায়ে ডিআইজি বরাবরে ওই ভূমি খেকো মামলাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে ওসমানীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুজ্জামান পিপিএম (সেবা) গত ২৫.০৫.২৫ইং তারিখে গ্রামবাসীর অভিযোগের সত্যতা পেয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বলেন, সরকারি খাস ভূমি দখল করতে না পেরে গ্রামের কৃষক ও নিরিহ শ্রেণীর মানুষকে অ্যাডভোকেট শামীম আহমদ হয়রাণী করছে মর্মে তদন্তে প্রতিয়মান হয়।

যুবলীগ নেতা কয়ছর গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেট নগরীর বাগবাড়ি এলাকা থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতা কয়ছর আহমদ ওরফে হোসাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার গভীর রাতে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার পুলিশ কয়ছরকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়ছর আহমদ বাগবাড়ি এলাকার মৃত একরাম উল্লাহর ছেলে। কয়ছর সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির খানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত।

পুলিশ জানায়, কয়ছরের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। পরোয়ানার ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার একটি বিশেষ দল গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে।

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, ৩০ জন আহত

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার মনতৈল গ্রামে গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। এতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা দেয়া দেয়া হয়েছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মনতৈল গ্রামের ফরিদ মিয়া ও নোয়াব আলীর গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে এ সংঘর্ষ ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মনতৈল এলাকার পঞ্চায়েত বাড়ির ফরিদ মিয়া ও পাশের বাড়ির নোয়াব আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা ও গোষ্ঠীগত আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে বুধবার সকালে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে

টেটাবিদ্ধসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন। লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বন্দে আলী মিয়া জানান, 'ওই এলাকায় বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ওসি বলেন- অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।'

আপনার হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখুন

আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন (পাম্প) করা। কার্ডিওভাসকুলার রোগ (সিভিডি) হৃদযন্ত্রের বা রক্তনালীগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং এই রোগ বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যু ও মানুষের অসক্ষম (ডিসএবল) হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। তাই আমাদের বোঝা প্রয়োজন- কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় সিভিডি-এর ঝুঁকি কমানো যায়, কীভাবে আমাদের হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখা যায় এবং কখন চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন।

জনাব আখতার নাসিম কনসালট্যান্ট ভাসকুলার সার্জন ও ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর হিশেবে শেফিল্ডে কাজ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "শুরুর দিকে সিভিডি-এর কোনো লক্ষণ সবসময় না-ও থাকতে পারে। তাই প্রথম গুরুতর সংকেতটি হতে পারে হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাক) বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং এটি জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বেশি হতে পারে। তাই আমাদের উচিত ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা।"

সিভিডি কী?

চারটি প্রধান ধরনের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার রোগ) রয়েছে:

১. করোনারি হার্ট ডিজিজ: হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ আটকে বা কমে যাওয়া। এটি সাধারণত চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে ধমনী ও রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে, যা এক সময় অ্যাঞ্জাইনা, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া বা হার্ট ফেইলিউর ঘটাতে পারে।

২. স্ট্রোক: মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। 'ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক' বা "মিনি-স্ট্রোক"হলো একই ধরনের অবস্থা। তবে এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ: অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধমনীগুলো সাধারণত পায়ের ধমনীতে প্রতিবন্ধকতা (ব্লকেজ) সৃষ্টি হওয়া।

৪. অর্টিক ডিজিজ: আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় রক্তনালী 'অর্টা' আক্রান্ত হওয়া -
যেটি হৃদযন্ত্র থেকে শরীরের অন্যান্য সকল অংশে রক্ত সরবরাহ করে। অর্টিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম (এএএ)।

আমি কি সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশি ঝুঁকিতে আছি?

আপনার জীবনযাত্রার ধরন সিভিডিতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন: ধূমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান, শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা ও শরীরের অতিরিক্ত ওজন। এসবই ধমনী ও রক্তনালীগুলোর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চর্বিজাতীয় পদার্থ জমাতে ভূমিকা রাখে যা উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন বাড়তি সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং যা আমাদের শরীরের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা কঠিন করে তুলতে পারে।

জনাব নাসিম বলেন, "আপনার জীবনযাত্রার ধরনের পাশাপাশি আপনি কৃষ্ণাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয় কিংবা কোনো জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আপনার সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকতে পারে। এর কারণ হলো, আমাদের এসব গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকার প্রবণতা বেশি।"

এক্ষেত্রে পারিবারিক স্বাস্থ্য-ইতিহাসও ভূমিকা রাখে। আপনার রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি তরুণ বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন কিংবা স্ট্রোক বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে আপনারও এসবে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশী।

জনাব নাসিম আরও বলেন, "আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যসমূহ জানা থাকলে আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে এবং কোন কোন লক্ষণের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারি। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোনো উপসর্গ সৃষ্টির সময় সমস্যা দেখা দেবার আগেই আমরা তা শনাক্ত করে চিকিৎসা দিতে সক্ষম হতে পারি।"

আপনার পরিবারের কারো হৃদরোগ (করোনারি হার্ট ডিজিজ) থেকে থাকলে আপনার জিপি সার্জারি নিয়মিত আপনার কোলেস্টেরল বা রক্তচাপ পরীক্ষা করতে চাইতে পারে। এছাড়া কিছু রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শারিরীক অবস্থাগুলোও পরীক্ষা করা যায়।

আমি কীভাবে সিভিডি-এর ঝুঁকি কমাতে পারি?

৪০ বছর এবং এর বেশি বয়সী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি পাঁচ বছরে একবার বিনামূল্যে এনএইচএস-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারেন। এটি জিপি সার্জারি, স্থানীয় কাউন্সিল বা কিছু ফার্মেসিতে করানো যায়। এই পরীক্ষাগুলো হৃদরোগ ও স্ট্রোকসহ কিডনি রোগ, ডিমেনশিয়া এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে।

অনেক ফার্মেসিতেও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ধূমপান ছাড়তে এবং মদ্যপানের পরিমাণ কমাতে সহায়তা দেওয়া হয়।

জনাব নাসিম ব্যাখ্যা করে আরো বলেন, "যদিও কিছু ঝুঁকি ব্যাপার যেমন বয়স বা জাতিগত পটভূমি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তবুও আমাদের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ)-এর ঝুঁকি কমাতে আমরা জীবনযাপনের অভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারি। আমি সবাইকে সুস্থভাবে জীবনযাপন এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেবার পাশাপাশি ধূমপান ত্যাগ, বিনামূল্যে এনএইচএসএ-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং এবং টিকাদান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ডাক পেলে তা গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি।"

আমি কি হৃদযন্ত্রের অবস্থা জানতে স্ক্রিনিং করাতে পারি?

যদিও এনএইচএস কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের জন্য 'স্ক্রিনিং' করে না। তবে পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে 'অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম' (এএএ) 'স্ক্রিনিং' অফার করে। এএএ হলো হৃদযন্ত্র থেকে পেটে রক্ত প্রবাহিত করা প্রধান রক্তনালীর স্থানীয়ভাবে ফুলে যাওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। তবে এটি ফেটে গেলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে, যা জীবনঘাতী হতে পারে।

এএএ স্ক্রিনিং ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে অফার করা হয়। কারণ, এই বয়সী পুরুষদের ঝুঁকি বেশি। এই স্ক্রিনিং পেটের একটি আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান। এটি দ্রুত ও ব্যথাহীন প্রক্রিয়া ।

মিস্টার নাসিম বলেন: "এএএ মূলত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় যাদের- উচ্চ রক্তচাপ বা উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল রয়েছে, যারা ধূমপান করেন বা অতীতে ধূমপান করেছেন অথবা যাদের করোনারী হৃদরোগসহ অন্যান্য শারিরীক অসুস্থতা আছে। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে 'অর্টা'র ফোলাভাব আগে থেকেই শনাক্ত করা সম্ভব যখন এটি সাধারণত চিকিৎসাযোগ্য থাকে।"

যদি আপনার এএএ স্ক্রিনিং এপয়েন্টমেন্ট বাদ (মিসিং) পড়ে যায়, তবে আপনি এখনও আপনার স্থানীয় স্ক্রিনিং সার্ভিসে বুকিং দিয়ে স্ক্রিনিংটা করিয়ে নিতে পারেন।

সিভিডি কি শুধু পুরুষদের হয়?

যদিও পুরুষরা সাধারণত কম বয়সেই সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশী ঝুঁকিতে থাকে এবং তাদের এএএ (অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম) হওয়ার ঝুঁকিও বেশি, তবে সিভিডি-জনিত কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার বা মারা যাওয়ার বেশি ঝুঁকিতে থাকে নারীরা। মেনোপজ চলাকালীন বা এর পরবর্তী সময়ে নারীদের এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে- নারীদের ঝুঁকি সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন এই লিঙ্ক থেকে।

আমরা যে কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারি - রণজিৎ সিং

আমি কখনো ভাবিনি আমার হৃদযন্ত্র কোনো ঝুঁকিতে রয়েছে। কিন্তু ৫৫ বছর বয়সে ২০১৭ সালে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হই। এটি শুধু আমার জন্য তো বটেই আমার চারপাশের সবার জন্যও একটি বিশাল ধাক্কা ছিল। আমি নিরামিষভোজী, অধূমপায়ী এবং মদ্যপানও করি না- তাই সুস্থই আছি ভাবতাম। আমার উচ্চ রক্তচাপ ছিল না, এমনকি আমার পরিবারেও কারো হৃদরোগে আক্রান্ত ইতিহাসও নেই।

একদিন তীব্র বুকে ব্যথার কারণে আমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি নিজের জন্মতারিখও মনে করতে পারছিলাম না। মরফিন ইনজেকশন দিয়েও ব্যথা কমছিল না। পরীক্ষার পর দেখা গেল- আমার হৃদপিণ্ডের প্রধান তিনটি ধমনী সম্পূর্ণ বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে আমার অস্ত্রোপচার করা হয়। আমার হৃদযন্ত্রের ধমনীগুলো খোলা রাখতে 'স্টেন্ট' লাগানো হয়, যাতে আবার রক্ত প্রবাহ চলতে পারে।

২০২৪ সালের মে মাসে, হাঁটার সময় আমি শ্বাসকষ্ট অনুভব করি এবং স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে পারছিলাম না। কাঁধের চারপাশজুড়ে আটঁসাট বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার বললেন, আবারও আমার একটি ধমনী বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। তবে এবার আমাকে 'ট্রিপল বাইপাস সার্জারি' করাতে হবে। এই কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। তবে ভাগ্যক্রমে সফল অস্ত্রোপচার ও হাসপাতালে ৭ সপ্তাহ থাকার পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। 'করোনারি হার্ট ডিজিজ' নিয়ে বসবাসের অর্থ হচ্ছে- প্রতিদিন ঠিক সময়ে ওষুধ আমাকে সেবন করতে হবে। ওজন কমানো একটা সংগ্রাম ছিল। তবে আমি কম খাচ্ছি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের বিষয়টি মেনে চলছি । আমি সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে খাবার খেয়ে নেই। আমি সহায়তা, পরামর্শ এবং ব্যায়াম পরিকল্পনা পেতে 'কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম'-এ আমার নাম নিবন্ধন করেছি।

আগে আমার কাজ বেশ শারীরিক পরিশ্রমের ছিল, তাই আলাদা করে কখনো ব্যায়ামের প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু এখন আমি সপ্তাহে ৩ দিন জিমে যাই এবং আমার প্রশিক্ষক লুসি ও রে আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করছেন। দৈনন্দিন জীবনের চাপও (স্ট্রেস) হয়তো আমার সমস্যা সৃষ্টির একটি কারণ ছিল। তাই আমি এখন আগের মতো আবার গিটার বাজানো ও গান গাওয়ার মতো আনন্দের কাজগুলো শুরু করতে চাইছি যা আমার শরীর-মনকে প্রশান্তি দেবে।

হৃদরোগ নিয়ে যারা জীবনযাপন করছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে- ওজন কম রাখার চেষ্টা করুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং চাপের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন। আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এমন সব কোন ব্যায়াম ও কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা যাচাই করে দেখুন। আপনার জীবন এবং পরিবারকে যদি আপনি মূল্য দিয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তারের দেয়া ওষুধ সময়মতো সেবন করুন। আমি স্বল্প সময়ের জন্য ওষুধ সেবন বন্ধ রেখেছিলাম, হয়তো সেই কারণেই আমাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল! 'কার্ডিয়াক' নার্সদের পরামর্শ নিন - সুস্থ হবার জন্য আপনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা দিতে তারা বিশেষজ্ঞ। যদি আপনার মনে কিছু একটা ঠিকঠাক বোধ হচ্ছে না, তাহলে কাউকে তা বলুন- ১১১ নম্বরে বা জরুরি পরিস্থিতিতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন। এই ফোন করতে ভয় পাবেন না।

'হার্ট ইউকে' বা 'ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন' থেকে আপনি পরামর্শ ও সহায়তা পেতে পারেন ।

আপনার হৃদযন্ত্রের যত্ন নেওয়ার সাতটি পদক্ষেপ

১. নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড

আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরণের শারীরিক কর্মকাণ্ড বা ৭৫ মিনিট জোরালো ধরণের শরীরচর্চা করা।

২. সুষম খাবার গ্রহণ ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা

বিনামূল্যে এনএইচএস ডিজিটাল ওজন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম অতিরিক্ত ওজনের অর্থাৎ স্থূলকায় ব্যক্তি যাদের ডায়াবেটিস এবং/অথবা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৩. ধূমপান করবেন না

সব ধরনের তামাক (চিবানোর তামাক এবং শিশাসহ) আপনার ক্যান্সার এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এ ব্যাপারে আপনার স্থানীয় ধূমপান বন্ধ করার সার্ভিস থেকে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন।

৪. আপনার অ্যালকোহল পানের মাত্রা কমান

দীর্ঘমেয়াদে অতিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে আপনার হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যেতে পারে। ইংল্যান্ডজুড়ে অ্যালকোহল আসক্তি সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। আপনার প্রয়োজন হলে তারা সহায়তা দিতে পারে।

৫. সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিন

যারা বিনামূল্যে এনএইচএস ভ্যাকসিন পাবার উপযুক্ত তাদেরকে রুবেলা এবং ফ্লুর মতো অসুস্থতা যা হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে টিকা তা থেকে সুরক্ষা দেয় ।

৬. আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন

এনএইচএস ৪০-৭৪ বছর বয়সী সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে, যেখানে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় যারা ভূগছেন তাদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে- নিয়মিত (রুটিন) চেকআপে অংশ নেওয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সমস্যাগুলি চিহ্নিত এবং দ্রুত চিকিৎসা করা যায়।

৭. নিয়মিত ওষুধ সেবন করুন

আপনার ফার্মাসিস্ট আপনাকে আপনার ওষুধপত্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে এবং প্রেসক্রিপশন খরচের জন্য সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

আপনি কি সিভিডি-এর 'এবিসি' জানেন?

এসেক্সের জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, 'এবিসি'র তিনটি অবস্থা রয়েছে যেগুলো কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হবার উচ্চ ঝুঁকি বহন করে বলে বিবেচনা করা হয়।

যদিও এই অবস্থাগুলো চিকিৎসাযোগ্য, তবে অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তারা এতে ভুগছেন যতক্ষণ না তাদের কোনো বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।"

এসেক্সে কর্মরত জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

ক: হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ

হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ (আট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সংক্ষেপে এএফ) হৃদস্পন্দন অনিয়মিত করে তুলতে পারে যা স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ। বয়স্ক এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা হার্ট-ভালভের সমস্যা আছে তাদের মাঝে এটি বেশি দেখা যায়।

ডা. অলুকান্নি বলেন: "অনেক সময় এএফ-এর কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কেউ কেউ মাথা ঘোরা, ক্লান্তি বোধ করা, বুক ধড়ফড় করা কিংবা হৃদযন্ত্রে দ্রুতগতির স্পন্দন বা হৃদস্পন্দন 'মিস' হয়েছে- এমন অনুভব করতে পারেন বলে জানান।"

"আপনার যদি এধরনের উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আপনার নাড়ী (পালস রেট) পরীক্ষা করুন এবং জিপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নাড়ীর (পালস রেট) স্বাভাবিক গতি প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০টি স্পন্দন ।"

খ. উচ্চ রক্তচাপ

যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন এই সমস্যায় ভুগছেন। এ দেশে যত মানুষের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়, তার অর্ধেকের জন্যই দায়ী করা হয় এই উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনকে। উচ্চ রক্তচাপ থাকা মানুষজনের ৫০ ভাগই জানেন না, তাঁদের এই সমস্যা আছে। কারণ, এই সমস্যার কোনো উপসর্গ সাধারণত থাকে না।

ডা. অলুকান্নি আরো বলেন: "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। আপনার জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

গ: উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল

ডা. অলুকান্নি বলেন, "উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল প্রায়শই আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে এবং এটি ধমনীতে রক্ত চলাচলেরর গতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বংশগতও হতে পারে। অতীতে পরিবারের কারও এই সমস্যা থাকলে, তা জিনগতভাবে পরের প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে পারে। এর ফলে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়, তাকে বলা হয় পারে। ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলামিয়া সংক্ষেপে এফএইচ। এর কারণে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল হতে পারে।"

আপনার জিপি সার্জারিতে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে কোলেস্টেরেলর মাত্রা জেনে নিতে পারেন অথবা স্থানীয় ফার্মেসিতে 'ফিঙ্গার-প্রিক টেস্ট' পাওয়া যেতে ।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ করুন

ডা. অলুকান্নি বলেন, "কেউ আমাদের কাছে উপদেশ নিতে আসার আগে কোনো একটা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, সেটা আমরা চাই না। আপনার স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আপনি আনতে পারেন জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে এবং শারিরীকভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে। এমনকি ইতোমধ্যে আপনি কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।"

"অভ্যাস বদল করা খুবই কঠিন হতে পারে। কিন্তু এ থেকে আপনি যা অর্জন করবেন, তা হয়তো আপনার জীবন বদলে দেবে; এমনকি বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার জীবন।"

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

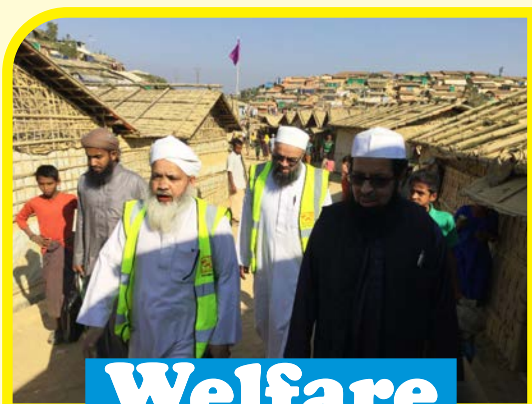

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

কিছু উপদেষ্টার মৃত্যু ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই: সারজিস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অভিযোগ করেছেন, কিছু উপদেষ্টা দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং কেবল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 'এক্সিট' নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগোচ্ছেন।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গড়া এই দায়িত্ব পালনে যদি কেউ ভয় করেন, তাহলে তাদের এই দায়িত্বে থাকার প্রয়োজন নেই। যারা এই মানসিকতা পোষণ করেন, তাদের জন্য মৃত্যু ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান না কেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের খুঁজে বের করবে।'

মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নওগাঁয় জেলা শাখার সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, শাপলা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে এনসিপির কোনো আইনগত বাধা নেই। কিন্তু এরপরও নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ না করে, তাহলে তা স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা কোনো গোষ্ঠীর চাপে পরিচালিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। 'এটা আমরা কখনোই মেনে নেব না,' বলেন সারজিস।

জোট গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপি কারও সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে অংশ নেবে কি না, সে বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তার আগেই সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের সব জেলা, উপজেলা এবং ইউনিট পর্যায়ে কমিটি গঠন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সৎ ও ভালো মানুষরা চাইলে একটি কার্যকর রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগের যেকোনো সংস্করণ, অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতায় বাংলাদেশে আর কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক নয়। এনসিপি এই অবস্থান দৃঢ়ভাবে বজায় রাখবে।'

এ সময় সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও নওগাঁ জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক মনিরা শারমিন। উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমনসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চীন থেকে ২০টি যুদ্ধবিমান কিনছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও জাতীয় আকাশ প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সরকার চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট কেনা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খরচসহ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২২০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৭,০৬০ কোটি টাকা।

চুক্তিটি সরাসরি ক্রয় বা জিটুজি পদ্ধতিতে চীন সরকারের সঙ্গে করা হতে পারে এবং চলতি ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এটি বাস্তবায়নের আশা করা হচ্ছে। গণমাধ্যমের হাতে আসা আনুষ্ঠানিক নথিপত্র অনুযায়ী, এই যুদ্ধবিমানের মূল্য ২০৩৫-২০৩৬ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে।

জে-১০ সিই জঙ্গিবিমান মূলত চীনের বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত জে-১০সি-এর রপ্তানি সংস্করণ। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে তৈরি করা সম্ভাব্য খরচের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিটি ফাইটার জেটের মূল্য ৬ কোটি ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে, এতে ২০টি বিমানের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১২০ কোটি ডলার বা প্রায় ১৪,৭৬০ কোটি টাকা।

স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি কেনা এবং পরিবহন খরচ বাবদ আরও ৮২ কোটি ডলার বা ১০ হাজার ৮৬ কোটি টাকা যোগ হবে। এর সঙ্গে বীমা, ভ্যাট, এজেন্সি কমিশন, পূর্ত কাজসহ অন্যান্য খরচ যোগ করলে মোট ব্যয় হবে ২২০ কোটি ডলার।

উল্লেখ্য, গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে পাকিস্তান এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ফ্রান্সের তৈরি ভারতের একাধিক রাফায়েল যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করেছিল (যদিও তা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি), যার ফলে জে-১০ সিই বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে।

চীনের তৈরি জে-১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। চলতি বছরের মার্চে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চীন সফরের সময় চীনের কাছ থেকে এই বহুমাত্রিক জঙ্গিবিমান কেনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং চীন প্রস্তাবটিতে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল বলে জানা যায়। এই যুদ্ধবিমান কেনার জন্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে গত এপ্রিলে বিমানবাহিনীর প্রধানকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটি খসড়া চুক্তিপত্র নিরীক্ষণ করবে, জিটুজি পদ্ধতিতে কেনা সমীচীন হবে কি-না তা যাচাই-বাছাই করবে এবং চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্য, পরিশোধের শর্তাবলী (টার্মস অব পেমেন্ট) ও চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করবে। চুক্তিপত্রে যুদ্ধবিমানের সংরক্ষণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল এ এন এম মনিরুজ্জামান (অব.) গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদের বিমানবাহিনীর অনেকদিন ধরেই জঙ্গিবিমানের প্রয়োজন রয়েছে এবং তারা কেনার জন্য পরিকল্পনাও করছিল।' তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'বর্তমানে বিশ্বে এক ধরনের ভূ-রাজনৈতিক বলয় সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোনো দেশ থেকে কেনার আগে তার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে এখন টানাপোড়েন চলছে। এটি যেমন বিবেচনায় নিতে হবে, তেমনি আমাদের যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন আছে, তাও বিবেচনা করতে হবে।'

চীনের বাইই অ্যারোবেটিক টিম তাদের প্রদর্শনী বহরে সর্বাধুনিক জে-১০সি মডেল অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা বর্তমানে চীনের অন্যতম উন্নত মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান হিসেবে বিবেচিত। এই ফাইটার জেটের উন্নত পারফরম্যান্স, পাইলটদের দক্ষতা এবং ওয়াইইউ২০ এরিয়াল ট্যাংকারের সহায়তায় আন্তর্জাতিক এয়ারশোতে দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইট পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর (বিএএফ) মোট ২১২টি এয়ারক্রাফট রয়েছে, যার মধ্যে ৪৪টি ফাইটার জেট। এর মধ্যে ৩৬টি চীনা নির্মিত এফ৭ যুদ্ধবিমান। বিএএফের বহরে পুরানো মডেলের পাশাপাশি ৮টি মিগ-২৯বি এবং রাশিয়ান ইয়াক১৩০ লাইট অ্যাটাক বিমান রয়েছে। জে-১০ সিরিজ যুক্ত হলে তা বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করতে তদন্ত শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমাতে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' বিচারের জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।

ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মঙ্গলবার বলেছেন, ইতোমধ্যে একজন কর্মকর্তাকে এ অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্তে অন্য দলের নাম এলে তাদের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, "দল হিসেবে, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

"তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে এবং তারা তদন্ত কাজ দ্রুতই সম্পন্ন করবেন। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। এবং তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এক সাংবাদিক জানতে চান, এখন পর্যন্ত অনেকেই তাদের সাক্ষ্যে আওয়ামী লীগের মধ্যে নানা অভিযোগ এনেছে, সেসব কি এ মামলায় কাজে দেবে?

উত্তরে প্রধান কৌঁসুলি তাজুল ইসলাম বলেন, "প্রত্যেকটাই কাজে লাগবে। কারণ আদালতে যখন সাক্ষীরা তাদের বক্তব্য দিয়েছেন, দলের ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে বলেছেন, এগুলো জুডিসিয়াল ডকুমেন্ট হয়ে গেছে।

"সুতরাং ভবিষ্যতে দলের বিরুদ্ধে যে তদন্ত হবে, দলের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আসবে তার মধ্যে বিদ্যমান যে সমস্ত সাক্ষ্য ইতোমধ্যে হয়ে গেছে যেগুলো, সেই সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো অন্যতম এভিডেন্স হিসেবে গণ্য হবে।"

কোন কোন মানদণ্ড ধরে তদন্ত এগোবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে তাজুল ইসলাম বলেন, "আইনের মধ্যে যেভাবে আছে, সেভাবেই আগাবে এবং এটা যখন তদন্ত প্রক্রিয়া আরও সামনে আগাবে, তখন হয়তো আরও বিস্তারিত আপনাদেরকে জানানো হবে।"

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) আইন এক বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মত সংশোধন করে সোমবার রাতে অধ্যাদেশ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এ প্রসঙ্গে প্রধান কৌঁসুলি জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কারো বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হলেই তিনি আর নির্বাচন করার যোগ্য হবেন না; জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে সেই পদে থাকার যোগ্যতাও তিনি হারাবেন।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বিচার চলাকালে আইন সংশোধন করার কারণে বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হবে কি না?

উত্তরে তাজুল ইসলাম বলেন, "কোনো সুযোগ নেই। কারণ আওয়ামী লীগের দল হিসেবে বিচার প্রক্রিয়া চলমান নাই। বিচার প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় যদি কোনো আইন সংশোধন হয়- যেটা বলতে চেয়েছেন, যেমন ধরেন একজন ব্যক্তির বিচার চলমান আছে, সেই ব্যক্তির বিচারকে প্রভাবিত করতে পারেড় এমন কোনো বিষয় সংশোধন হলে তখন আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন।

"কিন্তু এইখানে যে আইনটা সংশোধন করা হয়েছে বা যা কিছু করা হয়েছে, সেই আইনটা এখনো প্রযোজ্য হয়নি। আপনি কি ওই নির্বাচন অংশগ্রহণের ব্যাপারে বলছেন? সেটা হতেই পারে। সেটা কোনো প্রভাব পড়বে না, ন্যায়বিচারের পরিপন্থিও হবে না। কারণ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট, ১৯৭৩ এটা সংবিধান দ্বারা প্রটেক্টেড একটা আইন।

"সুতরাং এই আইনের রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট আছে এবং রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট দেয়াটাকে আবার সংবিধানসম্মত করা হয়েছে। সুতরাং এটার সবকিছুই বৈধ বলে গণ্য হবে। এটাকে আদালতে চ্যালেঞ্জও করা যাবে না।"

আরেক সাংবাদিক জানতে চান, দল হিসেবে বিচারের ক্ষেত্রে সাজা কতটুকু? আইনে কী বলা আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রধান কৌঁসুলি তাজুল বলেন,"দলকে তো আর সাজা দেওয়া যাবে না। কিন্তু দলকে কী ধরনের সাজা দেওয়া যাবে, সেটা কিন্তু আইনে বলা আছে

"প্রপার্টি সিজ করা, তাদের নেতাকর্মীর ব্যাপারে তাদের একটা সার্টেইন কোন ডাইরেক্টিভস ইস্যু করাড় এগুলো আইনে আছে। সেগুলো যখন তদন্তের রিপোর্ট আসুক, বিচারের সেই পর্যায়ে প্রবেশ করুক; তখন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে পারব।"

তাজুল ইসলামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ মুহূর্তে গণভবনে ১৪ দলের বৈঠক হয়। সেখানে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল ছিল। তারাও কি বিচারের আওতায় আসবে?

উত্তরে প্রধান কৌঁসুলি বলেন, "এই মুহূর্তে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারেই (তদন্ত) শুরু হয়েছে। ক্রমান্বয়ে তদন্ত যখন আরও আগাবে, তখন যদি প্রয়োজন মনে হয় যেড়আরও কোনো দল এর সাথে ইনভল্ভড আছে এবং তাদের ব্যাপারেও তদন্ত হওয়া দরকার, তাহলে আমাদের তদন্ত সংস্থা সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। দলটির নেতা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন।

তার তিন দিনের মাথায় মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। জুলাই-অগাস্টের অভ্যুত্থানের সময় হতাহতের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ডজন ডজন মামলা হতে থাকে।

আওয়ামী লীগের সময়ে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শীর্ষ জামায়াত নেতাদের একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, সেই একই ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের বিচারের উদ্যোগ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। অভ্যুত্থান দমাতে গিয়ে গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনা, তার দলের নেতাকর্মী এবং সমমনাদের বিরুদ্ধে এখন ট্রাইব্যুনালে বিচার চলছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি ছিল অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের।

এরই একপর্যায়ে গত ১২ মে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর সব কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

রাতে সাপ হয়ে দংশনের চেষ্টা করেন স্ত্রী

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, রাতে তার স্ত্রী সাপ হয়ে তাকে দংশনের চেষ্টা করেছেন। লোকটির এই কথা শুনে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন জেলার কর্মকর্তারা।

জেলার মানুষদের নানা সমস্যা ও অভিযোগ শুনে সেগুলো সমাধান করতে জেলা প্রশাসন নিয়মিত একটি সভার আয়োজন করে। এটি সমাধান দিবস নামে পরিচিত। এতে স্থানীয় মানুষ বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেশন কার্ডসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তুলে ধরেন।

সর্বশেষ সমাধান দিবসের সভায় জেলার মাহমুদাবাদ এলাকার লোধসা গ্রামের বাসিন্দা মেরাজ বলেন, জনাব, আমার স্ত্রী নাসিমুন রাতে সাপের আকৃতি ধারণ করে আমাকে দংশনের জন্য ধাওয়া করে।

মেরাজ অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী তাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু প্রতিবারই তিনি সময়মতো জেগে ওঠায় আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছেন। তিনি আরও বলেন, আমার স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে। সে যেকোনো রাতে ঘুমের মধ্যে আমাকে হত্যা করতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মেরাজের এ গল্প বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে একজন মন্তব্য করেন, কে জানে, আর কাকে তিনি দংশন করেছেন।

অন্য একজন মজার ছলে লেখেন, আপনি কি তার নাগমণি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন?

আরেকজন মন্তব্য করেন, আপনার কোবরা সাপে পরিণত হওয়া উচিত।

আবার কেউ লিখেছেন, 'পুরুষটি খুবই ভাগ্যবান। তিনি তার বৈবাহিক জীবনে একজন শ্রীদেবী পেয়েছেন।' এখানে ভারতের প্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে 'নাগিনা' নামের একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। চলচ্চিত্রে শ্রীদেবীর চরিত্রটি মানুষ থেকে সাপে পরিণত হতে পারত।

মেরাজের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছেন।

পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তারা এই ঘটনাকে সম্ভাব্য মানসিক নির্যাতনের মামলা হিসেবে বিবেচনা করছে। মেরাজের দাবি, তার স্ত্রী একবার তাকে দংশন করেছেন এবং রাতে প্রায়ই তাকে সাপের আকার ধারণ করে ধাওয়া করেন। মেরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন।

এক ভিসায় ভ্রমণ করা যাবে উপসাগরীয় ৬ দেশ

পোস্ট ডেস্ক : উপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) ছয়টি সদস্য দেশ চলতি বছরই যৌথ পর্যটন ভিসার পাইলট প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি ও পর্যটনমন্ত্রী এবং এমিরেটস ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ বিন তউক আল মারি। সদস্য দেশগুলো হচ্ছেসংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন।

আবদুল্লাহ বিন তউক আল মারি জানান, 'জিসিসি গ্র্যান্ড ট্যুরিস্ট ভিসা' নামে এই একীভূত ভিসা হবে ইউরোপের শেনজেন ভিসা মডেলের মতো; যার মাধ্যমে পর্যটকরা এক ভিসায় ছয়টি দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। এটি উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ও পর্যটন একীভূতকরণের কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভিসার খরচ ও মেয়াদ এখনও নির্ধারিত হয়নি। প্রকল্পটি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন আল মারি।

পর্যটন খাতের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই একক ভিসা উপসাগরীয় পর্যটনশিল্পে বড় পরিবর্তন আনবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অঞ্চলটির জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলেও আশা করছেন তারা। বিশেষ করে এই ভিসায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সবচেয়ে বেশি পর্যটক আকর্ষণ করবে বলে ধারণা করছেন তারা।

গাজা-ইসরাইলে শত্রুতা বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

পোস্ট ডেস্ক : গাজা যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সোমবার এক জরুরি আহ্বান জানিয়েছেন। এতে তিনি গাজা, ইসরাইল এবং সমগ্র অঞ্চলে অবিলম্বে সব ধরনের শত্রুতা বন্ধের আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বলেন, এমন কোনো পদক্ষেপ নেবেন না যাতে সাধারণ মানুষকে নিজেদের জীবন ও ভবিষ্যৎ দিয়ে মূল্য দিতে হয়। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আরব নিউজ।

হামাস ও অন্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে গুতেরেস একই সঙ্গে গাজায় এখনো আটক সব জিম্মিকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়ার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সব পক্ষের জন্যই এই কষ্টের অবসান ঘটান। এটি এমন এক মানবিক বিপর্যয়

যার মাত্রা কল্পনাকেও হার মানায়।

দুই বছর আগে হামাসের হামলায় ১২৫০ জনেরও বেশি ইসরাইলি ও বিদেশি নাগরিক নিহত হয়। ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ- যার মধ্যে নারী, শিশু ও বয়স্কও ছিলেন অপহৃত হয়। তাদেরকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায় হামাস। এর জবাবে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর আক্রমণে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৭ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তার বেশির ভাগই নারী ও শিশু। লাখ লাখমানুষ আহত হয়েছেন।

জাতিসংঘের মতে, এই সংখ্যা বাস্তবের তুলনায় কম। কারণ হাজার হাজার মৃতদেহ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে। গুতেরেস বলেন, সেই অন্ধকার দিনের ভয়াবহতা আমাদের সবার স্মৃতিতে চিরকাল অঙ্কিত থাকবে। দুই বছর পরও জিম্মিরা এখনো অমানবিক অবস্থায় বন্দি। আমি জিম্মিদের পরিবার ও বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের অসহনীয় যন্ত্রণা অকথ্য। তিনি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আহ্বান জানান জিম্মিদের অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিন। স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও একটি বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করুন, যাতে আর কোনো রক্তপাত না ঘটে।

গুতেরেস বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শান্তি প্রস্তাব এই মর্মান্তিক সংঘাতের অবসানের একটি সুযোগ, যা কাজে লাগাতে হবে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের শাসন সব সময় সম্মানিত হতে হবে এবং জাতিসংঘ শান্তি প্রচেষ্টায় তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩০ কর্মীকে জর্ডানে পাঠাল ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ত্রাণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে যাওয়া গোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরও ১৩০ জনকে মুক্তি দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। তাদেরকে জর্ডানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এই ১৩০ জনের মধ্যে বাহরাইন, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, ওমান, কুয়েত, লিবিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, চেক রিপাবলিক, জাপান, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, সার্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ের নাগরিক রয়েছেন।

জর্ডানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম পেত্রা নিউজ জানিয়েছে, দেশটির পররাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ইসরায়েল থেকে ১৩০ অধিকারকর্মীকে গ্রহণ ও তাদের প্রয়োজনীয় সেবা দিয়েছে।

আটক এসব অধিকারকর্মী জানিয়েছেন, জাহাজ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী পরিচিত পরিবেশবাদী গ্রেটা থুনবার্গকেও ছাড়েনি দখলদাররা। তারা তাকে জোরপূর্বক ইসরায়েলি পতাকা গায়ে জড়িয়ে ছবি তুলেছে। এছাড়া গ্রেটাকে পর্যাপ্ত খাবার ও পানিও দেয়নি তারা।

উল্লেখ্য, ৪২টি জাহাজে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৫০০ অধিকারকর্মী ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দিকে রওনা দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গাজায় ইসরায়েলের অবৈধ নৌ অবরোধ ভাঙা ও সেখানকার মানুষের কাছে ত্রাণ পৌছে দেওয়া।

মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চুরির ঘটনায় হার্ভার্ডকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে

পোস্ট ডেস্ক : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে মেডিকেল স্কুলের মর্গ থেকে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চুরির ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের সর্বোচ্চ আদালত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মর্গের সাবেক ব্যবস্থাপক কালোবাজারে বিক্রি করেছেন, এই অভিযোগে পরিবার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। সোমবার (৬ অক্টোবর) ম্যাসাচুসেটস সুপ্রিম জুডিশিয়াল কোর্ট এ রায় দেয়।

আদালত আরও ঘোষণা করেছে, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অ্যানাটমিকাল গিফট প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মার্ক এফ. সিচেটি-ও আইনি দায়ে পড়েছেন। মামলার মূল অভিযুক্ত, হার্ভার্ড মর্গের সাবেক ম্যানেজার সেড্রিক লজ, গবেষণা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করা মৃতদেহগুলো থেকে অঙ্গ কেটে নিয়ে কালোবাজারে বিক্রি করতেন।

২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ১২টি মামলা দায়ের করেছেন ৪৭ জন পরিবারের সদস্য, যাদের প্রিয়জনদের দেহাংশ অনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও তদারকিতে গুরুতর অবহেলা করেছে এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানাটমির নির্দেশনা অমান্য করেছে।

প্রধান বিচারপতি স্কট এল. ক্যাফকার তার রায়ে ঘটনাটিকে 'বহু বছর ধরে চলা এক ভয়াবহ ও বিকৃত চক্র' হিসেবে বর্ণনা করেন।

রায়ে ক্যাফকার লিখেছেন, 'দানকৃত মানবদেহের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও সঠিক নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা হার্ভার্ডের আইনি দায়িত্ব ছিল, যা তারা করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে ড় হার্ভার্ড নিজেরাও তা স্বীকার করেছে।'

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল ২০২৩ সালে লজকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে এবং তার কর্মকাণ্ডকে 'নৈতিকভাবে ঘৃণিত' বলে অভিহিত করে।

রায়ের বিবরণ অনুযায়ী, লজ চুরি করা দেহাংশ ড় যেমন মাথা, মস্তিষ্ক, ত্বক ও হাড় ড়রাজ্য সীমানা অতিক্রম করে পাচার করতেন, যার ফলে এটি একটি ফেডারেল অপরাধের মামলায় পরিণত হয়।

এক সহযোগী মাত্র ৬০০ ডলারে দুইটি কাটা মুখমণ্ডল কিনেছিল বলে আদালত জানায়। লজ তাকে আরও মানব ত্বক সংগ্রহে সাহায্য করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে 'মানবচামড়ার লেদার' তৈরির বিনিময়ে সরবরাহ করা হয়।

আরেক অভিযুক্ত ৩৯ বার মোট ৩৭ হাজার ডলার পেমেন্ট করেছিলেন, যার মধ্যে এক লেনদেনে 'হেড নাম্বার ৭' এবং অন্যটিতে 'ব্রেইইনস' লেখা ছিল।

লজ চলতি বছরের মে মাসে চুরি করা মানবদেহ পরিবহনের এক অপরাধে দোষ স্বীকার করেছেন। তার সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড ও ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে।

যে হামলার জেরে দুই বছর আগে গাজা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল

পোস্ট ডেস্ক : সাতই অক্টোবর। ২০২৩ সালের এই দিনে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় অন্তত ১২০০ জন নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া হামাসের সদস্যরা প্রায় ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই ঘটনার জেরে গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এরপর পেরিয়ে গেছে দু'টি বছর। দীর্ঘ এই সময়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা।

প্রাণ গেছে সেখানকার ৬৭ হাজারেরও বেশি মানুষের।

ইসরায়েল এখনও হামলা অব্যাহত রয়েছে। যদিও যুদ্ধ বন্ধে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় গতকাল থেকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে গাজা যুদ্ধের অবসান হবে।

এদিকে হামাসের সাতই অক্টোবরের হামলার বর্ষপূর্তির দিনে ফুলেল শ্রদ্ধায় নিহতদের স্মরণ করছে ইসরায়েলিরা। যে স্থানে হামলার ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে নিহতদের স্মরণ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে গাজা যুদ্ধের অবসান ও গাজায় ত্রাণ ঢুকতে দেয়ার দাবিতে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ হতে দেখা যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে এ ধরনের বিক্ষোভে অংশ না নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এমন বিক্ষোভে অংশ নেওয়া 'অ-ব্রিটিশসুলভ' আচরণ হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আলোচনায় ‘সেইফ এক্সিট’

তিনি বলেন, ‘এ সরকারকে উৎখাত করার, প্রতিবিপ্লব করার চেষ্টা চলমান ছিল প্রথম ছয় মাস। এখনও আছে কিছুটা। যদি রাজনৈতিক দলগুলো সম্মত হয়ে নাগরিক সরকার করতো, তাহলে কিন্তু ছাত্রদের কাঁধে এ দায়িত্ব আসতো না। সময়ের প্রয়োজনে এ দায়িত্ব আমাদের নিতে হয়েছিল।’

উপদেষ্টাদের অনেকে সেফ এক্সিট নিয়ে এখনই ভেবে রেখেছেন বলেও দাবি করেন নাহিদ। তিনি বলেন, ‘উপদেষ্টারা অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ফেলেছেন। তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। এটা আমাদের অনেক পোহাতে হচ্ছে বা পোহাতে হবে। তারা যদি বিশ্বাস করতেন যে তাদের নিয়োগকর্তা গণঅভ্যুত্থানের শক্তি, এ দেশের সাধারণ মানুষ, যারা জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন তাদের ওপর ভরসা রাখতেন, তাহলে উপদেষ্টাদের এই বিচ্যুতি হতো না।’

এদিকে নাহিদের কথার সাথে সুর মিলিয়ে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, কিছু উপদেষ্টা কোনোভাবে দায়সারা দায়িত্ব পালন করছেন। যেন তারা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এক্সিট নিতে পারলেই হলো। এই দায়সারা দায়িত্ব নেয়ার জন্য অভ্যুত্থান পরবর্তী একটি সরকার কাজ করতে পারে না। এতো শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে ওখানে আছেন, এমনটা করলে দেশের মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না। যারা এ ধরনের চিন্তা করেন, তাদের জন্য বলতে হয়, মৃত্যু ছাড়া কোনও সেইফ এক্সিট নেই। পৃথিবীর যে প্রান্তে যান, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ধরবে। অপরদিকে বুধবার এক অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ‘উপদেষ্টারা সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন’ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের করা এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, নাহিদকেই বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে।

তিনি বলেন, ‘আমি যেটুকু দেখতে পাই খোলা চোখে সেটা হলো-সকল রাজনৈতিক দলের মতো এই নবগঠিত রাজনৈতিক দলের (এনসিপি) সঙ্গে সরকারের ভালো একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ আছে।’

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘এটা উনি অভিমান থেকে বলেছেন, নাকি আসলে কোনো একটা ব্যাপারে ওনার গ্রিভেন্স আছে। এই বিষয়গুলো পরিষ্কার ওনাকে করতে হবে। উনি যদি কখনো কোনো বিষয় পরিষ্কার করেন, তখন সেটা নিয়ে সরকারের বক্তব্যের কথা আসে। তার আগে সরকারের বক্তব্যের কোনো সুযোগ নেই।’

জুলাই আন্দোলন পরবর্তী ৫ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা পরবর্তী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি, উপদেষ্টাদের চাঁদাবাজি, অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়ার অভিযোগ উঠে। দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। মব জাস্টিসের মাধ্যমে মানুষ হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, দখল বাণিজ্য, গার্মেন্টস ফেক্টরিতে আগুন ধরিয়ে দেয়াসহ নানা অভিযোগ উঠে।

উপদেষ্টা ও সরকারের বেপরোয়া আচরণে দেশের মানুষ এক ভয়ানক আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ৫ আগষ্টের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, সারাদেশে গত ৮ মাসে ২ হাজার ৬১৬টি খুন এবং ১৫ হাজার ৪৯টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে প্রেস উইং জানিয়েছে, ‘বিগত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে অনেক ধরনের অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বলা হয়েছে, ২০২৪ ডাকাতির ১ হাজার ৪০৫ ঘটনা ঘটে। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩১৪টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এর কারণ হলো, সমস্ত ডাকাতির ঘটনা এখন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই থানায় রেকর্ড করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মাসিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসে ৭৩৬টি কন্যাশিশুসহ মোট ১ হাজার ৫৫৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৪৫টি শিশুসহ ৪৮১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৬২ শিশুসহ দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১০৬ জন নারী এবং ১০ শিশুসহ ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১৭ নারীকে। গত ছয় মাসে ৬১ শিশুসহ হত্যার শিকার হয়েছেন ৩২০ জন নারী। শুধু তাই নয়, চলতি বছরের ছয় মাসে বাংলাদেশে যে সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে; এই সংখ্যা ২০২৪ সালের পুরো বছরের চেয়ে অনেক বেশি। এ ছাড়া গত ছয় মাসে দেড় শতাধিক ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রকৃত ভুক্তভোগীর সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হবে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ছাড়াও গত এক বছরে মবসন্ত্রাস ঘটেছে শত শত। ডাকাতি, চুরি, খুন, ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, কটূক্তি, প্রতারণা ও অপহরণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু:খজনক হলো, সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে এই মব-সন্ত্রাসকে পরোক্ষভাবে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রবণতাও দেখা গেছে। এই মব-সন্ত্রাস নাগরিকের সামাজিক ও আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে একটি দেশের বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতি চরম অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই প্রকাশ করছে।

উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে, শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সারা বাংলাদেশে ১,৪৯৪টি ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ৫-২০ আগস্ট সারাদেশে ১০৬৮ টি সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ২২টি উপসানালয় হামলার শিকার হয়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মতে, মোট ২,০১০টির বেশি হামলা হিন্দু সম্প্রদায় বা তাদের সম্পত্তির ওপর হয়েছে, যা ৪৫টি জেলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এসব হামলায় ৫ জন হিন্দু নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২ জন আওয়ামী লীগের সদস্য বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের ওপরও সহিংস ইসলামী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ হয়, যা তাদের মসজিদ ও ঘরবাড়ির ক্ষতি করে। সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ওপরও হামলা চালানো হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাঁচ থেকে নয়টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে আক্রমণ ও ভাঙচুর চালায়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য শ্যামল দত্তের অফিসেও হামলা করা হয় এবং তাকে বাংলাদেশ থেকে বের হতে বাধা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের তথ্যমতে, ৫ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্টে মধ্যে দেশে দেশে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত ৩০টি অপরাধ হয়েছে, অধিকাংশই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হয়েছে। এছাড়া ৫ থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যে ৫৯টি জেলায় ১ হাজার ৪৯৪টি ভাস্কর্য, রিলিফ ভাস্কর্য, ম্যুরাল এবং স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও উপড়ে ফেলার ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জের দেওয়ানবাগ, সিলেটের শাহপরান, সিরাজগঞ্জের একাধিক, ঠাকুরগাঁওয়ের বিবি সখিনার মাজার সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক মাজারে হামলা করা হয়েছে।

সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরুর পর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক থানায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় বিক্ষোভকারীদের হাতে থানা জ্বালিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে, ৪৫০টিরও বেশি থানা ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এসময় ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মুখে থানা থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সরে যায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

ডেইলি স্টারের তথ্যমতে, সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রথম ঘণ্টায় অন্তত ২৭টি জেলায় হিন্দুদের নানা বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, নিপীড়ন প্রভৃতির ২০৫টি ঘটনা ঘটে। এ সময় ভারতীয় গণমাধ্যমে থেকে অসংখ্য গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের প্রাক্তন মহাসচিব গোবিন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিক দাবি করেন, এসব আক্রমণের কারণ সাম্প্রদায়িক নয় বরং রাজনৈতিক। তবে মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক তার বিবৃতিকে মিথ্যা ও দেশের হিন্দুদের জন্য চরম অপমানজনক ও লজ্জাকর মনে করেন এবং একই সাথে উল্লেখ করেন ২০২০ সালে ঘৃণ্য কার্যকলাপের জন্য প্রামাণিককে মহাসচিব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়েও কথা বলছেন উপদেষ্টারা। আর এনিয়ে নিয়মিত সভা করে যাচ্ছে ঐক্য কমিশন। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হবে কি-না এ নিয়েও সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে।

ইউনেস্কোর শীর্ষ পদে বাংলাদেশ

করে সভাপতি নির্বাচিত হন। শুরুতে বাংলাদেশ, জাপান, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়াড়এ চারটি দেশ প্রার্থীতা ঘোষণা করলেও গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়।

ইউনেস্কোর ইতিহাসে এ প্রথম বাংলাদেশ সংস্থাটির সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত হলো।

খন্দকার এম. তালহা আসন্ন সাধারণ সম্মেলনে (এ মাসের শেষে উজবেকিস্তানের সামারকন্দে অনুষ্ঠিত হবে) রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত সিমোনা মিরেলা মিকুলেস্কুর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

বাংলাদেশের এ ঐতিহাসিক অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি. আর. আবরার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস একে “বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক অর্জন” হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “এটি আমাদের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত।” তিনি সফল প্রচারণার নেতৃত্বে দেওয়ায় শিক্ষা এবং সংস্কৃতি উপদেষ্টা এবং স্থায়ী মিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি. আর. আবরার বলেন, “ইউনেস্কোর সর্বোচ্চ পদে এ নির্বাচন বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কলা ক্ষেত্রে অবদানের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেবেড়এটি এক বিরল সম্মান।”

সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, “সাম্প্রতিক ইউনেস্কো অধিবেশনগুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। এ নতুন দায়িত্ব বিশ্বমঞ্চে আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণচাঞ্চল্য তুলে ধরার সুযোগ এনে দেবে।”

২০২১ সালে ইউনেসকোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেয়া রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম. তালহা নির্বাহী বোর্ড সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “এটি আমাদের দেশের জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন। আমি ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।”

জুলাই সনদ নিয়ে নতুন জটিলতা

প্রস্তাবকে একটি প্যাকেজ বিবেচনা করে গণভোট হতে হবে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হলে সনদে উল্লিখিত সব প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে পরবর্তী সংসদ ও সরকার।

কমিশন সূত্র জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার স্বার্থে ‘নোট অব ডিসেন্ট’সহ জুলাই সনদ প্রণয়ন করা হলেও তা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আলোচনা শুরু করেছে কমিশন। জটিলতা নিরসনে কমিশন গতকাল মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করে।

ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে একাধিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে নতুন প্রস্তাব তুলে ধরা হবে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে। আজ বুধবার দুপুর ২টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ওই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। দলগুলোর সঙ্গে এটিই হবে কমিশনের সর্বশেষ বৈঠক। বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে আগামী ১০ অক্টোরের মধ্যে বাস্তবায়ন সুপারিশসহ জুলাই সনদের চূড়ান্ত কপি সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে কমিশন।

এরপর সরকার জুলাই সনদ স্বাক্ষরের তারিখ নির্ধারণ করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষরের পর জুলাই সনদের পক্ষে গণভোট আয়োজনের আহবান জানাবে সরকার। এরপর নির্বাচন কমিশন গণভোটের আয়োজন করবে।

এ বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘আমরা মনে করি, জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত সব বিষয় গণভোটে যাওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একমত হওয়া বিষয়গুলো একটি প্যাকেজে রাখা এবং যেগুলোয় ভিন্নমত আছে, সেগুলো আরেকটি প্যাকেজে রাখা। দুটি আলাদা প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপন করা। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো গণভোটের বিষয়ে একমত হলেও সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে একাধিক প্রস্তাব করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ ও তা নিয়ে আবারও দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা এবং নাগরিক সমাজের পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে এরই মধ্যে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করেছে কমিশন। সনদে উল্লিখিত সংস্কারের ৮৪ সিদ্ধান্তের ৭৩টিতে বেশির ভাগ দল একমত। তবে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ১৯টি বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সেখানে ১০টি বিষয়ে ভিন্নমত ও ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের ১৯টি বিষয় হচ্ছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, সংসদীয় কমিটির সভাপতিত্ব, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমাসংক্রান্ত বিধান, বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ, জরুরি অবস্থা ঘোষণা, প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান; প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ-বিশেষত উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, উচ্চকক্ষের এখতিয়ার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রের মূলনীতি। এর মধ্যে বিএনপির ৯টি বিষয়ে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রয়েছে।

কে এই নারী রুহি

অ্যান্ড ব্যানানা-আরবিবির প্রতিষ্ঠাতা, যা শরণার্থীদের সহায়তায় কাজ করে আসছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করা ফ্লোটিলার বহরে ছিলেন তিনিও।

ফ্লোটিলা জাহাজ বহর থেকেই মূলত বিশ্বব্যাপী সবার নজরে আসেন রুহি। সামাজিক মাধ্যমে পরিস্থিতি শেয়ার করেন, যা নজরে রাখছিল পুরো বিশ্ব। এক ভিডিওতে নিজের পরিচয় তুলে ধরে রুহি বলেন, ‘আমার নাম রুহি লোরেন আকতার। আমি মূলত বাংলাদেশের সিলেটি বংশোদ্ভূত। জন্ম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলে।’ তিনি জানান, তিনি একজন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ; কাজ করেছেন ব্রিটিশ সরকারের হয়ে। ১০ বছর আগে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তখনই তিনি আরবিবি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে সিরিয়ার যুদ্ধে দুর্গত মানুষকে সহায়তার জন্য তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রুহি জানান, তিনি গাজা, সুদান, বসনিয়ায় মানুষের কাছে গিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। বিশেষ করে শরণার্থীদের তিনি সহায়তা দেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ ব্রিটিশ বলেন, ‘আমি আমার চাকরি ছেড়েছি মানুষের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করতে।’ ভূমধ্যসাগরে গাজা অভিমুখে যাওয়া জাহাজ থেকে রুহি বলেন, তিনি একটি পর্যবেক্ষক নৌযানে আছেন। এ জাহাজ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে।

আরিফের হুঙ্কার

বৈঠক হয়েছে।

এসব বৈঠকে পর্যালোচনার পরও জানা গেছে; শুধু মাত্র ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে ঢাকা-সিলেট রুটের কাজ আটকে গেছে। এখন কয়েকটি স্থান কাজ চলছে। কিন্তু সড়কের কোনো অস্তিত্ব নেই। কাদা মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে যানবাহন। যানজটও নিত্যসঙ্গী। ঢাকা থেকে সিলেট থেকে এখন সময় লাগছে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। সড়কের অবস্থা খারাপ থাকার কারণে প্রায় সময় যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল থেকে বিরত থাকে। এই অবস্থায় সিলেটের সাধারণ মানুষ জরুরি কাজে ঢাকা যেতে হলে তিন ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪ ঘণ্টাই যেতে হয়। ঢাকা-সিলেট রুটের করুণ অবস্থার কারণে চাপ বেড়েছে রেলপথে। এ পথেও টিকিট মিলে না। স্ট্যান্ডিং টিকিট করে অনেকেই দাঁড়িয়ে রেলপথে ঢাকা-থেকে সিলেট যাতায়াত করেন। ট্রেনে যাত্রীদের ভিড় থাকে বেশি। অতিরিক্ত চাপের কারণে রেলপথে টিকিট হয়ে পড়েছে সোনার হরিণ। ঢাকা-সিলেট রেলপথের মধ্যে সিলেট-আখাউড়া রেলপথ ঝুঁকিপূর্ণ। বৃটিশ আমলে তৈরি এই রেলপথে ট্রেন চলে ধীরগতিতে। দুর্ঘটনাও বাড়ছে।

মঙ্গলবার ভোরে চট্টগ্রাম থেকে আসা উদয়ন ট্রেনটি মোগলাবাজারে দুর্ঘটনার শিকার হয়। এ কারণে সিলেটে আটকা পড়া কালীন এক্সপ্রেস ট্রেন প্রায় ৪ ঘণ্টা বিলম্বে সিলেট ছাড়ে। অনেক জায়গা থেকেই দাবি তোলা হচ্ছে সিলেট-আখাউড়া ডাবল লাইন রেলপথের। কিন্তু বিগত সরকার সিলেটবাসীর এ দাবিকে তোয়াক্কাই করেনি। সড়ক পথ বেহালদশার কারণে অনেকেই আকাশপথ ব্যবহার করছেন। কিন্তু গেলো কয়েক মাস ধরে আকাশ পথে টিকিট মিলে না। যদি মিলে সেই টিকিটের দামও উচ্চ মূল্য। এখন ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকায় ওয়ানওয়ে টিকিট কিনতে হয়। চাপ বেশি থাকায় তাৎক্ষণিক টিকিট পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার সিলেট নগরীর মেজরটিলা ইসলামপুরে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের কাছে ৩১ দফার দাওয়াত পৌঁছে দেন। এসময় তিনি সিলেটবাসীর এই তিন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। দিয়েছেন আন্দোলনের হুমকিও। আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, আওয়ামী লীগের বিগত ১৬ বছরে সিলেটের বড় কোনো উন্নয়ন হয়নি। যদি উন্নয়ন হতো তাহলে সিলেট এত পিছিয়ে থাকতো না। আজ সিলেটের মানুষকে পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হতো না।

গাজায় ২২ মাসে ২৭৮ সাংবাদিককে

জন্য সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গাজায় সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের ওপর সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা ঘটে গত আগস্টে। খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে ওই ইসরায়েলি হামলায় মোট ২১ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে আলজাজিরার সাংবাদিক মোহাম্মদ সালামা, রয়টার্সের হুসসাম আল মাসরি, এপির মরিয়ম আবু দাকা এবং আলোকচিত্রী আহমেদ আবু আজিজ, মুয়াজ আবু ত্বাহা ছিলেন।

কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে

প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন ১৯৭৩-এর সংশোধনের অংশ হিসেবে যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলে তারা পার্লামেন্ট, মেয়র, চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সরকারি/পাবলিক পদে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বসহ অভিযুক্ত নেতাদের কোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়া বন্ধ হলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাইবুনালের এই পদক্ষেপ দলটির দেশে ফেরার পথ কঠিন করে দিয়েছে।

লন্ডনে 'ই-ইমামস' ওয়েবসাইটের

সেক্টরের চাকরির খবরা-খবর থাকবে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ওয়েবসাইট ভিজিট করে চাকরির আবেদন করাসহ যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

৪ অক্টোবর শনিবার দুপুরে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে ব্রিটেনের শীর্ষ স্থানীয় উলামা, কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও প্রিন্ট এন্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

ওয়েবসাইটের প্রবর্তক মাওলানা শাকির আহমেদ প্রজেক্টারের মাধ্যমে সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। এসময় দেখা যায়, ২ শতাধিক জব ভেকেন্সি ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শায়খ আবু সাঈদ চোধুরী । বিশেষ অতিথি ছিলেন কভেন্ট্রি শাহজালাল জামে মসজিদের প্রাক্তণ ইমাম হাফিজ আমির হোসাইন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ ও চ্যানেল এস-এর ইস্ট মিডল্যান্ডস করেসপন্ডেন্ট সাংবাদিক নোমান রাজা । যুক্তরাজ্যর বিভিন্ন শহর থেকে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ সহ শতাধিক ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

ওয়েবসাইটের প্রবর্তক মাওলানা শাকির আহমেদ আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের সামনে এটির প্রয়োজনীয়তা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে ২১ বিলিয়ন পাউণ্ডের বেশি আর্থিক যোগান আসে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে । এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশেষায়িত কাজের পাশাপাশি মুলধারায় শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট কাজের সুযোগ রয়েছে। এই সব কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন । শুধুমাত্র চাকরি দাতা এবং চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে যথোপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যমের অভাবে অনেকেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। ই-ইমামস.কম মুলত উভয়ের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে ।

এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে চাকরি দাতা এবং চাকরি প্রার্থীরা উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন অতিথিরা।

মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফিজ আমির হোসাইন ।

শীঘ্রই প্রকাশ পাচ্ছে বিএনপি'র ২'শ

ইতিমধ্যে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলীয় মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য নেতাদের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এখন অনানুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র প্রার্থীকে জানিয়ে দেয়া হবে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সারা দেশে পাঁচটি জরিপ করেছে দলটি। প্রতিটি ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই জরিপ করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে মনোনয়নের প্রক্রিয়াটি তারেক রহমান নিজেই দেখভাল করছেন।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রার্থী এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে প্রক্রিয়া চলছে। 'চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে- নাকি শুধুমাত্র প্রার্থীকে জানিয়ে দেয়া হবে'- তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে বলেও জানিয়েছেন খন্দকার মোশাররফ।

অন্যদিকে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক ও মিত্রদের সঙ্গে আসন নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে বিএনপি। চলতি মাসেই সমমনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ফয়সালায় পৌঁছাতে চায় দলটি। এরই অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বরে সমমনাদের কাছে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চেয়েছে। দুই-একটি দল ও জোট ছাড়া প্রায় সবাই তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা বিএনপি'র কাছে দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এসব তালিকা নিয়ে এখন সমমনাদের সঙ্গে আলোচনা করবে দলটি। সম্প্রতি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সমমনাদের ৫০টি আসন ছাড়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে সমমনাদের কতো আসন ছাড়া হবে তা তাদের সঙ্গে দর-কষাকষির সময় নির্ধারিত হবে।

স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংসদ নির্বাচনে বিএনপি কতো আসন ছাড়বে, সেটা আলোচনার ও বিবেচনার বিষয়। প্রত্যেকটি আসনে আমাদের একাধিক যোগ্য প্রার্থী রয়েছে। অনেক আসনে ১০ থেকে ১২ জনের মতো প্রার্থী আছে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য সংসদ নির্বাচনের দিনে একইসঙ্গে গণভোট নেয়ার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটি। তাদের ভাষ্য, গণভোটের 'হা-'না' ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত পরবর্তী সংসদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। রাজনৈতিক ঐকমত্য হওয়া সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন বিএনপি'র অঙ্গীকার। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সর্বশেষ বৈঠকের আলোচনার সারাংশ বৈঠকে তুলে ধরেন। স্থায়ী কমিটিতে সেটি নিয়ে বিশেষ করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সংসদ নির্বাচনের দিনে একইসঙ্গে গণভোট নেয়ার প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থায়ী কমিটির সদস্যরা মনে করেন, গণভোটের জন্য এখন আর সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। রেফারেন্ডামের (গণভোট) যে আর্টিকেল ১৪২, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার সেটা উঠিয়ে দিয়েছিল, যেটা হাইকোর্টের রায়ের মধ্যদিয়ে প্রতিস্থাপন হয়েছে। ফলে সংবিধান বা অন্যান্য জাতীয় ইস্যুতে গণভোট করা যাবে না- এমন কোনো বিধান নেই। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের যে আলোচনা বা প্রস্তাব এসেছে- সেটি যৌক্তিক। সরকার এখন অধ্যাদেশ জারি করে অথবা আরপিওতে সংশোধনী এনে গণভোট পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিতে পারে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে গণভোট করতে পারে। এতে একই আয়োজন, একই লজিস্টিকস এবং একই অর্থ ব্যয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে।

ওদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় নির্বাচনের আগে পৃথকভাবে গণভোটের আয়োজন চায়। এ বিষয়টি নিয়েও স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। নেতারা মনে করেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সম্মতি নিতে পৃথকভাবে গণভোট আয়োজনের অসুবিধা রয়েছে। সেটি হলো- আরেকটি সংসদ নির্বাচনের মতো বিশাল আয়োজনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে হবে। নির্বাচনকে বিলম্বিত করা এর একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। একইদিনে দুটি ব্যালট দিলে জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারে বলে অনেকের যে ধারণা, সেটির সঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করে বিএনপি'র সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম। এ ছাড়া বৈঠকে সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেয়া তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার নিয়েও আলোচনা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সদস্যরা একযোগে তারেক রহমানের সাক্ষাৎকারটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

অনুষ্ঠিত হলো টাওয়ার হ্যামলেটস

এই সংখ্যা প্রায় হাজার।

এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত বিজয়ীদের হাতে সার্টিফিকেট এবং ৫০ পাউন্ডের ভাউচার তুলে দেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "এখন তাদের দ্বিতীয় বছরে, আমাদের বারার ক্যালেন্ডারে এডুকেশন এওয়ার্ড আমার প্রিয় মুহূর্ত গুলোর মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে। আজকে আমরা শুধু শিক্ষাগত অর্জনের বা কৃতিত্বের মূল্যায়ন করছিনা বরং আমরা আমাদের তরুণদের সত্যিকার অর্থে অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলে এমন উদ্যমতা, সৃজনশীলতা এবং উদারতাকে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি।"

মেয়র বলেন, "মনোনীত প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের স্কুল, তাদের পরিবার এবং তথা সমগ্র টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্যে সম্মান বয়ে এনেছেন।"

এতে এডুকেশন কেবিনেট মেম্বার এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার ও চিলড্রেন্স সার্ভিসেস এর কর্পোরেট ডিরেক্টর স্টিভ রেডি এবং অনুষ্ঠানের স্পন্সর আইকন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর নুরুন নবীসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার বলেছেন, "এই এওয়ার্ডে নেতৃত্ব এবং টিমওয়ার্ক শুরু করে সততা এবং উদ্ভাবনীসহ আমাদের শিক্ষার্থীদের ভিন্নমাত্রার শক্তিশালী গুণ বা প্রতিভার প্রতিফলন দেখা যায়। কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত তাদের কৃতিত্বকে উদযাপন করা এবং তাদের এই কষ্টার্জিত সাফল্যের পেছনে তাদের স্কুল এবং পরিবারের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ একটি ব্যাপার। এর মাধ্যমে মূলত সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসের সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ রচনা করছি।"

চিলড্রেন্স সার্ভিসেস এর কর্পোরেট ডিরেক্টর স্টিভ রেড্ডি বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আজকের এই আয়োজন আমাদের তরুণ প্রজন্মের অসাধারণ অর্জনকে উদযাপন করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী তাঁদের প্রতিভা, অধ্যবসায় এবং স্কুল ও কমিউনিটিতে ইতিবাচক অবদানের জন্য সম্মানিত হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই বছর ২৭টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা পুরস্কার পাচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁদের পরিবার, শিক্ষক ও মেন্টরদের অবদানের স্বীকৃতিও জানানো হচ্ছে। এডুকেশন এওয়ার্ড ২০২৫ আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণবন্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সম্ভাবনাময় চেতনার প্রতিফলন।"

তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আপনারাই এই বরোর ভবিষ্যৎ। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আপনাদের পরবর্তী যাত্রা দেখার জন্য।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি ইয়ং মেয়র এবং এ বছর এডুকেশন এওয়ার্ডের কো-হোস্ট বা সহকারী উপস্থাপক রোচেল লিউইস গ্যারি বলেন, "শিক্ষা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব এবং ইতিবাচক নানা কর্মকান্ডে আমাদের তরুনদের সাফল্য উদযাপন করতে পেরে টাওয়ার হ্যামলেটস গর্বিত। একজন ইয়ং ডেপুটি মেয়র হিসেবে আমি এমন একটি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে সম্মানিত যারা পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে, নতুন ধারণা আনতে এবং আমাদের বারোকে বসবাস ও শেখার জন্য আরও ভালো জায়গা করে তুলতে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

এওয়ার্ডের জন্য বারার ভেতরে লোকাল অথরিটি অর্থাৎ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত, স্বাধীন এবং বিশেষ স্কুল অথবা কলেজ থেকে সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে মনোনয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যারা তাদের জিসিএসই, এ-লেভেল কিংবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য মনোনয়ন উন্মুক্ত ছিল।

৩০০ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত জামায়াতের

ঢাকা-১৫ আসনে আগামী নির্বাচনে লড়বেন জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান। ইতিমধ্যে এ আসনে একাধিকবার নির্বাচনী জনসংযোগ করেছেন জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা। বাইপাস সার্জারির কারণে প্রায় ৩৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার পক্ষে নির্বচনী প্রচার কাজ চালিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আমীর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনসহ মহানগরের অন্য নেতারা। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও তিনি এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবারের নির্বাচনে জামায়াতের সর্বোচ্চ নেতার এই আসনের প্রতি নজর থাকবে দলসহ সারা দেশের।

দলটির নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসন থেকে ১৯৮৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবারও ওই আসনে তার প্রার্থিতা প্রায় নিশ্চিত। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে এই আসনের প্রতি দৃষ্টি দেবেন দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকরা। কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে ২০০১ সালে নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। আসন্ন নির্বাচনেও তিনি এই আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বর্তমান জামায়াতের অন্যতম নীতি-নির্ধারক। একজন হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে আগামী নির্বাচনে এই আসনে দৃষ্টি নিবদ্ধিত থাকবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

খুলনার ফুলতলা-ডুমুরিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত খুলনা-৫ আসন। ২০০১ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আগামী নির্বাচনেও তিনি এই আসনে দাঁড়িপাল্লা মার্কা নিয়ে লড়বেন। নির্বচনী প্রচার কাজে প্রতি সপ্তাহে এলাকায় ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। জামায়াতের দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে আগামী নির্বাচনে এই আসন নিয়ে কৌতূহল থাকবে জাতীয় রাজনীতিতে।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ ২০০৮ সালে কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া- মহেশখালী) আসন থেকে নির্বাচিত হন। আগামী নির্বাচনে এ আসনে তার প্রার্থিতা প্রায় নিশ্চিত। ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি হামিদুর রহমান আযাদ একজন হেভিওয়েট প্রার্থী। বর্তমান জামায়াতের প্রথম সারির অন্যতম নীতি-নির্ধারক। নির্বাচনী তৎপরতায় প্রতি সপ্তাহে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। তার এই আসন নিয়েও আগামী নির্বাচনে যথেষ্ট কৌতূহল থাকবে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

অবিভক্ত ঢাকা মহানগর জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বর্তমান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল। সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়বেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানা যায়। তিনিও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে দৃষ্টিতে থাকবেন পর্যবেক্ষক মহলের। ফাঁসির মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক ময়দানে ফিরে আসা জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সিনিয়র সদস্য এটিএম আজহারুল ইসলাম রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনে দলটির সম্ভাব্য প্রার্থী। প্রায় সাড়ে ১৪ বছর কারাবন্দি থাকার পর সম্প্রতি তিনি ফাঁসির দণ্ডাদেশ থেকে খালাস পান। এরপর থেকেই নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন জামায়াতের বর্ষীয়ান এই নেতা। নানা কারণে আগামী নির্বাচনে রংপুর-২ আসনেও দৃষ্টি থাকবে পর্যবেক্ষক মহলের। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আমীর নুরুল ইসলাম বুলবুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর) আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী। ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি বুলবুলও নির্বাচনী মাঠে শক্ত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া তরুণ এবং আলোচিত প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে কোমরকষে লড়বেন সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার- গোলাপগঞ্জ) আসনে ঢাকা মহানগর উত্তরের আমীর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে এডভোকেট শিশির মনির, পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে ঢাকা মহানগর দক্ষিনের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ঢাকা-১৩ আসনে মুহাম্মদ মোবারক হোসাইন, বরিশাল-৫ আসনে মোয়াযযম হোসাইন হেলাল, বগুড়া-১ আসনে অধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন, কুষ্টিয়া-৩ (কুষ্টিয়া সদর) আসনে মুফতি আমির হামযা, ময়মনসিংহ-৫ আসনে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ।

এ ছাড়া আসন্ন নির্বাচনে ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী তরুণ নেতৃত্বকে সামনে আনার চেষ্টা করছে দলটি। সে হিসেবে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় দণ্ডিত নেতাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও এবার প্রার্থী করা হচ্ছে। যেমন- জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর পুত্র নাজিবুর রহমান মোমিন (পাবনা-১), মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছোট ছেলে মাসুদ সাঈদী (পিরোজপুর-১) ও বড় ছেলে শামীম সাঈদী (পিরোজপুর-২) এবং মীর কাসেম আলীর ছেলে আইনজীবী মীর আহমদ বিন আরমান (ঢাকা-১৪) আসনে প্রার্থী হবেন। এসব আসনের প্রতিও মনোযোগ থাকবে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের। ইতিমধ্যে তারা নির্বাচনী এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রমসহ প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাদের মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছোট ছেলে মাসুদ সাঈদী ২০১৪ সালে পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্ষদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ২০ সদস্যের মধ্যে এবার পাঁচজন ছাড়া সবাই নির্বাচন করছেন। নির্বাচন না করলেও নির্বাচনী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন আ ন ম শামসুল ইসলাম, আবদুর রব, মাওলানা এটিএম মাছুম, মাওলানা আবদুল হালিম ও এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের।

জামায়াতের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টরা জানান, গত কয়েক মাসের তৎপরতায় তৃণমূল থেকে যে আওয়াজ পাচ্ছেন, তাতে তারা বেশ আশাবাদী। বিশেষ করে ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন তাদের আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নির্বাচনের প্রভাব আগামী জাতীয় নির্বাচনেও পড়বে এমন মন্তব্য করেছেন স্বয়ং জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। সম্প্রতি এক সভায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র খাস রহমতে ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির বিজয় লাভ করেছে। এ বিজয়ে অনেকেই অভিভূত হয়েছেন।

হঠাৎ আ.লীগ নেতার সাথে ৩ দেশের

গুলশান-২ এলাকায় সাবের হোসেন চৌধুরীর নিজ বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেনড়ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্রানসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইকস, এবং ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিঙমলার। সূত্র জানায়, বৈঠকে কূটনীতিকরা আওয়ামী লীগের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা, দলটির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পথ এবং রাজনৈতিক পুনর্বহাল প্রসঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিন রাষ্ট্রদূতই জানান, বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সদস্যরা নির্বাচনে অংশ নিলে বিদেশি সম্প্রদায়ের আপত্তি নেইড়বরং এতে "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড" নিশ্চিত হবে বলে তারা মনে করেন।

বৈঠকের কোনো পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি স্বীকার না করলেও, নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছেড় আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ কৌশল, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

অসুরের ভূমিকায় ট্রাম্প

প্রতিফলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির প্রভাব পড়েছে উৎসবেও। মুর্শিদাবাদের আয়োজক কমিটির সদস্য সঞ্জয় বসাক সিএনএনকে বলেন, 'ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক আগে ভালো ছিল, কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি আমাদের দমন করার চেষ্টা করছেন। তাই আমরা তাকে পরাজিত অসুর দানব রূপে দেখিয়েছি, যাকে শক্তিশালী দেবী দুর্গা বধ করছেন।'পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গা পূজার সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায় বিশাল শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। দেবী দুর্গা ও অসুরের পৌরাণিক যুদ্ধকে আধুনিক উদ্বেগ ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করা হয়। বিগত বছরগুলোতে এই মণ্ডপ সজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে নানা সমসাময়িক বিষয়ড়যেমন শরণার্থী সংকট, প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে থাকেন সুশোভন সরকার। তিনি জানাচ্ছেন , '৯/১১ হামলার পর ওসামা বিন লাদেনকে অসুর হিসেবে দেখানো বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।' ২০২০ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর বেশ কিছু মণ্ডপে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকেও অসুর রূপে প্রদর্শন করা হয়। ধর্মীয় শিল্পের মাধ্যমে এই ধরনের কূটনৈতিক ইঙ্গিত বরাবরই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সুশোভন বলছেন , 'এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এক মণ্ডপে ট্রাম্পকে "অসুর" হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি মূলত সাধারণ মানুষের অনুভূতির এক প্রতীকী প্রকাশ।'

সংসদে নারীরা ৬০০ আসন চান

সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ চান তারা। এক্ষেত্রে সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০-তে উন্নীত করার পাশাপাশি ৩০০ আসনে সরাসরি শুধুমাত্র নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। একইসঙ্গে তারা ভোটে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন।

সংলাপে 'নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশি কবির বলেন, 'আপনারা অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনে আমরা যেটাতে বেশি আগ্রহী সেটা হচ্ছে নারী প্রতিনিধিত্ব অংশগ্রহণ। সেখানে রাজনৈতিক দল থেকে যে ধরনের উৎসাহ চাচ্ছিলাম সেটা পাচ্ছি না। যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হোক সেখানে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচন চাচ্ছি এবং সংরক্ষিত আসনও চাচ্ছি। যাতে নারীরা সরাসরি নির্বাচনে আসতে পারে। যাতে ভোটের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া নারী ভোটারের নিরাপত্তাও আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'শুধুমাত্র সিইসি জেন্ডার ফ্রেন্ডলি নির্বাচন আশা প্রকাশ করলে তা হবে না। নির্বাচন জেন্ডার ফ্রেন্ডলি করতে হলে যে স্টেকহোল্ডার আছেন তাদের মানসিকতাকে জেন্ডার ফ্রেন্ডলি করতে হবে। আমরা পুরো করতে পারবো না হয়তো কিন্তু বেশি যারা নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'জেন্ডার ফ্রেন্ডলি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমার যে কথা মনে আসে তা হলো, আমরা যখন ভোট দিতে যাই, তখন আমরা প্রার্থী দেখি। এই প্রার্থী বাছাইয়ের আপনাদের নজর রাখতে হবে। যারা নারী বিদ্বেষী, যারা সাম্প্রদায়িক, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে; প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ তিনটা পয়েন্ট নজর রাখতে হবে আপনাদের।'

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হক বলেন, 'দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সংসদে আসন বৃদ্ধি হয়নি। আমরা বলেছি ৩০০ আসনের পরিবর্তে ৬০০ আসন করতে হবে। একটি নির্বাচনের আসনে দুটি আসন থাকবে। যেখানে একটিতে শুধু নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আরেকটিতে নারী পুরুষ যে কেউ করতে পারবে।'

পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতির প্রতি সমর্থন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, 'নারীর প্রতি সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন যাতে হয় সেটা আমরা চাই। নারী প্রার্থীরা নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হয়। নারী বিদ্বেষী প্রচার-প্রচারণা করা হয়। এবারও আমরা এমন শঙ্কা করছি এবং নারী যারা ভোটার তারা অনেক ধরনের হুমকির মুখে থাকেন। এ জায়গাগুলো কীভাবে বন্ধ করা সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের বড় ধরনের প্রত্যাশা থাকবে।'

উইমেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আশরাফুন নাহার মিষ্টি বলেন, 'প্রতিবন্ধী মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সময়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'

নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো যদি ২০৩০ সালের পর ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে তাদের আর সময়সীমা বাড়ানো হবে না।' তার মতে, নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে না পারলে দলের পুনরায় নিবন্ধনের বিষয়টি নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায় পাশ করালে রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে আরও সচেতন হবে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও পর্যবেক্ষক সংস্থার ভূমিকার বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রবাসী ভোটের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও প্রক্রিয়াটি শুরু হবে, সেটিই জরুরি। এটি দেশের বাইরের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির প্রথম ধাপ।'

পর্যবেক্ষক সংস্থা নিয়েও মন্তব্য করে এই নির্বাচন কমিশনার জানান, অনেক পর্যবেক্ষক সংস্থা যোগ্য হলেও তারা আগের নির্বাচনগুলোতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখেনি, তাই তাদের এবার পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখা যায়নি।

গুজব ও অপতথ্য (ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন) মোকাবিলার কৌশল নিয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, 'গুজবের ক্ষেত্রে অর্ধেকের মতো সোর্স ট্রেস করা যায় না। অনেক সোর্স দেশের বাইরে, তাদের আইনের আওতায় আনা যায় না। তবে তথ্যের প্রবাহে লাগাম টানবে না ইসি; বরং, সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশনকে মোকাবিলা করা হবে।'

সমাপনী বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, 'ফিজিক্যালি ডিজেবল যারা, তাদের ট্রান্সপোর্টটা যাতে কমফোর্টলি আসা-যাওয়া করতে পারে, এগুলা আমাদের পক্ষ থেকে করা সম্ভব। মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাতে ভোটকেন্দ্র হয়। নির্বাচন কমিশন এসব ব্যবস্থা করবে।'

সিইসি বলেন, 'একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে আমরা উপহার দিতে পারি সে ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের ইন্টেনশনটা গুড। ইলেকশন কমিশন রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু ডেলিভারি ইলেকশন। এই মেসেজটা আপনারা দিয়ে দিবেন এবং নারী ভোটাররা যাতে আসে ভোট সেন্টারে আসে।'

ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঞ্চালনায় নির্বাচনি সংলাপে চার নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বেশ কয়েকজন নারী নেত্রী বক্তব্য রাখেন।

সাফল্যের নীরব বাহন উত্তম চরিত্র

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

ঈমানের পাশাপাশি মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ উত্তম চরিত্র। এটি এমন একটি গুণ, যা মানুষের আচার-আচরণ ও অন্যদের প্রতি ব্যবহারের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। উত্তম চরিত্র মানে হলো, মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করা, যেমন আচরণ আপনি নিজের জন্য কামনা করেন, যা শরিয়তসম্মত, ন্যায়সংগত ও সদ্ভাবপূর্ণ। এর মধ্যে আছে মুখে হাসি রাখা, কোমল ব্যবহার করা, মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি।

রাসুল (সা.) বলেছেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূর হয়ে যাবে এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৮৭)

শায়খ ইবনু সাদি (রহ.) বলেছেন, উত্তম চরিত্র একটি মহান ও সম্মানিত গুণ। এর ভিত্তি হলো, ধৈর্য, সহনশীলতা ও নৈতিকতার প্রতি আগ্রহ। এর ফল হলো, অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীলতা, কষ্টদাতাকে ক্ষমা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত থাকা।

এসব গুণকে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ বাড়িয়ে দেয়, মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাস্তা করে দেয়। মহান আল্লাহও তাঁর বান্দাদের এসব গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও আর জাহিলদের এড়িয়ে চলো। (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৯৯)

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে।

' (তিরমিজি, হাদিস : ২০১৮)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আবু দারদা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সচ্চরিত্র ও সদাচারই দাঁড়িপাল্লার মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা অবশ্যই রোজাদার ও নামাজির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।' (তিরমিজি, হাদিস : ২০০৩)

আর দুনিয়াতে এই গুণের দ্বারা শত্রুরাও বন্ধু হয়ে যায়। মহান আল্লাহ এই চরিত্রকে সৌভাগ্যের চাবি আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না।

মন্দকে প্রতিহত করো তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর। ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এটি তারাই প্রাপ্ত হবে, যারা ধৈর্যধারণ করবে, আর এর অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।' (সুরা : ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৪-৩৫)

উত্তম চরিত্রের ফজিলত

জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ : আবু উমামাহ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ন্যায়সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের জিম্মাদার। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮০০)

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্ম সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিজি, হাদিস : ২০০৪)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানুষ : মহানবী (সা.) বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।' (বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৯)

আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসা লাভের মাধ্যম : আল্লাহ বলেন, 'আর সুকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৫)

আর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম।' (রিয়াদুস সালেহিন, হাদিস : ১৭৪৭)

পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি।' (তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২)

কিয়ামতের দিনে ওজনে সবচেয়ে ভারী আমল : মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মিজানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই নেই।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৯)

আমল ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ : আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) সাওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদগুজারির সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৮)

ঘরে বরকত ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি : আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল (সা.) তাঁকে বলেন, যাকে কোমলতার কোনো অংশ দেওয়া হয়, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক, উত্তম চরিত্র ও প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে-হায়াত কাল দীর্ঘায়িত করে এবং সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করে। (আহমদ)

অতএব ইহকাল ও পরকালের সফলতার জন্য আমাদের উচিত, চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনে যত্নবান হওয়া।

শিশুরা মানব বাগানের ফুটে থাকা ফুল

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানুষ যখন বাগানের ফুল তুলতে হাত বাড়ায়, তখন কাঁটার খোঁচা খাওয়ার আশঙ্কা থাকেই। তবুও সে থামে না, কারণ জানেড় সামান্য ব্যথা ছাড়া সৌন্দর্যের আস্বাদ মেলে না। কাঁটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ফুলের সুবাসের মূল্য। শিশুরাও তেমনি মানবতার বাগানের স্নিগ্ধতম প্রস্ফুটন; তাদের উপস্থিতিতে ঘর-সংসার, সমাজ ও পৃথিবী প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

তাই তাদের লালন-পালনে যদি একটু কষ্ট, ক্লান্তি বা ত্যাগ জড়িত থাকেড় সেটিই জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

আমরা অনেক সময় ফুলের সৌরভ চাই, কিন্তু কাঁটার খোঁচা এড়িয়ে যেতে চাই; শিশুর মিষ্টি হাসি চাই, কিন্তু তার দুষ্টুমি সহ্য করতে পারি না। এ কেমন ভালোবাসা! ভালোবাসা তো সেই, যা ধৈর্যের বুননে গড়া, মায়ার পরশে সিক্ত। শিশুর চঞ্চলতা, কোলাহল কিংবা নির্দোষ ভুলগুলোও যদি আমাদের ধৈর্যকে নষ্ট করে ফেলে, তবে সে ভালোবাসা কেবল মুখের নয়ড় হৃদয়ের নয়।

কোরআনের দৃষ্টিতে শিশু এক নাজুক আমানত

আল্লাহ তাআলা শিশুদেরকে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا﴾

'ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।' (সুরা আল-কাহফ, আয়াত: ৪৬)

তারা আমাদের মালিকানার বস্তু নয়, বরং এক আমানত । পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো এই আমানতের সঠিক লালন-পালন ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া। পবিত্র কোরআনে আমরা দেখতে পাই নবী ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ায় শিশুদের জন্য দীনি-চেতনা জাগানোর মর্মস্পর্শী প্রার্থনাড়

﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى﴾

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার সন্তানদের নামায কায়েমকারী বানাও।

' (সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০)

অতএব, শিশুর প্রতি ভালোবাসা শুধু আবেগ নয়, বরং এটি ইবাদাতের অংশড় কারণ এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিশুপ্রেম ও কোমল আচরণ

রসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের প্রতি যে গভীর মমতা ও সহনশীলতা দেখাতেন, তা মানব ইতিহাসে অনন্য।

আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু 'আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা' ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন।

আকরা' ইবনু হাবিস বললেন: আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ

"مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ"

অর্থ: 'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় ন' (বুখারি, হাদিস : ৫৯৯৭)

রাসুল (সা.) যখন নামাজে থাকতেন, তখন তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁর পিঠে উঠে পড়লে তিনি সিজদা দীর্ঘ করতেন, যতক্ষণ না তারা নিজে থেকে নেমে যায়। এটাই ছিল রসুলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষণীয় পিতৃতুড় ধৈর্য, ভালোবাসা ও হাসিমুখে সন্তানের দুষ্টুমি সহ্য করা।

আমরা যে ভুলে যাই...

একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন তার আগমনে একটি ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। সবাই তাকে ঘিরে রাখে ভালোবাসা ও সোহাগে। কিন্তু কিছু কাল পর যখন সে একটু দুষ্টুমি করে, যখন তার কণ্ঠে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে, তখনই আমরা বিরক্ত হয়ে যাই।

একদিন যে শিশু সবার মুখে হাসি ফোটাতো, হতাশ জীবনে আশার আলো জ্বেলেছিলড় সময়ের ব্যবধানে সেই শিশুটিই হয়ে পড়ে "ঝামেলা"। অথচ শিশুর হৃদয় নিষ্পাপ, আয়নার মতো স্বচ্ছ। সে যা দেখে তাই শিখে। তার ব্যতিক্রম আচরণ প্রায়শই বড়দের আচরণের প্রতিফলন। তাই তাকে শুধরে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা এবং তার সামনে আদর্শ স্থাপন করা।

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়শাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে কোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।' (মুসলিম, হাদিস: ২৫৯৪)

কেউ উপকার করলে তার জন্য যে দোয়া পড়ব

পোস্ট ডেস্ক : ইসলাম মানবতার ধর্ম। সাম্যের ধর্ম। ইসলাম আমাদের সর্বত্র কৃতজ্ঞতাবোধের শিক্ষা দেয়। কেউ কারো উপকার করলে তার জন্য নিম্নের দোয়া পাঠ করে তার জন্য আল্লাহর কাছে বিনিময় কামনা করা যেতে পারে-

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা আকছির মা-লাহু, ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বারিক লাহু ফি-মা আ'ত্বাইতাহু।

অর্থ : 'হে আল্লাহ, আপনি তার সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন।'

আনাস (রা.) তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসুল, আনাস তো আপনারই

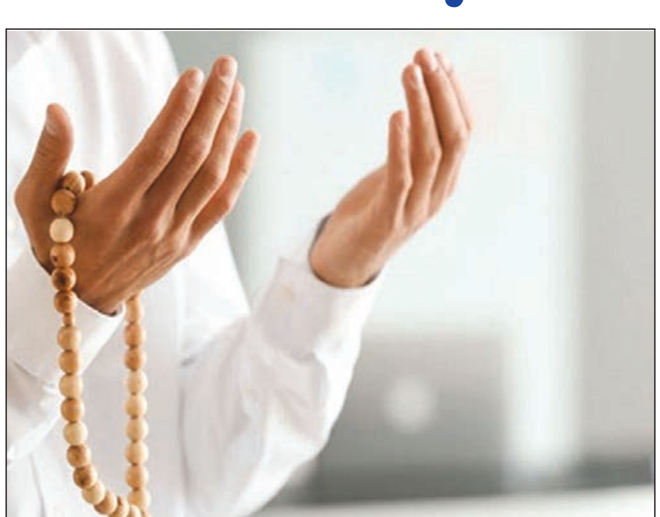

খাদেম। আপনি তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখন রাসুল (সা.) এই দোয়া করেন ...। (বুখারি, হাদিস : ৬৩৩৪)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১০.১০.২৫ শুক্রবার	6:03	7:13	01:45	4:25	6:28	8:00
১১.১০.২৫ শনিবার	6:04	7:15	01:30	4:23	6:26	8:00
১২.১০.২৫ রবিবার	6:06	7:17	01:30	4:21	6:23	8:00
১৩.১০.২৫ সোমবার	6:08	7:19	01:30	4:19	6:21	8:00
১৪.১০.২৫ মঙ্গলবার	6:08	7:20	01:30	4:18	6:19	8:00
১৫.১০.২৫ বুধবার	6:10	7:22	01:30	4:16	6:17	8:00
১৬.১০.২৫ বৃহস্পতিবার	6:12	7:24	01:30	4:14	6:15	8:00

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

লা লিগার ম্যাচ মায়ামিতে আয়োজনের অনুমতি দিলো উয়েফা

পোস্ট ডেস্ক : অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে বিদেশের মাটিতে লীগ ম্যাচ আয়োজনের অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (উয়েফা)। সোমবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, নিজ দেশের বাইরে গিয়ে ঘরোয়া লীগের ম্যাচ আয়োজন ধারণার স্পষ্ট বিরোধী তারা। তবে বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফার অস্পষ্ট নীতিমালার কারণে ব্যতিক্রম হিসেবে দু'টি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে উয়েফা। দু'টি প্রস্তাবের একটি স্প্যানিশ লা লিগার বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ, অন্যটি ইতালিয়ান সিরি আর এসি মিলান-কোমো ম্যাচ।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরেই। গেলো মাসে উয়েফা জানায়, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে দর্শকসহ সকল অংশীদারদের সঙ্গে তারা পরামর্শ করবে। এরপর ইউরোপের সমর্থকগোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধীতার মধ্য দিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিলো উয়েফা। নিজেদের বিবৃতিতে সংস্থাটি বলে, 'আজ আমরা ফের স্পষ্ট করে বলছি, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লীগের ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতায় উয়েফা অটল রয়েছে। গত মাসে আলবেনিয়ার তিরানায় নির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। সেখানে ভক্ত, লীগ, ক্লাব, খেলোয়াড় ও ইউরোপিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আপত্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।' তারা আরও বলে, 'বর্তমানে পর্যালোচনার অধীনে থাকা সংশ্লিষ্ট ফিফা নীতিমালা পর্যাপ্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত নয়, ফলে উয়েফা নির্বাহী কমিটি ব্যতিক্রম হিসেবে এ দু'টি প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেছে। ভবিষ্যতে যেনো ঘরোয়া প্রতিযোগিতার স্বকীয়তা ও ক্লাব সমর্থক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে, সে লক্ষ্যে ফিফার সঙ্গে কাজ করবে উয়েফা।'

আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে পারে বার্সা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ। আর আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজিত হবে এসি মিলান-কোমোর ম্যাচটি।

আগে থেকেই এমন সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে আসছে খেলোয়াড় সংগঠন (এএফই), সমর্থকগোষ্ঠী, ও রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবগুলো। অল হোয়াইটরা জানিয়েছে, বিদেশের মাটিতে লীগ ম্যাচ আয়োজন করলে তাতে প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়া সালিসি আদালতে (সিএএসএস) যেতে পারেন রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ।

অন্যদিকে, ২১শে ডিসেম্বর হার্ড রক স্টেডিয়ামে এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনসের সঙ্গে খেলার সূচি আছে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের। একদিনের ব্যবধানে দু'টি বড় ম্যাচ কীভাবে আয়োজিত হবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

মারুফার সুইং নিয়ে চিন্তায় ইংল্যান্ড

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানকে হারিয়ে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। মারুফার সুইংয়েই এলোমেলো হয়ে যায় পাকিস্তানের টপ অর্ডার।

গত বৃহস্পতিবার কলম্বোয় পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। মারুফা ম্যাচের প্রথম ওভারেই দুই নিখুঁত ইন-সুইংয়ে সাজঘরে ফেরান পাকিস্তানের ওপেনার ওমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে। দুজনই শূন্য রানে আউট। তার শানিত সুইং আর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে কাঁপতে থাকে পাকিস্তানের টপ অর্ডার। শেষ পর্যন্ত ৭ ওভারে ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়ে জিতে নেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

মারুফার ইনসুইং নিয়ে প্রশংসায় মাতেন মিতালী রাজ, লাসিথ মালিঙ্গারা। অনুশীলনেও ইংলিশ ব্যাটাররা মারুফার সুইং সামলাতে বাড়তি প্রস্তুতি নিয়েছেন।

বাংলাদেশের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

পোস্ট ডেস্ক : শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান- টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। যে টি-টোয়েন্টি বাংলাদেশের কাছে 'জুজু', সেই সংস্করণেই দাপট দেখাচ্ছে দলটি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আইসিসি'র কোনো ইভেন্টে বাংলাদেশ লিখে চলে একের পর এক হতাশার গল্প।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ আইসিসি ইভেন্টে লাগাতার ব্যর্থ। সেবার কোনোমতে দুই ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ কেটেছিল ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির টিকিট। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোনো ম্যাচ না জিতেই অভিযান শেষ করে বাংলাদেশ। ক'দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা থাকলেও জাকের আলী-তানজিদ হাসান তামিমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাংলাদেশ এখন ধারাবাহিক খেলছে ঠিকই। কিন্তু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমির সম্ভাবনা জাগিয়েও সেই আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে যাচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শারজায় রবিবার আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে লিটনের পরিবর্তে অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া জাকের আলী বলেন, 'প্রস্তুতি খুব ভালো হচ্ছে। কোচরাও সেভাবেই এগোচ্ছেন। বিশ্বকাপের আগে আছে ৬ টি-টোয়েন্টি। বিশ্বকাপের জন্য ক্রিকেটাররা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারে, সেভাবেই সব চলছে।' আফগানিস্তানকে শারজায় রবিবার রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টি-টোয়েন্টিতে ছন্দে থাকা বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন এই ওয়ানডে সিরিজ। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, 'এশিয়া কাপে আমরা আবুধাবিতে খেলেছি। কন্ডিশন আমাদের জানা আছে। মাঠটা বড়। আমরাও দল হিসেবে প্রস্তুত। ওয়ানডে সিরিজেও করতে চাই দারুণ কিছু।' এশিয়া কাপ থেকেই সাইফ হাসান আছেন দারুণ ছন্দে। ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে ১৭৮ রান করেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কিছু করতে পারেননি। জ্বলে উঠেছেন তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে। ৩৮ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সাইফকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ জনাথন ট্রট বলেন, 'সে (সাইফ) অনেক দারুণ খেলেছে। একটা বল মনে হয় গাছেও মেরেছে। ক্লিন হিট ভালো করতে পারে।' আফগানিস্তান সিরিজ শেষে বাংলাদেশ দল ঘরের মাঠে সিরিজ খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ সফরে। ক্যারিবীয়দের পর বাংলাদেশে আসবে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজে হবে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি।

উড়তে থাকা বার্সা হঠাৎ কেন মাটিতে!

পোস্ট ডেস্ক : গেল মৌসুমে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করলেও কাতালানরা জয় করতে পারেনি চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা। নতুন মৌসুমে লিগ শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মুকুট পড়ার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেন ইয়ামাল-পেদ্রি-রাফিনিয়ারা। দুর্দান্ত শুরু করে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলেও বসেছিলেন হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। এক ম্যাচ পরই হারাতে হলো শীর্ষস্থান।

চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে পিএসজির কাছে হারের পর সবশেষ রোববার রাতে সেভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামে কাতালানরা। ম্যাচে ৪-১ গোলে হারে টেবিলে দুইয়ে নেমে আসে কাতালানরা। লেভানদোভস্কির পোনাল্টি মিস এবং স্বাগতিকদের হাই-লাইন ডিফেন্সের কাছে পরাস্ত হয় ফ্লিক বাহিনী।

অন্যদিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে আবেগে ভেসেছে এস্তাদিও র‍্যামন সানচেজ-পিজুয়ানের পুরো গ্যালারি। ২০১৫ সালের পর লা লিগায় বার্সার বিপক্ষে প্রথম জয় পেয়েছে সেভিয়া। এছাড়াও কাতালানদের সেভিয়ার বিপক্ষে নিজেদের সবচেয়ে বড়ও জয়ও এটি। অন্যদিকে রোববার রাতে হারের মধ্যে দিয়ে লা লিগায় ১৯ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

এমন হাতাশাজনক দিনেও রেকর্ড গড়েছে বার্সা। কাতালান ক্লাব সবশেষ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ৪৫ ম্যাচে টানা গোল করার কৃর্তি গড়েছে। ৪৫ ম্যাচে ১২৭ বার প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন ইয়ামাল-রাফিনিয়া। এর আগে ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে একই সময় ১৩৯টি গোল করেছিল বার্সা।

উড়তে থাকা বার্সার হটাৎ এমন ছন্দপতন কেন, এমন সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের ইনজুরি এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। ইয়ামাল, রাফিনিয়া, গাভি, গার্সিয়ার মতো খেলোয়াড়রা আছেন ইনজুরিতে। এছাড়াও বার্সার সমর্থকদের মতোই খেলোয়াড়রাও বর্তমানে নিজেদের বিশ্বের সেরা ক্লাব মনে করেন। তবে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের ইনজুরি কাতালানদের বস্তবতা মনে করে দিচ্ছে। তবে জার্মান মাস্টারমাইন্ড হ্যান্সি ফ্লিক মনে করে এমন কষ্টদায়ক ম্যাচ মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি বলেন, 'আজকের এই কষ্ট আমাদের বাকি মৌসুমের জন্য অনুপ্রেরণা দেবে।

আমরা একটি অবিশ্বাস্য ক্লাবের হয়ে খেলি এবং সমর্থকদের কষ্ট বুঝি। কিন্তু আমাদের সামনে তাকাতে হবে এবং প্রতিটি শিরোপার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

এছাড়ার সেভিলার বিপক্ষে হারের কারণ নিয়ে বার্সা বস বলেন, 'প্রথমার্ধে আমরা সমাধান খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভালো খেলেছি, কিন্তু সেভিয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। এই হারের পর আমাদের একসঙ্গে থাকা জরুরি। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আমরা আবারো প্রতিটি শিরোপার জন্য লড়াই করবো।'

আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে ১৮ অক্টোবর জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আবারো মাঠে ফিরছে কাতালানরা।

জুলাই সনদ : জামায়াত ও বিএনপির ব্যবধান আকাশ-পাতাল

-মোবায়েদুর রহমান

অভিন্ন কর্মসূচিতে আবার মাঠে নামছে জামায়াতসহ ৬ দল। ৫ দফা দাবি নিয়ে তারা মাঠে নামছে। যেসব দল মাঠে নামছে তারা হলো-বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, খেলাফত মজলিশ, নেজামে ইসলাম, জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগপা), চরমনাই পীরের ইসলামী আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলন। যেসব দাবি নিয়ে তারা মাঠে নামছে সেগুলো হলো, আসন্ন নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়া বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন (পিআর সিস্টেম) অনুষ্ঠান, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন, আওয়ামী লীগের দোসর জাতীয় পার্টিসহ অন্যদের নিষিদ্ধ করা, সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রচনা করা (সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা) এবং ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের সব জুলুম, নির্যাতন, গণহত্যা ও বিচার দৃশ্যমান করা। বিগত ১ অক্টোবর থেকে তাদের এ দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে চলবে গণসংযোগ। গণসংযোগ উপলক্ষে মতবিনিময় সভা, গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা হবে। ১০ অক্টোবর রাজধানীসহ সব বিভাগীয় শহরে ৬টি দল আলাদা আলাদাভাবে গণমিছিল করবে। ১২ অক্টোবর সারা দেশে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে তাদের দাবি-দাওয়াগুলো গ্রহণ করার জন্য গত ১৮, ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর কর্মসূচি পালন করা হয়। ১২ অক্টোবরের মধ্যে তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।

জুলাই বিপ্লবের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসেন। তার সরকারের তথা জুলাই বিপ্লবের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল দেশের জনগণ, সংবাদপত্রসহ সবার মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান। শেখ হাসিনার ১৫ বছর ধরে এ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। ড. ইউনূস সরকারের ইতোমধ্যে ১৩ মাস ২৩ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রায় ১৪ মাস হয়ে গেল স্বৈরাচার ও তাদের দোসর ছাড়া দেশের ১৮ কোটি মানুষের একজনকেও অকারণে গ্রেফতার করা হয়নি। প্রায় দেড় হাজার দাবি-দাওয়া নিয়ে সভা, মিছিল ও যমুনা অভিমুখী তথাকথিত ঘেরাও কর্মসূচিও পালিত হয়েছে। কিন্তু এসব কর্মসূচির জন্য বিগত ১৪ মাসে একটি গুলিও ছোঁড়া হয়নি। বিপ্লবের ফসল অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাই জামায়াতসহ ৬ দল তাদের কর্মসূচি পালন করতেই পারে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এসব দাবি না মানলে আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। কঠোর কর্মসূচি তারা দিতেই পারে। নির্ভেজাল গণতন্ত্রে এগুলো হলো মৌলিক অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব কর্মসূচি পালন করতে হচ্ছে কেন? ৫ দফা দাবির কথা বলা হলেও মূল বিরোধটি কোথায়? কার সঙ্গে এ বিরোধ? ড. ইউনূসের সরকার সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ সরকার। যারা তার উপদেষ্টা পরিষদে আছেন তাদের কেউই কোনো দল করেন না। এখনো যে দুজন ছাত্রনেতা উপদেষ্টা পরিষদে আছেন; তারা যদি নির্বাচন করতে চান, তাহলে তফসিল ঘোষণা করার আগেই তাদের পদত্যাগ করতে হবে। সুতরাং প্রশ্নটি হলো, কার সঙ্গে তাদের বিরোধ? কোন পয়েন্টে তাদের মতদ্বৈধতা? বলার অপেক্ষা রাখে না যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে বিএনপির

সঙ্গে। প্রশ্ন হলো বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন-এসব দলই স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনের সহযোদ্ধা। তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে কোন পয়েন্টে? এটি যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে সমস্যার জট দ্রুত খুলেও যেতে পারে।

২.

এতদিন ধরে বলা হচ্ছে, পিআর পদ্ধতি নিয়েই বিএনপির সঙ্গে বিরোধটি সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকই বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের দাবিগুলো গভীর অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, মূল দাবি হলো, নির্বাচনের আগে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন। এ বিষয়টির গভীর তাৎপর্য আমার মনে হয় অনেকে ধরতে পারেননি। বিষয়টি অন্যভাবে বলেছে নির্বাচন কমিশন। তারা বলেছে যে, দেশে সংবিধান বহাল আছে। সেই সংবিধানের ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে। আরও বলা হয়েছে, দেশের বর্তমান সংবিধানে আপার হাউজ বা উচ্চকক্ষের কোনো বিধান নেই। একইভাবে পিআর সিস্টেমেরও কোনো সুযোগ নেই।

আসল সমস্যা বুঝতে হলে ৩টি বিষয় জানতে হবে। একটি হলো, বর্তমান সংবিধান, জুলাই সনদ এবং আরেকটি হলো, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন? নাকি বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন? আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইটা চলছে, সেটি হলো, বর্তমান সংবিধান বনাম জুলাই সনদের লড়াই। এটিই হলো সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর-মোট ৮ মাস ঐকমত্য কমিশন ৩২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করে যাচ্ছে। মোট ১১টি কমিশন তাদের রিপোর্ট দাখিল করলেও নির্বাচনকে ঘিরে ৬টি কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে ১৬৬টি প্রস্তাব উঠে আসে। এ ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্য থেকে ৮৪টি প্রস্তাবের ওপর সুনির্দিষ্ট মতামত আসে। এ ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে আবার ২১টি প্রস্তাবের কোনো কোনোটিতে বিএনপি নোট অব ডিসেন্ট (অসম্মতি) দেয়, আবার কোনো কোনোটিতে জামায়াত নোট অব ডিসেন্ট দেয়। তারপরও এ ৮৪টি প্রস্তাবকেই জুলাই সনদ হিসাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ মানুষ এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও ৬টি কমিশনের মধ্যে ৫টির সংস্কারের ব্যাপারে তত আগ্রহী নন। মানুষের যত আগ্রহ, সেটি হলো সংবিধানের সংস্কার নিয়ে। এ ব্যাপারে বিএনপির অবস্থান হলো, সংবিধানের ব্যাপারে কোনো হাত দেওয়া চলবে না। এ সংবিধানের সংস্কার বা যা কিছুই হোক না কেন, সেটি করবে আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট। ঠিক এখানেই যত সমস্যা এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সমস্যাটি যুগান্তরের সম্মানিত পাঠকদের জন্য আমি আরও খোলাসা করছি।

৩.

জুলাই সনদের ওপর ২৯টি দল তাদের লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। বিএনপি তাদের লিখিত বক্তব্যে বলেছে, ‘প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদের পরিচ্ছেদ ২ (সংস্কার কমিশন গঠন)-এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা চলমান থাকা অবস্থায় প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদকে Constitutional Instrument হিসাবে মর্যাদা দানের চেষ্টা আইনি ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব, অসংগত ও অগ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংবিধানের অধীনে গঠিত কোনো সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যমান সংবিধানের স্থলে নতুন কোনো সংবিধান ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, সেটি বিপ্লব নয়, বরং ক্যু হিসাবে গণ্য হবে।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিএনপির মতে, ইউনূস সরকার একটি সাংবিধানিক সরকার। এ সরকার গঠিত হয়েছে ১৯৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামীর লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। সংস্কার কমিশনের কাছে লিখিত বক্তব্যে জামায়াত বলেছে, Whereas, the Constitution of 1972 has failed to protect the life and libertz of the people of Bangladesh leading to numerous cases of crimes against humanitz and enforced disappearances bz the state and government authorities. বাংলা অনুবাদ : যেহেতু ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে মানবতার বিরুদ্ধে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক বলপূর্বক অপহরণের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে।

Whereas a number of major Constitutional changes in the Executive and in the Judiciarz have alreadz been implemented in Bangladesh since the events of the 5 August 2024, through widespread consensus and in exercise of the constituent power of people. বাংলা অনুবাদ : এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের ফলে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের বেশ কয়েকটি ঘটনাবলির মাধ্যমে অনেকগুলো বড় সাংবিধানিক, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

Therefore, pursuant to the authoritz granted to the interim Government bz the citizens of Bangladesh and pursuant to the constituent power exercised bz them, the interim Government herebz proclaims and enacts the following Order. বাংলা অনুবাদ : সুতরাং, অন্তর্বর্তী সরকারকে বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্ব এবং সেই জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার এতদ্বারা নিম্নোক্ত ফরমান জারি এবং কার্যকর করছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে যে বিরোধ সেটি একেবারে মৌলিক। বিএনপি বলছে, এ সরকার সাংবিধানিক সরকার। পক্ষান্তরে জামায়াত বলছে, এ সংবিধান ব্যর্থ হওয়ায় জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা রয়েছে তারা বিলক্ষণ বুঝবেন যে এ বিরোধটি এতই মৌলিক যেখানে আপসের কোনো স্থান নেই। এ ব্যাপারে এ মুহূর্তের জন্য দৈনিক যুগান্তর একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দুটি প্রধান দলের মৌলিক অবস্থান তুলে ধরছে মাত্র। বিষয়টি অত্যন্ত মৌলিক ও জটিল হওয়ার ফলে ড. আলী রীয়াজের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত ব্যক্তিকেও বাংলাদেশের ৪ জন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছে বিশেষজ্ঞ মতামত আনতে হয়েছে।

আমরা এখানে এ মুহূর্তে কোনো মন্তব্য না করে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। আজ বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। সংক্ষেপে বলতে চাই, সবার কাছে একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থতার জন্য পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অখণ্ড একটি দেশ। এখানে বিচ্ছিন্নতার অবকাশ নেই। তবে আজ ৫৪ বছর হয়ে গেল, সর্বসম্মত কোনো সংবিধান গৃহীত হলো না। এ সমস্যার যদি সর্বসম্মত এবং সবার কাছে থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান না আসে, তাহলে বিষয়টি এখানেই থেমে থাকবে না, অনেক দূর গড়াবে। আমরা নিশ্চিত, ড. ইউনূসের সরকার, বিএনপি ও জামায়াত এ সমস্যাটি যে অগ্নিগর্ভ, সে বিষয়ে সচেতন।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Tory Party wants to leave ECHR and abolish Immigration Tribunal and legal aid

Post Desk: On the first day of its annual conference today, the Conservative Party announced that it was officially adopting the policy of leaving the European Convention on Human Rights (ECHR) and introducing a markedly tougher approach to immigration and asylum than has been seen from any major party in recent decades.

Conservative Party logoConservative leader Kemi Badenoch said in her speech: "We must leave the ECHR and repeal the Human Rights Act. Conference, I want you to know that the next Conservative manifesto will contain our commitment to leave. Leaving the Convention is a necessary step."

She said the party had sought detailed legal advice from the Shadow Attorney General, Lord Wolfson, regarding leaving the ECHR. Wolfson was asked to conduct an analysis to determine whether five 'sovereignty tests' posed by Badenoch could be lawfully met while the UK remained a signatory to the ECHR. The tests covered the deportation of foreign criminals and 'illegal' migrants, protection of veterans, prioritising citizens for public services, controlling disruptive protests, and cutting red tape. Lord Wolfson's advice concluded that leaving the ECHR would be necessary to fully satisfy all five tests.

Lord Wolfson's 195-page legal advice can be downloaded here. In it, he concludes that the "substantial ECHR limitations placed on the Government in the context of immigration and border control" is the area where the most urgent and extensive changes are needed. Wolfson added that attempts to check the "expansive" tendencies of judges when interpreting the ECHR "have so far proved ineffective" and such tendencies "show no sign of abating".

Shadow Home Secretary Chris Philp announced at the Conservative conference today that the party was going further and publishing a radical new BORDERS Plan on the back of the policy of leaving the ECHR. He said the plan would see many asylum claims banned, the Immigration Tribunal abolished, and legal aid ended for immigration and asylum matters.

Philp summarised the plan in stark terms, saying: "Leave the ECHR. Deport all illegal immigrants immediately upon arrival and all foreign criminals. A new Force to remove 150,000 people year with no right to be here. Abolish the Immigration Tribunal. End Judicial Review and legal aid in immigration cases. And make sure countries take back their own citizens just as we do."

The Shadow Home Secretary Conservative earlier explained: "Enabled by ECHR exit, we will ban all asylum and other claims by illegal immigrants. And this will mean all those arriving illegally – including by small boat – will be immediately deported back to their country of origin if possible or to a third country like Rwanda if not within a week of arrival."

Describing judicial decisions that let foreign offenders avoid deportation as "madness" and accusing judges of accepting "all kinds of nonsensical arguments," the Shadow Home Secretary went on to say: "We will abolish the Immigration Tribunal entirely, with decisions will be taken inside the Home Office. There won't be any immigration judicial review, except on the narrow grounds of statutory power. And we will completely end the immigration legal aid gravy train by abolishing it. People don't need lawyers to make their claims, they just need to tell the truth, and their claim will be fairly decided."

Former Conservative MP Tobias Ellwood told Times Radio that adopting a policy of leaving the ECHR was a grave political and strategic error by the party. He described it as "shocking" that signing up to leave the ECHR has now become a requirement to stand as a Conservative candidate in the next election, warning that the move will push the party further toward the extreme and further away from ever returning to power.

Ellwood said: "I wager that most MPs, let alone candidates, are even unfamiliar with the details of the ECHR. And these clarion calls to leave it suggest that there's a silver bullet to solve illegal migration. Certainly, Article 3, Article 8 needs to be reviewed. Let's review it. Let's join with other countries and update this piece of legislation, this convention that we helped create. But I make it really clear, even if you amended the ECHR or left it completely, you've only done half the homework. You've removed the red tape from the UK side. What still remains there is the what happens when you put them on a plane. Is Afghanistan, Iraq or Sudan going to receive these planes? Absolutely not. So this is a soundbite that's being peddled out to simply resolve a very complex issue."

Ellwood strongly urged Kemi Badenoch to reconsider the policy, adding that it was not in Britain's interests.

Alice Donald, Professor of Human Rights Law at Middlesex University, noted in a blog post for Verfassungsblog last week that previously "fringe rhetoric" about leaving the ECHR was now being echoed at the very centre of British politics. While many European centre-right governments have pressured the European Court of Human Rights, Donald observed that most have stopped short of advocating withdrawal, instead pursuing interpretive reforms or clarifications.

Donald stated: "As a non-EU state, it might be expected that the UK would be an outlier among European democracies. Yet it bears repeating that it would be unprecedented for the UK Conservatives, as a centre-right party in a mature democracy ... to reach for the straight-to-withdrawal position. To do so would be reckless as to the consequences of pulling out of the ECHR – and hence the Council of Europe – for the people of the UK, and the severe damage that would be caused to the UK's national interest and international reputation. Withdrawal would be a deliberate step into the present club of two – Putin's Russia and Lukashenko's Belarus."

Professor Donald was one of the authors of a report published last month by the Bonavero Institute of Human Rights at the University of Oxford's Faculty of Law that found widespread misrepresentations in UK media coverage of the ECHR and its role in immigration control.

The report warned that misleading portrayals of the ECHR's role in immigration and asylum decisions were contributing to increased calls for the UK to leave the Convention, despite judges making decisions according to rules and exceptions set by Parliament. Donald said that trust in the rule of law is placed at risk if the discussion about the ECHR and immigration is not grounded in accurate reporting.

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
57, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Starmer insists India trade deal will not affect UK visas as he heads to Mumbai

Post Desk: The UK will make no further changes to visa restrictions now that the trade deal with India has been struck, the prime minister has insisted on the eve of a two-day trade visit to India.

Keir Starmer will meet the Indian prime minister, Narendra Modi, in Mumbai with a delegation of more than 120 chief executives, cultural leaders and university vice-chancellors in a visit aimed at boosting growth and trade ties.

But during the course of the visit the UK prime minister is also likely to face questions over the closeness of Modi to the Russian president, Vladimir Putin – to whom Modi wished a happy birthday in a message as Starmer prepared to land in India.

Starmer insisted no further visa liberalisation was on the table – including for students – despite the delegation of business leaders and universities who are pressing the UK to take advantage of the harsh line that the US has taken on visas aimed at attracting international talent.No, that isn't part of the plans," Starmer told reporters when asked if he would respond to sectors' demands for easier movement of workers. "We're here now to take advantage of the free trade agreement that we've already struck. We've got to implement it."

Starmer said that businesses would benefit significantly from the "mood music" from the trade deal, citing increases in flights by British Airways and others.

"But the issue is not about visas. It's about business to business engagement and investment and jobs and prosperity coming into the United Kingdom."

Starmer said he was particularly proud that the deal struck in the spring did not have a major visa component, saying it was "one of the issues we were able to unblock … It'd been one of the challenges over the eight years, I think previous governments had tried to get the deal over the ground. So there's no visa implications of the free trade agreement."

Starmer said the UK was looking more at how it could attract "top talent" after Donald Trump's executive order, which will add a $100,000 fee for applicants for its skilled work visa programme.

He said that was "not necessarily related to India" but added "where there is very top talent across the globe. I want to have top talent in the United Kingdom, to help us grow our economy."

Starmer will visit India along with 14 university vice-chancellors and university representatives, amid fears in the sector that it will be aggressively hit by government plans to raise international student fees as part of a bid to drive down net migration.

Starmer told reporters the aim of the trip was not to recruit students but for universities to expand their overseas offerings – for students to study while staying in India.

The visit to India comes months after Starmer hosted Modi at Chequers to mark the signing of the deal, which will significantly lower tariffs on British goods being imported into India. Starmer will host CEOs on the trip from companies including Rolls-Royce, British Telecom, Diageo, the London Stock Exchange and British Airways, as well as the National Theatre and the Royal Shakespeare Company.

It is expected to raise bilateral trade by £25.5bn per year, with UK exports to India projected to grow by nearly 60%. But government forecasts suggest the deal will make only a minor dent in the black hole Rachel Reeves must fill in the autumn budget, adding about 0.13% to GDP by 2040 but probably less than that by 2030, which is the period of time that the Office for Budget Responsibility assesses.

Starmer will not meet Modi in India's capital but will spend two days with businesses in Mumbai, with a meeting with Modi in the west coast city. Aides expect him to raise not just trading ties but suggested the pair would speak about Ukraine.

Starmer has also been urged to raise the plight of Jagtar Singh Johal, a Scottish-Indian Sikh activist who has been imprisoned in India for eight years, despite having charges against him dropped.

As Starmer flew from London, Modi posted a congratulatory message to Putin on his birthday, writing: "I spoke with my friend President Putin and conveyed warm congratulations on the occasion of his birthday, as well as wishes for good health and longevity. I am deeply grateful for his personal commitment to strengthening the Indian-Russian partnership in the coming years."

Asked whether it was appropriate to be showing such warm ties with Modi given the closeness to Putin, Starmer said: "Just for the record, I haven't … sent birthday congratulations to Putin, nor am I going to do so. I don't suppose that comes as a surprise."

Starmer said the UK's focus was on stopping Russia's "shadow fleet" of oil tankers, which has been operating despite sanctions. "In relation to energy, and clamping down on Russian energy, our focus as the UK, and we've been leading on this, is on the shadow fleet, because we think that's the most effective way. We've been one of the lead countries in relation to the shadow fleet."

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

- **Hafiz Sponsor** £250 x 3 = £750 .00
- **Shops** (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
- **Class/Living Room for Orphanage** Per Room £3000.00
- **Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage** 33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
- **Ashab-e-Badr Fund** one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1067 ◆ Friday 10 October - Thursday 16 October 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন.....২০২৬

শীঘ্রই প্রকাশ পাচ্ছে বিএনপি'র ২'শ প্রার্থীর নাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই শতাধিক আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। চলতি মাসেই এ আসনগুলোতে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। বাকি আসনগুলোর একটি অংশে সমমনা ও জোট শরিক দলের প্রার্থীদের জন্য ছেড়ে দেবে। বাকি আসনগুলোতে দলের প্রার্থী ঠিক করতে একটু সময় লাগবে। ওই আসনগুলোতে দলের অধিক সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচন করতে চাইছেন। দলীয় সূত্র জানায়, দু'একটি ছাড়া নভেম্বরে ৩০০ আসনেই দল এবং জোটের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। এদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় নির্বাচনের আগে পৃথকভাবে গণভোটের আয়োজন চায়।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরে দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে বলে বিএনপি'র দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে চলতি মাসের মধ্যে প্রার্থী চূড়ান্ত এবং তাদেরকে নির্বাচনী গ্রিন সিগন্যাল দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গত সোমবার রাতে গুলশানে

চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বলেন, প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এখনো চূড়ান্ত হয়নি। খুব শিগগিরই দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আসনে একক প্রার্থী দেয়া হবে। বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে নেতারা বলেন- দেশের প্রত্যেক আসনে একাধিক কিংবা কোন আসনে ১৫ থেকে ২০ জনের মতো করে প্রার্থী রয়েছেন। সেখান থেকে সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন, জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অপেক্ষাকৃত তরুণদের প্রার্থী বাছাইয়ে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। প্রায় চার কোটি ভোটারের মনোভাবকে কাজে লাগাতে এবং তাদের সমর্থন আদায়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সিনিয়র নেতাদের কেউ কেউ বাদ পড়তে পারেন বলে বৈঠক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। তবে কোনো প্রকার কোন্দল যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকেও কড়া নজর রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। --১৭ পৃষ্ঠায়

অনুষ্ঠিত হলো টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন এওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার। এতে বারার বিভিন্ন স্কুলের ২শ ৪৮ জন শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই এওয়ার্ডের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীদের স্কুল জীবনের সাফল্য বা অর্জন, একনিষ্ঠতা, প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডের জন্য নিজ নিজ স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মনোনীত করা হয়।

এওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে তরুণ মেধাবীদের সম্মান জানাতে এবং তাদের অর্জিত সাফল্য উদযাপন করতে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সদস্য ছাড়াও বিশেষ অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

৩০০ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত জামায়াতের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৩০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে জামায়াত। এসব আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা বেশ কিছুদিন থেকেই নির্বাচনী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে নির্বাচনে নির্ধারিত আসনে বেশি জোর দেবে দলটি। ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী জোট হলে একশ' আসন ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে জামায়াত। এর

বাইরে দেড় শতাধিক আসনে জোরালো অবস্থান নেয়ার পরিকল্পনা করছে দলটি। রাজধানীর কাফরুল-মিরপুর এলাকা নিয়ে গঠিত --১৭ পৃষ্ঠায়

হঠাৎ আ.লীগ নেতার সাথে ৩ দেশের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন

চৌধুরীর সঙ্গে তিন দেশের রাষ্ট্রদূতদের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর --১৭ পৃষ্ঠায়

অসুরের ভূমিকায় ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : সিংহের উপরে বসে হিন্দুদের দেবী দুর্গা তার ১০ হাতে অস্ত্র ধারণ করেন। অশুভ শক্তির বিনাশকারী সম্প্রতি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পূজা উৎসবে এই মূর্তি উন্মোচন করা হয়। হিন্দুদের কাছে এ

হিসেবে অসুরকে বধ করেন দেবী দুর্গা। তবে এবার বেশ কয়েকটি পুজো মণ্ডপে দেবীর প্রতিমা নয়, বরং নজর কেড়েছে অসুর। কারণ অনেকে অসুরের অবয়বের সাথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের মুখের মিল খুঁজে পেয়েছেন। উৎসবটি অশুভের বিরুদ্ধে শুভর আগমনের প্রতীক। কিন্তু এবারের এই মূর্তি প্রদর্শনী শুধু রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নয়, ছিল এক সময়ের ঘনিষ্ঠ দুই মিত্র ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপোড়েনেরও --১৭ পৃষ্ঠায়

সংসদে নারীরা ৬০০ আসন চান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীরা ৩০০ আসন আর চান না। তারা চান ৬০০ আসন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে (ইসি) মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) নারী নেত্রীদের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নির্বাচনি সংলাপ হয়েছে। সংলাপে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ছাড়াও চার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে নারী নেত্রীরা এই দাবী জানান।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে 'ই-ইমামস' ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

লন্ডন, ৮ অক্টোবর ২০২৫ : যুক্তরাজ্যে মসজিদ, মাদ্রাসাসহ সব ধরনের ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও ইমাম সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য করতে প্রথমবারের মতো ই-ইমামস.কম (eimams.com) নামে একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে মুসলিম --১৬ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk